রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৭, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই মার্চ ২০০২/২৭শে ফাল্গুন ১৪০৮

এস আর ও নং ৪৭-আইন/২০০২/শ্রকম-৯/৩(৮)২০০২—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলার রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা নং-	১১/২০০০
২।	অভিযোগ মামলা নং-	১৫/২০০০
৩।	অভিযোগ মামলা নং-	৯/২০০০
৪।	অভিযোগ মামলা নং-	১/২০০১
৫।	অভিযোগ মামলা নং-	১০/২০০০
৬।	বহির্গমন মামলা নং-	১/২০০০
৭।	ফৌজদারী মামলা নং-	১৫/২০০০
৮।	ফৌজদারী মামলা নং-	৭/২০০০
৯।	ফৌজদারী মামলা নং-	১১/২০০১

মূল্য ঃ টাকা ২৭.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১০।	ফৌজদারী মামলা নং-	১৬/২০০০
১১।	ফৌজদারী মামলা নং-	১/২০০১
১২।	ফৌজদারী মামলা নং-	৪/২০০০
১৩।	ফৌজদারী মামলা নং-	৬/৮৯
১৪।	ফৌজদারী মামলা নং-	২/২০০১
১৫।	ফৌজদারী মামলা নং-	৪/২০০১
১৬।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-	২/২০০০
১৭।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-	৩/৯৯
১৮।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-	৬/২০০১
১৯।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-	৩/২০০০
২০।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-	৪/২০০০
২১।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-	৭/২০০১
২২।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-	৮/২০০১
২৩।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-	১১/২০০১
২৪।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-	৯৫/২০০০
২৫।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-	৬/২০০১
২৬।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৩/২০০১
২৭।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪৭/২০০১
২৮।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪২/২০০১
২৯।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪৩/২০০১
৩০।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪০/২০০১
৩১।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪৫/২০০১
৩২।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৮৮/২০০০
৩৩।	আই, আর, ও, মামলা নং-	১৩/২০০১
৩৪।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪৪/২০০১
৩৫।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪৬/২০০১
৩৬।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৪১/২০০১
৩৭।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৭৩/২০০১

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
৩৮।	আই, আর, ও, মামলা নং-	২/২০০১
৩৯।	আই, আর, ও, মামলা নং-	১/২০০১
৪০।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৩৪/২০০১
৪১।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৩৯/২০০১
৪২।	আই, আর, ও, মামলা নং-	১৪/২০০১
৪৩।	আই, আর, ও, মামলা নং-	৮৪/২০০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিউর রহমান খান
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কাফী সরকার, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০১

অভিযোগ মামলা নং ১১/২০০০

মোঃ শামসুল হক, পিতা মোঃ ইছাম উদ্দিন,
গ্রাম ঃ পাহাড়বাড়ী, পোঃ হাড়িভাঙ্গা, উপজেলা ও জেলা পঞ্চগড়—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুপার মিলস লিঃ,
পোঃ ধাক্কামারা, উপজেলা ও জেলা পঞ্চগড়—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

দরখাস্তকারী মোঃ শামসুল হক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ আইন (পরবর্তীতে এস, ও, এ্যাক্ট বলা হইবে) এর ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুপার মিলস লিঃ এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

দরখাস্তকারীর দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের সুগার মিলে বিগত ৫-১২-৭৩ইং তারিখে ফিল্ডম্যান হিসাবে তিরনইহাট ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের ২নং ইউনিটে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮১-৮২ সালে তাহাকে সি,আই,সি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। উক্ত পদে সততা ও দক্ষতার সংগে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। তিনি কখনও কোন অবহেলা বা গাফিলতি প্রদর্শন করেন নাই। মিলস গেটের উত্তর কেন্দ্রের গোডাউনের জন্য ২ কিলোমিটার দূরে একটি পরিত্যক্ত ও জীর্ণ পুরাতন টিনের ঘর প্রতিপক্ষ ৫০০ টাকায় ভাড়া লইয়া মিলস গেটের গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে নিযুক্ত করেন। দরখাস্তকারী মিলের কেন্দ্রীয় গুদাম হইতে উপকরন সরবরাহ লইয়া উক্ত মিলস গেট গোডাউনে সংরক্ষণ করেন এবং তথা হইতে আখ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করেন। গত ৩০-৬-৯৯ অর্থ বৎসর শেষে অর্থাৎ ১-৭-৯৯ইং তারিখে ইউরিয়া সহ বিভিন্ন সার ও কীটনাশক ঔষধ মজুত থাকে ২০৩ বস্তা। গুদাম ঘরে বৃষ্টির পানি গড়িত এবং বাহির হইতেও উক্ত গুদাম ঘরে বৃষ্টির পানি ঢুকিয়া যাইত ফলে উপকরনাদি বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় দরখাস্তকারী ১-৭-৯৯ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ বরাবর ২০৩ বস্তা সার ও কীটনাশক ফেরত লইবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মোতাবেক প্রতিপক্ষ ৪-৭-৯৯ইং তারিখের ২৫৭৫ নং স্মারকে উক্ত সার কেন্দ্রীয় গুদামে জমা দানের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গুদামে জায়গা নাই অজুহাত দেখাইয়া প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট হইতে শুধু ৪৮ বস্তা কীটনাশক ঔষধ ফেরত লইয়াছেন। সার ফেরত নেন নাই। ইহার ফলে রক্ষিত সার বর্ষার পানিতে বিনষ্ট হয় যাহা দরখাস্তকারী ২৬-৮-৯৯ইং তারিখে লিখিতভাবে জানাইয়াছেন। উহার পর আরও সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ইহার পর ১৬-১-২০০০ইং তারিখের ২৬৫ নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ২০-১-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সার ও কীটনাশক ঘাটতি বাবদ ৪৭,২৯০ টাকা উল্লেখ করিয়া একটি অভিযোগ পত্র প্রেরণ করিলে দরখাস্তকারী ২৫-১-২০০০ইং তারিখে অভিযোগ অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাবে প্রতিপক্ষের গাফেলতির কারণে সার বিনষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। অতঃপর ২৬-২-২০০০ইং তারিখের ৮৬১ নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে ২৮-২-২০০০ইং তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী উক্ত তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন। উক্ত তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষ ছিল না। কমিটি দরখাস্তকারীর কাগজপত্র পরীক্ষা করেন নাই এবং দরখাস্তকারীর সম্মুখে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই বা কোন সাক্ষীকে দরখাস্তকারীকে জেরা করার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অতঃপর ১৫-৩-২০০০ইং তারিখে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে চাকুরীতে যোগদানের নির্দেশ দেন। অতঃপর দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য ৪ মহা-ব্যবস্থাপকসহ উপ-ব্যবস্থাপক (পারসোনেল) এর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী সেখানে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া দরখাস্তকারীকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়া বা কোন হিসাব নিকাশ না করিয়া জোরপূর্বক ৪৭,২৯০ টাকা কখনও বা উহা কাটিয়া ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা লিখিয়া দরখাস্তকারীকে সহি করিতে বাধ্য করেন এবং ১৩-৫-২০০০ইং তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর ৩-৬-২০০০ইং তারিখের ২৬৫০ নং স্মারকে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারীর অভিযোগ পত্রে আখ, সার ও কীটনাশক ঔষধ ঘাটতি বাবদ ৫,৪২,৩২০ টাকা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ ছিল না। ঐ বিষয়ে কখনও কোন অভিযোগ আনয়নকরতঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট কোন কৈফিয়ত চান নাই। দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ১২-৬-২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে

প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন যাহা নামঞ্জুর করা হয়। দরখাস্তকারী কোন টাকা আত্মসাৎ করেন নাই। তথাপি বিভিন্ন দাপ্তরিক আদেশে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর প্রতি মাসের বেতন হইতে ঘাটতির টাকা কর্তন করিয়াছেন। মিলের প্রথা অনুযায়ী কর্মচারীর ঘাটতির টাকা মাসিক বেতন হইতে এবং অবসর প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত বিল হইতে সমন্বয়ের রেওয়াজ করিয়াছে। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ অন্যায় ও বেআইনী তাই তিনি বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়ার আদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ লিখিত জনাব দাখিল করিয়া এই মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে মামলাটি কারণবিহীন, বর্তমান আকার ও প্রকার অচল, তামাদি দোষে বারিত এবং আরজিতে উল্লেখিত অভিযোগ ও বর্ণনাসমূহ সত্য নহে।

এই প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, দরখাস্তকারী একজন অসৎ ও দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারী। তিনি প্রতি মৌসুমে ইচ্ছাকৃতভাবে আখ, সার ও কীট নাশক ঔষধের অস্বাভাবিক ঘাটতি দেখাইয়া উক্ত উপকরণাদির মূল্য সুকৌশলে আত্মসাৎ করা তাহার চিরাচরিত অভ্যাস। তাহার চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত কালিমাপূর্ণ। তিনি একাধিকবার চিনি বিক্রয়ের টাকাও মিলে জমা দেন নাই এবং বারবার তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া টাকা মিলে জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে উক্তরূপ কারণে বহুবার সতর্কীকরণ পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীও বহুবার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মিল কর্তৃপক্ষ ৩-৩-৮২ইং তারিখের ১২৯৪ নং স্মারকমূলে চাষীদের মধ্যে চিনি বিক্রয়ের মূল্য বাবদ ১৯,৮০০ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য ৫-৩-৮২ইং তারিখের মধ্যে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু টাকা জমা না দিলে ৬-৩-৮২ইং তারিখে তাঁহাকে সাময়িক কর্মচ্যুতি করিয়া কৈফিয়ত তলব করা হয়। পরবর্তীতে তাহাকে সতর্কীকরণসহ সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষ ৬-১১-৮২ইং তারিখের ৬৮৯২ নং স্মারকে ১৫০-০৮-০০ মণ আখ ঘাটতির মূল্য বাবদ ২,২৫৩ টাকা, ১৯-৮-৮৫ইং তারিখের ৩০৭৬ নং স্মারকে সার ঘাটতির জন্য ৬,৩০১.৪৫ টাকা, ২৫-৫-৮৫ইং তারিখের ৯৪৯ নং স্মারকে সার ও কীটনাশক ঘাটতির মূল্য বাবদ ৫,৮৯৯.২০ টাকা, ৬-৭-৮৫ইং তারিখের ১৯৪ নং স্মারকে চিনি বিক্রয়ের মূল্য বাবদ ১২,৫০০ টাকা এবং অনুরূপভাবে আরও বিভিন্ন তারিখে (জবাবে উল্লেখ রহিয়াছে) বিভিন্ন উপকরণ ঘাটতি বাবদ আরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা আত্মসাতের জন্য তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা জমা দানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হয় এবং ১৯৯২-৯৩ সালে একইভাবে ঘাটতি বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করিলে কমিটি তদন্তঅন্তে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৭-৭-৯৩ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর ১৩-১১-৯৩ইং তারিখের ৪৪৩৪ নং স্মারকে পুনঃতদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৩,২০,৯৯৮.২১ টাকা ঘাটতির মাধ্যমে আত্মসাতের জন্য তাহাকে দায়ী করিয়া ২৮-২-৯৪ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ২৭-৬-৯৪ইং তারিখে তাহার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর'৯৪ মধ্যে ৫০% ভাগ এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর'৯৪ মধ্যে ৫০,০০০ টাকা নগদ জমা দিবার অংগীকারে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন কিন্তু টাকা পরিশোধ না করিলে ২৪-৪-৯৬ইং তারিখের ১৭০০ নং স্মারকে ৪,৫০,৬০১.১৯ টাকা, ২৫-৫-৯৭ইং তারিখের মধ্যে মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তৎপর পুনরায় ৯৮-৯৯ মৌসুমে সার ও কীটনাশকের অস্বাভাবিক ঘাটতি দেখাইয়া ১,০৪,৩৩৮.৯৫ টাকা আত্মসাৎ করেন যাহা ২০-২-২০০০ইং তারিখের মধ্যে মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য তাহাকে

নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও ৯৯-২০০০ মৌসুমে আখ চাষীদের জন্য যে পরিমাণ সার ও কীটনাশক গ্রহণ করেন উহার বর্তমান মজুদ ও বিতরণে গরমিলের অভিযোগ আসিলে দরখাস্তকারীকে ১৬-১-২০০০ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং ৪৭,২৯০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন পূর্বক জবাব প্রদানের নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী ২৫-১-২০০০ইং তারিখে জবাব প্রদান পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ৮-২-২০০০ইং তারিখে বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দরখাস্তকারী ২৮-২-২০০০ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হইলে দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় এবং কমিটি ১৫-৩-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১৯৮১-৮২ইং সাল হইতে হালনাগাদ দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ঘাটতি বাবদ সমুদয় পাওনা ও আদায় সম্পর্কিত হিসাব প্রদানের জন্য মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)কে রিপোর্ট প্রদান করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাই তিনি ১৮-৪-২০০০ইং তারিখে ১৯৮১ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত দরখাস্তকারীর নিকট হইতে মোট পাওনা ৬,৫৯,৩৩৩.২৬ টাকা তন্মধ্যে আদায় ১,১৭,০১৩.২২ টাকা এবং সমন্বয়অন্তে ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা মিলের পাওনা দাঁড়ায়। অতঃপর দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ৩-৫-২০০০ইং তারিখে হাজির হইয়া ৩১-৫-২০০০ইং তারিখের মধ্যে মিলের সমুদয় পাওনা ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা নগদে জমা দেওয়ার অংগীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দরখাস্তকারী উক্ত টাকার মধ্যে কোন টাকা জমা না দেওয়ায় তাহার অপরাধ গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিধায় তাহাকে প্রতিপক্ষ ৩-৬-২০০০ইং তারিখের ২৬৫০ নং স্মারকে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী উহার প্রেক্ষিতে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করিলে তাহা বিবেচনা করার কোন সুযোগ না থাকায় ২৬-৬-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে উহা জ্ঞাত করা হয়। দরখাস্তকারী বারবার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্বেও সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করায় তাহা খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ রক্ষণীয় কি না ?

২। অত্র মামলা তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে কি না ?

৪। দরখাস্তকারী বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবার আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এই মামলায় দরখাস্তকারী পক্ষে স্বয়ং দরখাস্তকারী একাই ১নং সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহাকে বিস্তারিতভাবে জেরা করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে কাহাকেও পরীক্ষা করা হয় নাই। দরখাস্তকারী পক্ষে ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী নং-১ হইতে ২৩ চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ তাহার পক্ষে ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণে চিহ্নিত করার আবেদন করায় উহাও দরখাস্তকারী পক্ষের আপত্তি ছাড়াই প্রদর্শনী নং-ক হইতে ং এবং অ হইতে ঔ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২

অত্র মামলার শুনানীকালে ও যুক্তিতর্ক পেশকালে এই বিবেচ্য বিষয় দুইটি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কাজেই এই বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩ ও ৪

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এই বিবেচ্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় তাহা একত্রে গ্রহণ করা হইল। আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই মামলায় উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দীর্ঘ যুক্তিতর্ক পেশ করেন। তন্মধ্যে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ নিম্নে প্রাসংগিকভাবে আলোচনা করা হইল।

এই মামলার দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক যে অভিযোগ ২০-১-২০০০ইং তারিখে উত্থাপন করা হয় তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে দরখাস্তকারী ৯৯-২০০০ইং রোপন মৌসুমে আখ চাষীগণকে বিতরণের জন্য যে সার ও কীটনাশক ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিতরণ ও প্রতিপক্ষের কেন্দ্রীয় গোডাউনে ফেরত বাদে ১০৬০ কেজি ইউরিয়া, ২১৪০ কেজি টি, এস, পি, ১৬৪৫ কেজি এম, পি, ০.৯৪৯ কেজি ব্যাডিস্টন, ২০ কেজি ফুরাডন এবং ২৫ কেজি ব্রিফার ঘাটতি পাওয়া যায় যাহার মূল্য ৪৭,২৯০ টাকা এবং এই সার ও কীটনাশক তিনি বিতরণ না করিয়া ও মিলকে ফেরত না দিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, এতদ্ব্যতীত উক্ত অভিযোগ পত্রে (প্রদঃ নং-৭) আর কোন টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ছিল না বা নাই। তাহার আরও বক্তব্য যে এই সার ও কীটনাশক আত্মসাতের অভিযোগের জন্য তাহাকে ১৬-১-২০০০ইং তারিখের সাময়িক কর্মচ্যুত করা হয় এবং প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যানুগত কর্মকর্তাগণকে দিয়া তদন্তের প্রহসন করা হয় যে তদন্তে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে উক্ত অভিযোগ পত্রে ৪৭,২৯০ টাকা আত্মসাৎ বাদে আর কোন টাকা আত্মসাতের অভিযোগ না থাকায় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী বৎসরগুলির বিভিন্ন সময়ের ঘাটতির উল্লেখ করিয়া সর্বপ্রথম বরখাস্ত আদেশে ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা আত্মসাতের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৭(৩) ধারায় বরখাস্ত করার আদেশ জারী করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন অভিযোগপত্রে ঐরূপ অভিযোগ না থাকায় দরখাস্তকারী সেই সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ পান নাই তাই তাহার মতে বরখাস্ত আদেশটি সম্পূর্ণ বেআইনী এবং এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধানের পরিপন্থী। তবে তিনি স্বীকার করিয়া বলেন যে ইতিপূর্বে আখ, সার ও কীটনাশক ঘাটতির কারণে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর দায়-দায়িত্ব ধার্য করিয়া মাসিক বেতন, ভাতা ও বোনাস ইত্যাদি হইতে টাকা কর্তন করিয়া আসা হইতেছিল এবং বিষয়গুলি নিষ্পত্তিকৃত ছিল এই জন্য অভিযোগ পত্রে ঐগুলির উল্লেখ করা হয় নাই। তথাপি বরখাস্ত আদেশে উহা উল্লেখপূর্বক দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করায় তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী হইয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে ঘাটতির কারণে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা আইনসংগত হয় নাই। রেওয়াজ হিসাবে কোন ঘাটতি হইয়া থাকিলে তাহা তাহার বেতন ভাতা হইতে এমনকি অবসরকালে প্রাপ্য টাকা হইতে কর্তন করা সম্ভব হইত। তাহার শেষ বক্তব্য যে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত সার ও কীটনাশক ঘাটতির জন্য দরখাস্তকারী এককভাবে দায়ী নহেন প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও দায়ী কারণ প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভাড়া করা গোডাউনে উক্ত সার ও কীটনাশক রাখা হইয়াছিল উহা পরিত্যক্ত ধরনের গোডাউনে ছিল যাহার টিনের ছাউনির ফুটা চুয়াইয়া ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করিয়া সারগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং

তৎপূর্বে উক্ত সার ফেরত লওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানাইয়াছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ গুরুত্ব না দেওয়ায় দরখাস্তকারী এককভাবে দোষী হইতে পারেন না। তাই দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিবেদন করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ১৯৮১-৮২ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর মিলের অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে আখ, সার ও কীটনাশক ঔষধ ঘাটতি দেখাইতেন এমনকি বিক্রিত চিনির টাকাও মিলে জমা দিতেন না। এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মাসিক বেতন, ভাতা হইতে টাকা কর্তনের অংগীকারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই কারণে তাহাকে ক্ষমাসুন্দর সৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার বেতন ভাতা হইতে আত্মসাতকৃত টাকা কর্তন করিয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু তিনি অভ্যাসগতভাবে মিলের অর্থ আত্মসাতের অভ্যাস পরিহার না করিয়া ১৯৯৯-২০০০ বৎসরেও তিনি উপরে বর্ণিত সার ও কীটনাশক মিলে জমা না দিয়া বা আখ চাষীদের মধ্যে বিতরণ না করিয়া আত্মসাৎ করেন এবং বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া অজুহাত দেখান কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদনে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। এই সম্পর্কে তিনি তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ নং-'য়', তদন্ত কমিটির নিকট তাহার প্রদত্ত জবানবন্দি প্রদঃ-গ, কৈফিয়তের লিখিত জবাব প্রদঃ-'খ' এ উল্লেখিত তাহার স্বীকারোক্তি এবং অত্র আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দেন এবং ইতিপূর্বে তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বৎসরে আখ, সার ইত্যাদি ঘাটতি বাবদ তাহার বেতন হইতে টাকা কর্তনের কর্তৃপক্ষের লিখিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। এই প্রসংগে তিনি ২-৪-৮২ইং তারিখের দরখাস্তকারী দরখাস্ত প্রদঃ-ব/১ এবং ১৩-৩-৮২ইং তারিখের ক্ষমা প্রার্থনার দরখাস্ত প্রদঃ-'ল' সহ ২৮-২-৯৪ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ-'ঙ' ১৭-৭-৯৩ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ-'প' ২৮-৯-৯৩ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ-'ফ' সিরিজ ইত্যাদির উল্লেখ করেন যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ইতিপূর্বেও দরখাস্তকারী বর্তমানের ন্যায় অনুরূপ আখ, সার ও কীটনাশক ইত্যাদি ঘাটতি দেখানোর কারণে বিভিন্ন সময়ে তাহার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তদন্ত করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে তাহার বেতন ভাতা হইতে উক্ত টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করা হয়। ইহা দ্বারা দরখাস্তকারীর বর্তমান মামলায় আনীত অভিযোগের পূর্ববর্তী সময়ের অনৈতিক আচরণের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাহার সাক্ষ্যের জেরা পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় তিনি ঐ সকল অভিযোগের কথা কখনও অস্বীকার করিয়াছেন কখনও বা স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমান মামলায় তাহার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, তিনি ইউরিয়া ১০৬০ কেজি, টি, এস, পি, ২১৪০ কেজি, ১৬৪৫ কেজি এম, পি, এইভাবে ব্যাভিষ্টন, ফুরাডন, ব্রিভার ইত্যাদি তিনি মিল হইতে গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঘাটতি দেখাইয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহাকে ১৬-১-২০০০ইং তারিখে প্রদঃ-৬ মূলে সাময়িক কর্মচ্যুত করা হয় এবং ৮-২-২০০০ইং তারিখে বিষয়টি তদন্তের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় যাহা প্রদঃ-গ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে তদন্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য ২৬-২-২০০০ইং তারিখের ৮৬১ নং স্মারক ইস্যু করেন যাহা প্রদঃ-৯ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যাহাতে ২৮-২-২০০০ইং তারিখ সকাল ১০টার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী উক্ত তারিখে হাজির হইলে ২৮-২-২০০০ এবং সর্বশেষ ১-৩-২০০০ইং তারিখে তাহার জবানবন্দী "প্রশ্নোত্তর" পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় যাহা প্রদঃ-গ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সাক্ষী আব্দুল জলিল জ্যেষ্ঠ করনিক-কাম-টাইপিষ্টের জবানবন্দী এবং দরখাস্তকারীর সেন্টার গার্ড কাম স্কেলম্যান আজিজুল হকের জবানবন্দীসহ কামাল ইউসুফ আনোয়ার উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ) এর জবানবন্দী প্রশ্নোত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় যাহাও আমি পর্যালোচনা করিয়াছি। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও উক্ত জবানবন্দী পাঠ ও পর্যালোচনা

অন্তে কোন মন্তব্য করার আইনগত কোন এখতিয়ার অত্র আদালতের নাই তথাপি তাহাদের জবানবন্দী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ-"য়" পাঠ করিয়া দেখা যায় উক্ত তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জবানবন্দীরভিত্তিতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৪৭,৪০৭.২৩ টাকা সার ও কীটনাশক ঘাটতি হিসাবে আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক তদন্ত কমিটি সার ও কীটনাশক ঘাটতি বাবদ ৪৭,৪০৭.২৩ টাকা আত্মসাতের জন্য দরখাস্তকারীকেই দায়ী করিয়াছেন বা দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় দেখা যায় এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করার পূর্বে উক্ত ধারার ১(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক তাহাকে উহার অনুলিপি সরবরাহ করা হয় এবং তাহাকে ৩ দিনের পরিবর্তে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ৪ দিনের সময় প্রদান করা হয়। এই ১৮ ধারায় তদন্ত কমিটি কিভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিবেন সেই বিষয়ে কোন নির্দেশনা উল্লেখ নাই। তথাপি প্রতিপক্ষ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের জবানবন্দী প্রশ্নোত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই তদন্ত কমিটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন। উপরোক্ত ১৮(১)(গ) উপধারায় ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য বিধান রাখা হইয়াছে। এই প্রসংগে দরখাস্তকারী নিজেই তাহার সাক্ষাতে স্বীকার করিয়াছেন যে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য পত্র মারফত তাহাকে জানানো হয় যাহা দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলী স্মারক-১৫৩৯ তাং-২-৫-২০০০ প্রদঃ নং-১১ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। উক্ত স্মারকে তাহাকে ৩-৫-২০০০ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর উক্ত তারিখে তিনি হাজির হইয়া উক্ত ঘাটতির দায়-দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তিনি স্বহস্তে একটি স্বীকারোক্তি ও ঘাটতির জন্য দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা ৩১-৫-২০০০ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার অংগীকারনামা লিখিয়া দেন মর্মে প্রতিপক্ষ কর্তৃক তাহার লিখিত অংগীকারনামা প্রদঃ-'ঘ' দাখিল করা হয় যাহাতে তিনি উল্লেখ করেন আমি আংশিকভাবে দায়ী। ঘাটতির জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। ঘাটতির সমুদয় ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক। সে মতে আমাকে আগামী ৩১-৫-২০০০ইং তারিখ অর্থাৎ ১ মাস সময়ের প্রার্থনা জানাইতেছি। "এইরূপে ব্যক্তিগত শুনানীকালে দরখাস্তকারী তাহার স্বহস্তে লিখিত বক্তব্য ও উহাতে তাহার স্বাক্ষর যথাক্রমে প্রদঃ-ঘ ও ঘ/১ প্রমাণ করেন। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারী কর্তৃক তাহার লিখিত জবাব তাং ২৫-১-২০০০ইং প্রদঃ-খ তে তাহার পূর্বাহ্নে ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাহার উক্ত লিখিত জবাবে উল্লেখ রহিয়াছে, "বিধায় প্রার্থনা যে, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ঘাটতিকৃত সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদির বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবেন উহা মানিয়া লইব। অভিযোগ হইতে মুক্তিদানের জন্য হুজুরের মর্জি কামনা করছি।" অবশ্য এই দরখাস্তে তিনি বলিয়াছেন লাগাতার বর্ধনের কারণে সার গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ রহিয়াছে উল্লেখিত সারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫/৬ বস্তা সার বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া থাকিতে পারে যাহা অত্র আদালতের নিকটও গ্রহণযোগ্য বটে। দরখাস্তকারী তাহার উক্ত ঘাটতির বিষয়ে খন্ডন করার চেষ্টা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বৃষ্টির পানিতে সার নষ্ট হইয়া যাইতে পারে সেই সম্পর্কে একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানাইয়াছিলেন। এই প্রসংগে তিনি ২৬-৮-৯৯ইং তারিখের পত্র প্রদঃ-৪ এর উল্লেখ করেন। কিন্তু উক্ত পত্রটি তিনি কাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই অর্থাৎ প্রতিপক্ষের কোন্ কর্মচারী উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক ২০৩ বস্তা সার সমুদয় ঘরের টিনের ফুটা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়িয়া ভিজিয়া বিনষ্ট হওয়ার বক্তব্য স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা তদন্তে তাহা সাক্ষীদের জবানবন্দী দ্বারা প্রমাণিত হয়

নাই। তদুপরি উপরোক্ত আলোচনা ও ইতিপূর্বের ঘটনার প্রেক্ষিতে সহজে অনুমান করা যায় আখ, সার ও কীটনাশক ইত্যাদি ঘাটতি দেখানো তাহার চিরাচরিত আচরণ বটে। সেই কারণে তদন্ত কমিটি কর্তৃক সার ঘাটতির কারণে ৪৭,৪০৭.২৩ টাকা আত্মসাতের বিষয়টি নিছক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার অজুহাত হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি অত্র আদালতেও জেরায় স্বীকার করিয়াছেন তাহাকে বিভিন্ন বৎসরে আখ, সার ইত্যাদি ঘাটতির জন্য দায়ী করা হয় এবং ঘাটতির মূল্য নিরূপণ করিয়া তাহার বেতন ভাতা হইতে কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৃষ্টির পানি পড়িয়া সার বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি তিনি যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানাইয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিলেও অবিতরণকৃত ২০৩ বস্তা সারের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ী পাঠানো হইলে তিনি মাত্র ৪৮ বস্তা সার পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসংগে তাহার বক্তব্য, 'সত্য' যে উক্ত গাড়ীতে ৪৮ বস্তা সার পাঠাইয়াছিলাম, বাকীটা পাঠাই নাই। অবশিষ্ট সার ফেরত লওয়ার জন্য জানাইয়াছিলাম। উহার কপি দাখিল করিয়াছি।" কিন্তু ট্রাক পাঠানো সত্ত্বেও সমুদয় ২০৩ বস্তা সারের মধ্যে মাত্র ৪৮ বস্তা পাঠাইলেন, বাকীগুলি কেন পাঠাইলেন না সেই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা তাহার আরজিতে, লিখিত জবাবে বা অত্র আদালতে দেন নাই। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায় না যদিও বরখাস্ত আদেশে অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত ৪৭,২৯০ টাকার স্থলে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে পূর্বের বিভিন্ন বৎসরের ঘাটতি বাবদ পাওনা টাকাসহ মোট ৫,৪২,৩২০.০৪ টাকার উল্লেখ করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। ইহা সত্য যে, বরখাস্ত আদেশে অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত টাকার পূর্ববর্তী সময়ের ঘাটতির মূল্য বাবদ উল্লেখিত টাকা এক সংগে যোগ করিয়া দেখানো প্রয়োজন ছিল না এবং শুধুমাত্র সেই কারণে বরখাস্ত আদেশটি বেআইনী বলা যাইবে না। কারণ বরখাস্ত আদেশে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে দরখাস্তকারী বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তাহার বেতন, ভাতা, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি বাবদ যে টাকা পাইবেন তাহা হইতে উল্লেখিত টাকা কর্তন করিয়া অবশিষ্ট টাকা পাওনা থাকিলে তাহাকে পরিশোধ করা হইবে অথবা মিলের পাওনা হইলে পরবর্তীকালে তাহার নিকট হইতে তাহা আদায় করা হইবে। কাজেই আদেশটি অত্যন্ত আইন, ন্যায় ও যুক্তিসংগত। বরং বরখাস্ত আদেশে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে কোন কোন খাত হইতে টাকা প্রাপ্তি হইতে দরখাস্তকারীকে বঞ্চিত করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। কাজেই উক্ত বরখাস্ত আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারী সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও আর্থিক তেমন কোন ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই বলিয়াও প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় আমি মনে করি দরখাস্তকারী চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। অনুরূপভাবে অত্র বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।
(তাং ১২-৯-২০০১ইং)

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৩রা অক্টোবর, ২০০১

অভিযোগ মামলা নং ১৫/২০০০

মোঃ আহসান আলী, জুনিয়র করনিক (বর্তমানে টার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত), ইক্ষু বিভাগ, ঠাকুরগাঁও চিনিকল লিঃ, পোঃ-ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা-ঠাকুরগাঁও।

স্থায়ী ঠিকানা ঃ মোঃ আহসান আলী, পিতা মৃত ইয়াকুব আলী,
সাং-পাহার ডাংগা, ডাকঘর-ভেলাজান, থানা ও জেলা-ঠাকুরগাঁও—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লিঃ,
ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা-ঠাকুরগাঁও—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মোতাবেক আনীত একটি অভিযোগ মামলা।

দরখাস্তকারীর দরখাস্তের (আরজির) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি প্রতিপক্ষ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে বিগত ১৯৭৫ সালে একজন সিডিএ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে তাহাকে মিলস গেট পশ্চিম সাবজোনে ৪৫নং ইউনিটে বদলী করা হয়। সেখানে তাহার দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ১৯৯২ সালে বাদীর বেতন হইতে টাকা

কর্তনসহ তাহাকে দুই ধাপ পদাবনতি করিয়া জুনিয়র করনিক হিসাবে নিযুক্ত করেন। ইহার ফলে বাদী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক অত্রাদালতের আই, আর, ও ৫/২০০০ নং মামলা ৯-৪-২০০০ ইং তারিখে দায়ের করেন। বর্তমান প্রতিপক্ষ উক্ত মামলারও প্রতিপক্ষ ছিলেন। মামলাটি গত ১০-৮-২০০০ ইং তারিখে দোতরফা শুনানী অন্তে বাদীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হয়। ইহার ফলে প্রতিপক্ষগণ বাদীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। বাদী উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে উচ্চতর আদালতে প্রতিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাবেদা কপি গ্রহণ করেন যাহা প্রক্রিয়াধীন থাকাকালে প্রতিপক্ষ গত ১০-১০-২০০০ ইং তারিখে দরখাস্তকারী কর্তৃক উপরে বর্ণিত মামলা দায়েরের মনোরূপে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন আদেশ প্রদান করেন। মামলার মাধ্যমে আইনের আশ্রয় লইতে যাওয়ায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ভিকটিমাইজড করিয়া টার্মিনেট করিয়াছেন। ফলে দরখাস্তকারী উক্তরূপে চাকুরী হারাইয়া পরিবার-পরিজনসহ মানবেতর জীবনে পড়িয়াছেন। রায় প্রদানের তারিখ হইতে ৩৪ দিনের মধ্যে টার্মিনেশন আদেশ দেওয়ায় দরখাস্তকারী ভিটটিমাইজড হইয়াছেন ফলে টার্মিনেশন আদেশটি ভিকটিমাইজেশান ব্যতীত আর কিছু নহে। দরখাস্তকারী উক্ত আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ১৯-১০-২০০০ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিস্টার্ড ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ উহা বিবেচনা করার সুযোগ নাই বলিয়া দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দেন। ফলে দরখাস্তকারী বাধ্য হইয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে দরখাস্তকারীর উক্ত পদে মৌসুমী করনিক নিয়োগ করিয়া উক্ত পদের কাজ চালানো হইতেছে। তাই দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ১০-১০-২০০০ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ রদ-রহিতপূর্বক দরখাস্তকারীকে তাহার স্বপদে চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া এই মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে অত্র মামলা কারণবিহীন। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে অচল এবং দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুতির আদেশ টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার হওয়ায় উহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারামতে রক্ষণীয় নহে। এই প্রতিপক্ষের মতে দরখাস্তকারীর অভিযোগ ও দাবীসমূহ সত্য নহে।

প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ১০-১০-২০০০ ইং তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন এবং উক্ত ধারায় টার্মিনেট করার প্রতিপক্ষের আইনগতঃ অধিকার রহিয়াছে। উক্ত টার্মিনেশন আদেশে কোনরূপ চার্জ বা স্টিগমা নাই এবং উহা টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার হইতেছে। উক্ত টার্মিনেশন আদেশপত্রে দরখাস্তকারীর আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত আদেশ প্রদানের পর প্রতিপক্ষ ১৯-১০-২০০০ ইং তারিখের ১৯৩৫ নং স্মারকযোগে দরখাস্তকারীকে যাবতীয় পাওনা উঠাইয়া লওয়ার জন্য পত্র দিয়াছিল। চাকুরীচ্যুতির উক্ত আদেশটি আই, আর, ও, ৫/২০০০ নং মামলার কারণে প্রদত্ত নহে। টার্মিনেশন আদেশ প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত দেন, কিন্তু দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতির আদেশ টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার হওয়ায় উক্ত গ্রিভান্স্ দরখাস্ত বিবেচনা করার কোন অবকাশ ছিল না। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর দরখাস্ত আইন ও ন্যায়তঃ চলিতে পারে না তাই মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলাটি বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ চলিতে পারে কিনা ?

২। দরখাস্তকারীকে এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা মোতাবেক টার্মিনেট করায় উক্ত আদেশ রদ-রহিতযোগ্য কিনা এবং দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবার অধিকারী কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় দুইটি একত্রে গ্রহণ করা হইল। অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে দরখাস্তকারী একমাত্র সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই। প্রতিপক্ষের পক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে এস,ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান উল্লেখপূর্বক গত ১০-১০-২০০০ ইং তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন যদিও উক্ত আদেশে টার্মিনেট করার কোন স্টিগমা উল্লেখ নাই। তথাপি সারকামস্ট্যানসেস অনুসারে দরখাস্তকারী এই মামলায় প্রমাণ করিতে সক্ষম যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে আই,আর,ও ৫/২০০০ নং মামলা দায়ের করায় এবং উক্ত মামলার রায় দরখাস্তকারীর পক্ষে না হইয়া প্রতিপক্ষের অনুকূলে হওয়ায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মনোরাগের প্রেক্ষিতে উক্ত মামলার রায়ের ৩৪ দিনের মাথায় দরখাস্তকারীকে টার্মিনেট করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই স্মারকামস্ট্যানসেস বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ভিকটিমাইজ করিয়া টার্মিনেট করিয়াছেন। তাহার মতে উপরোক্ত কারণে দরখাস্তকারী এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধান মোতাবেক অত্র মামলা দায়ের করায় দরখাস্তকারী তর্কিত আদেশ রদ-রহিতপূর্বক চাকুরীতে পুনর্বহাল আদেশ পাইতে হকদার। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪৪ ডি,এল,আর, পৃষ্ঠা-১৬৫ (মোদারেস মিয়া বনাম চেয়ারম্যান, ১ম শ্রম আদালত ও অন্যান্য) মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীসহ যে কোন শ্রমিককে এস,ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারায় বিধান অনুসারে প্রতিপক্ষ আইনসংগতভাবে টার্মিনেট করার অধিকারী এবং এই অধিকার এই প্রতিপক্ষকে নিরংকুশভাবে প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী শুধু মাত্র উক্তধারায় আর্থিক সুবিধা পাইতে অধিকারী এবং প্রতিপক্ষ টার্মিনেশন আদেশ প্রদানের পর তাহার কার্যালয়ের ১৯-১০-২০০০ ইং তারিখের স্মারকপত্রে যাবতীয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করার কথাও দরখাস্তকারীকে অবগত করা হইয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে উল্লেখিত টার্মিনেশন আদেশে কোন স্টিগমা বা টার্মিনেশনের কোন কারণ যাহা দরখাস্তকারী তাহার মামলার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ নাই এবং তর্কিত আদেশটি টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার বিধায় অত্র আদালতে বর্তমান মামলা মোটেও মেইনটেইনেবল নহে।

উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি পক্ষদ্বয়ের প্লিডিংস এবং দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী নং-১ হইতে ৩ পর্যালোচনা করিলাম। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রদর্শিত রুলিং এবং এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারা পর্যালোচনা করিলাম। দরখাস্তকারীর রেকর্ডকৃত জেরা ও জবানবন্দী পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এস, ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধানটি নিম্নে উল্লেখ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি বিধায় উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

"19. Termination of employment,—(1) For terminating the employment of a permanent worker by the employment, otherwise than in the manner provided elsewhere in this Act, one hundred twenty days' notice in the case of monthly rated workers and sixty days' notice in the case of monthly rated workers and sixty days' notice in the case of other workers, in writing, shall be given by the employer :

Provided that wages for sixty days or sixty days, as the case may be, may be paid in lieu of such notice :

Provided further that the worker whose employment is so terminated shall be paid by the employer compensation at the rate of thirty days' wages for every completed year of service or for any part thereof in excess of six months, in addition to any other was benefit to which he may be entitled under this Act or any other law for the time being in force."

উপরোক্ত বিধানের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে ১০-১০-২০০০ ইং তারিখের ১৩১৯ নং স্মারকে উল্লেখিত টার্মিনেশন আদেশটিও নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

"মিঃ মোহাম্মদ আহসান আলী বর্তমান ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা
জুনিয়ার ক্লার্ক, ইক্ষু বিভাগ,ঠাচিক।

অত্র ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ এ আপনার চাকুরীর আর প্রয়োজন না থাকায় ১৯৬৫ ইং সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে আপনাকে অদ্য ১০-১০-২০০০ ইং তারিখ (অপরাহ্ন) হতে অত্র মিলের চকুরী থেকে টারমিনেট করা হ'ল।

আপনাকে চাকুরী হতে টারমিনেশন করায় নিয়মানুযায়ী ৪(চার) মাসের নোটিশ পে প্রদান করা হবে এবং আপনার চাকুরীকালীন সময়ের পাওনাদি নিয়মানুযায়ী আপনাকে পরিশোধ করা হবে।

অতএব, আপনাকে অত্র মিলের সকল বিভাগ/শাখা হতে দায় মোচনপত্র গ্রহণপূর্বক অত্র অফিসে দাখিল করে দেনা পাওনা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

মোঃ বাহরুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।"

এখন উপরোক্ত ১৯ ধারার বিধান পাঠ করিয়া দেখা যায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন স্থায়ী শ্রমিকের নিযুক্তি উক্ত ধারায় উল্লেখিত আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের শর্তে টার্মিনেট করা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের আইন সংরক্ষিত অধিকার এবং কোন্ অবস্থায় এই অধিকার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারিবে সেই মর্মে উক্ত ধারায় আর কোন শর্ত উল্লেখ করা হয় নাই। তর্কিত ও টার্মিনেশন আদেশ প্রদঃ ২ এ দরখাস্তকারীকে অত্র আদালতে আই, আর, ও, ৫/২০০০ নং মামলা দায়ের করার প্রেক্ষিতে টার্মিনেট করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে কোন প্রকার কথা বা ইংগিতও উল্লেখ নাই। কাজেই উপরোক্ত ১৯ ধারায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্থাৎ নিযুক্ত কোন শ্রমিককে কর্মচ্যুত (টার্মিনেট) করার ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের একটি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হওয়ায় তর্কিত টার্মিনেশন আদেশটি বেআইনী হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। যদি উল্লেখিত ৫/২০০০ নং আই, আর, ও, মামলা দায়ের করা বা উহার রায়ের প্রেক্ষিতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে মর্মে টার্মিনেশন আদেশে উল্লেখ থাকিত তবেই আদেশটি দ্বারা দরখাস্তকারীকে ভিকটিমাইজ করা হইয়াছে মনে করা যাইত। দরখাস্তকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদর্শিত রুলিংটি আমি পাঠ ও পর্যালোচনা করিয়াছি। উক্ত রুলিং-এ উল্লেখিত মামলার দরখাস্তকারীকে টার্মিনেশন আদেশে হ্যাবিচুয়াল এ্যাবসেন্টি অর্থাৎ অভ্যাসগত অনুপস্থিতির কথা উল্লেখপূর্বক তাহাকে টার্মিনেট করা হইয়াছিল তাই উক্ত আদেশ মহামান্য উচ্চ আদালত রদ-রহিত করেন। কিন্তু এই মামলার তর্কিত আদেশে ঐরূপ কোন স্টিগমা উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায় তর্কিত আদেশটি টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার বিধায় উক্ত আদেশ রদ-রহিত করার এখতিয়ার অত্র আদালতের নাই। তাই দরখাস্তকারী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। এমতাবস্থায় বিবেচ্য বিষয়দ্বয়ের সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়। তর্কিত টার্মিনেশন আদেশ বহাল থাকে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১১ই জুন, ২০০১।

অভিযোগ মামলা নং-৯/২০০০

মোঃ আজিজার রহমান, পিতা-মৃত আবুল ফজল মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, সাং-লোহাকাচি, পোঃ-মাঝিপাড়া (শালবাহান), থানা-তেতুলিয়া, জেলা-পঞ্চগড়—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ, পোঃ-ধাক্কামারা, থানা ও জেলা-পঞ্চগড়—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা ১৯৬০ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক আনীত একটি অভিযোগ মামলা।

দরখাস্তকারী মোঃ আজিজার রহমান পঞ্চগড় সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অধীনে বিগত ১১-১১-৭৫ইং তারিখে ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। ১৯৯৩-৯৪ আখ মাড়াই মৌসুমে তিনি বাংলাবান্ধা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে কর্মরত থাকেন। ১১-১০-৯৫ইং তারিখে তাহাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তথাকার সেন্টার-ইনচার্জ (সি, আই, সি) নিয়োগ করা হয়। ইহার ফলে তিনি ১৯৯৬-৯৭ আখ মাড়াই মৌসুমে ১৯৯৫-৯৬ সনের প্রদত্ত ৪,৩২,৬২৯.৫৪ টাকা অনাদায়ী ঋণের মধ্যে ৩,৯৬,৭২৫ টাকা আখ চাষীদের নিকট হইতে আদায় করেন। ফলে তাহাকে ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করা হয়। অতঃপর ১৪-৯-৯৯ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয় এবং ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৪৫৪ নং স্মারকে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত অভিযোগপত্রে বলা হয় ১৯৯৫-৯৬ ইক্ষু রোপন মৌসুমে চাষীদের মধ্যে যে ঋণ প্রদান করা হয় ১৯৯৬-৯৭ মাড়াই মৌসুমে দরখাস্তকারীর গাফেলতির কারণে তাহা আদায় না হওয়ায় অনাদায়ী থাকিয়া যায়। ঋণের

চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরগুলিও সঠিক নহে। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয় ১৯৯৭-৯৮ আখ মাড়াই মৌসুমে ৪১ জন আখ চাষী কেন্দ্রে আখ সরবরাহ করা সত্বেও ৩৬ জন আখ চাষীর নিকট হইতে ঋণ আদায় করা হয় নাই। দরখাস্তকারী উক্ত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিয়া ২৮-৯-৯৯ইং তারিখ প্রতিপক্ষ বরাবর জবাব দাখিল করেন। পরবর্তীতে ১০-১১-৯৯ইং তারিখে সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করিয়া ১১-১১-৯৯ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। প্রতিপক্ষের অধিনস্থ উপ-মহাব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম জিন্নাহ দরখাস্তকারীকে মৌখিকভাবে তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলে দরখাস্তকারী তাহার নিকট মৌখিক জবাব দেন যেখানে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই বা সরেজমিনে কোন তদন্ত করা হয় নাই। অতঃপর প্রতিপক্ষের দপ্তরের ২৫-৩-২০০০ইং তারিখের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলে দরখাস্তকারী সেখানে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করেন। সেখানে মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা), মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি), মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) ও উপ-ব্যবস্থাপক (পারসোনেল) সহ ব্যবস্থপনা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাহারা দরখাস্তকারীকে কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিয়া ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। দরখাস্তকারীর নিকট হইতে জোরপূর্বক একটি কাগজে লিখাইয়া লন যে দরখাস্তকারীর নিকট মিলের যদি কিছু পাওনা থাকে দরখাস্তকারী তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু কিভাবে ফিসের টাকা/বা কত টাকা তিনি পরিশোধ করিবেন তাহা উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ নিরূপন করেন নাই। অতঃপর ১৩-৫-২০০০ইং তারিখের ১৭৭৯ নং স্মারকের মাধ্যমে ভুয়া ঋণ প্রদান, আত্মসাৎকৃত সার, কীটনাশক ঔষধ ও আখের ঘাটতি বাবদ মিলের পাওনা ৩,৭৪,৫৫৭.৭৩ টাকা ২০-৫-২০০০ইং তারিখের মধ্যে মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করা হয় যাহাতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৫-৪-২০০০ইং তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য দরখাস্তকারী লিখিত অংগীকারনামা প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী ঐরূপ কোন অংগীকারনামা কখনই দেন নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতঃপর ২৮-৫-২০০০ইং তারিখের ২৫৮৯ নং স্মারকে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে মিথ্যা ও অনির্দিষ্ট অভিযোগেরভিত্তিতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ইহার ফলে দরখাস্তকারী বিচলিত হইয়া পড়েন। ইহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী গত ৪-৬-২০০০ইং তারিখে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারামতে গ্রিভান্স পিটিশন প্রদান করেন যাহা প্রতিপক্ষ ২৫-৬-২০০০ইং তারিখের ২৮০৫ নং স্মারকে পুনঃ বিবেচনা করিবার সুযোগ নাই মর্মে মন্তব্য করিয়া তাহা নামঞ্জুর করেন। ইহার ফলে দরখাস্তকারী তাহার একমাত্র সম্বল চাকুরী হারাইতে বলিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭-৯৮ আখ মাড়াই মৌসুমের ঋণ অনাদায়ের কারণ উদঘাটনের জন্য গঠিত কমিটির নির্দেশ মোতাবেক উক্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন। উক্ত কমিটি তদন্ত অন্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই মর্মে রিপোর্ট দাখিল করেন। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭-৯৮ রোপন মৌসুমে দরখাস্তকারী মিল হইতে সার ও কীটনাশক ঔষধ গ্রহণ করিয়া সি,ডি,এ, হিসাবে চাষীদের মধ্যে বন্ড সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ হিসাবে উপকরণ বিতরন করেন। উহাতে কোন প্রকার অনিয়ম করা হয় নাই। ইহা সত্বেও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া দরখাস্তকারীর ৫৮ খানা চুক্তিপত্র অনুমোদন না করিয়া ঋণ প্রদানের সকল দায়-দায়িত্ব দরখাস্তকারীর উপর চাপাইয়া দিয়া ১২-১১-৯৮ইং তারিখের ৪৯৭০ নং স্মারক দরখাস্তকারী বরাবর প্রেরণ করা হয় যাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তদুপরি উক্ত ৫৮ খাতা বন্ডের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ সুদসহ ২,৪৭,০৮৯.৬৯ টাকা দরখাস্তকারীর নামে ঋণ অগ্রিম হিসাবে দেখানো হয় এবং উহা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেই মোতাবেক চাষীগন নিজ নিজ পাশ বহির মাধ্যমে মিলে আখ সরবরাহ করিয়া ১,৪৫,০১৩.২৮ টাকা পরিশোধ করেন। তন্মধ্যে ৩৮ জন চাষী সম্পূর্ণ এবং অবশিষ্ট চাষীরা আংশিক

পরিশোধ করেন। তথাপি উহা দরখাস্তকারীর নামে ঘাটতি দেখাইয়া ২,০১,৫০৮·৪০ টাকা মাসিক বেতন হইতে কর্তন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারীকে যে সব অভিযোগে বরখাস্ত করা হইয়াছে সেই সমস্ত অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনয়ন করা হয় নাই এবং তদন্ত কমিটি গঠন সম্পর্কেও তাহাকে কোন কিছু জানানো হয় নাই। দরখাস্তকারীর অজান্তে গোপন তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্ত করা হয়। দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই বা দরখাস্তকারীর সম্মুখে অভিযোগ সম্পর্কে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই বা দরখাস্তকারীকে জেরা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ন্যাচারাল জাষ্টিস অস্বীকার করা হইয়াছে। তাই দরখাস্তকারী চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবার জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং বকেয়া মজুরীসহ পুনর্বহালের আদেশ প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় সুগার মিলের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অত্র মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে এই মামলা বর্তমান আকারে অচল, কারণবিহীন এবং তামাদি দোষে বারিত। এই প্রতিপক্ষ দরখাস্তের (আরজির) যাবতীয় অভিযোগ ও দাবী দফায় দফায় জবাব দিয়া অস্বীকার করেন।

এই প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, দরখাস্তকারী তাহার চাকুরী জীবনের শুরু হইতেই একজন উশৃংখল কর্মচারী। নিজ খেয়াল খুশীমত কাজ করা, কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ অমান্য করা, ঋণ বিতরণের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করিয়া চাষীদের মধ্যে ভুয়া ঋণ বিতরণ, ভূমিহীনদের মধ্যে ঋণ বিতরন, জাল স্বাক্ষরের দ্বারা চুক্তিপত্র তৈরী করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করা, বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়, অস্বাভাবিক আখ ঘাটতি, কর্তব্য কাজে অবহেলা ও গাফেলতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম ইত্যাদি অসদাচরন তাহার চিরাচরিত অভ্যাস। ইতিপূর্বে এই সমস্ত অভিযোগে দরখাস্তকারীকে একাধিক বার শাস্তিস্বরূপ তাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ ও আত্মসাৎকৃত টাকার দায়-দায়িত্ব নিরূপন করিয়া উক্ত অর্থ মিলে জমা দেওয়ার নির্দেশসহ সতর্কীকরণপত্র প্রদান করা হয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহার আচরনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। দরখাস্তকারী তাহার অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া ২৮-৪-৯৮ হইতে ৫-৫-৯৮ইং তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের বিপুল পরিমান অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে আখ রোপনের নিমিত্তে মিল হইতে গৃহীত ইউরিয়া সার ও কীটনাশক বিতরনের কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। চাষীর পাশ বহিতে ঋণের পরিমাণ কম বেশী দেখানো হয়। ইহার ফলে ২১-৫-৯৮ইং তারিখের ২১৪১ নং স্মারকে তাহার কৈফিয়ত তলব করিয়া ৪ দিনের মধ্যে উহার জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু দরখাস্তকারী উহার কোন জবাব দেন নাই। একই মৌসুমে বাংলাবান্ধা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে কিছু আখ চাষীকে ছল চাতুরীর মাধ্যমে ৩০টি ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া ভূমিহীন চাষীর মধ্যে ঋণ বিতরণ দেখানো হয়। ইহার ফলে ৬-৮-৯৮ইং তারিখের ৩৩৪৯ নং স্মারকে তাহাকে ৪ দিনের মধ্যে কৈফিয়তের জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু দরখাস্তকারী কোন জবাব দাখিল করেন নাই। অতঃপর ১৪-৯-৯৮ইং তারিখের ৪৪৫৪ নং স্মারকে ১৫ জন চাষীর ৭৫% কম ঋণ আদায় করার কারণে দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলব করা হয়, ইহারও জবাব তিনি দেন নাই। অতঃপর ২৯-৯-৯৮ইং তারিখের ৪৪৯২ নং স্মারকে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি উপরোক্ত বিষয়গুলি তদন্ত করিয়া দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্তকরতঃ ২৮-১০-৯৮ইং তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর ৪-১১-৯৮ইং তারিখের ৪৮৮৬ নং

স্মারকে আর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে বিনিয়োগকৃত এবং ৯৭-৯৮ মৌসুমে আদায়যোগ্য বাংলাবান্ধা কেন্দ্রের ২,৬২,৬৮২·০০ টাকা ঋণ অনাদায়ী থাকার ব্যাপারে বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্দেশ দিলে উক্ত কমিটি ৫-১১-৯৮ইং তারিখে দরখাস্তকারীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন। তদন্তে ১০০% ভাগ ঋণ আদায় না হওয়া প্রমাণিত হয়। ফলে দরখাস্তকারী নিজেই উক্ত অনাদায়ী ঋনের দায় দায়িত্ব স্বীকার করিয়া অংগীকার প্রদান করেন যাহা দরখাস্তকারী আরজিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীর ৮-১-৯৮ ও ৮-১-৯৯ইং তারিখের অংগীকারনামা অনুযায়ী ২জন চাষীর ঋণের বিপরীতে ১২,৯০২·০৯ টাকা মিলে জমা দেওয়ার জন্য ২৫-১-৯৯ইং তারিখের ৫৬৯ নং স্মারকে, ৩-২-৯৯ইং তারিখের ৭৭৫ নং স্মারকে ওজন রসিদের বিপরীতে ১,১৬২·৭৭ টাকা এবং ১৮-৩-৯৯ইং তারিখের ১১২১ নং স্মারকে সার ও কীটনাশক ঘাটতি বাবদ ১,৬৪৮ টাকা মিলে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ৯৮-৯৯ মৌসুমে অনাদায়ী ১,০২,০৭৬·৪১ টাকা এবং ৫-৬-৯৯ইং তারিখের ২২৬৯ নং স্মারকে ২জন চাষীর অনাদায়ী ঋণের তদন্তে স্বীকৃত ও অংগীকারের ভিত্তিতে ৯,১৫৪·৮৫ টাকা মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এমনিভাবে উক্ত মৌসুমের ক্লিনিং এ আখ ঘাটতির জন্য ১২৫৯·০৫ টাকা ও সার ও কীটনাশক ঘাটতির জন্য ২,০১,৫০৮.৪৫ টাকা মিলের হিসাব বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু দরখাস্তকারী ঐ সমস্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন টাকা জমা দেন নাই। ইহা ছাড়া ৩০-৫-৯৯ ও ২-৬-৯৯ইং তারিখে ডি, জি, এম, (সঃপ্রঃ) দরখাস্তকারীকে ইক্ষু কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়া অনুপস্থিত দেখিতে পান। উহার জন্য ১৩-৬-৯৯ইং তারিখে তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হইলে দরখাস্তকারী উহার জবাব দেন নাই। ফলে প্রতিপক্ষ বাধ্য হইয়া ১৪-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৩৮৯ নং স্মারকে তাহাকে সাময়িক কর্মচ্যুত করা হয় এবং ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৪৫৪ নং স্মারকে ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে হদিসবিহীন চাষীর নামে ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন ও উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুনিদিষ্ট অভিযোগ আনায়ন করিয়া দরখাস্তকারীকে অভিযোগপত্রের জবাব প্রদানের জন্যই নির্দেশ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী ২৮-৯-৯৯ইং তারিখে উক্ত অভিযোগের জবাব প্রদান করেন কিন্তু তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ১২-১০-৯৯ইং তারিখে একটি কমিটি গঠন করেন এবং সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি ৬-১১-৯৯, ৭-১১-৯৯, ৮-১১-৯৯, ১৩-১১-৯৯ ও ১৭-১১-৯৯ইং তারিখ দরখাস্তকারীর এবং অন্যান্য চাষীদের ২৭-১২-৯৯ ও ২৯-১২-৯৯ তারিখে জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক ৩০-১২-৯৯ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত্র প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারী উক্ত শুনানীকালে লিখিতভাবে তাহার দোষ স্বীকার করেন এবং মিলের সমুদয় পাওনা টাকা ১৫-৪-২০০০ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার অংগীকার প্রদান করেন এবং কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন কিন্তু উক্ত অংগীকারমতে ১৫-৪-২০০০ তারিখের মধ্যে টাকা জমা না দিলে ১৩-৫-২০০০ইং তারিখের ১৭৭৯ নং স্মারকে মিলের পাওনা বাবদ ৩,৭৪,৫৫৭·৭৩ টাকা ২০-৫-২০০০ তারিখের মধ্যে জমা দানের জন্য দরখাস্তকারীকে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী উক্ত নোটিশ পাওয়ার পর মিলের পাওনা পরিশোধ না করিলে তাহাকে ২৮-৫-২০০০ তারিখের ২৫৮৯ নং স্মারকমূলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন কিন্তু তাহার কৃত

অপরাধ গুরুতর এবং তাহা তাহার স্বীকৃত বিধায় বিবেচনা করার কোন অবকাশ না থাকায় ২৫-৬-২০০০ইং তারিখের ২৮০৫ নং স্মারকে তাহা দরখাস্তকারীকে জানানো হয়। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর এই মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় কি না ?

২। মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে ২৮-৫-২০০০ইং তারিখের ২৫৮৯ নং স্মারকে বরখাস্ত করণ আদেশ আইনানুগ এবং এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না ?

৪। দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবার আদেশ পাইতে হকদার কি না ?

৫। দরখাস্তকারী আর কি প্রতিকার পাইতে হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১

এই বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কে অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে প্রতিপক্ষ হইতে তেমন কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই কাজেই ইহার সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ২

অত্র বিষয়টি সম্পর্কেও অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তেমন কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং আরজি ও জবাবদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় মামলাটি তামাদি আইনে বারিত নহে।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩৪

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে ৩ ও ৪ নং বিবেচ্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই বিষয় দুইটির উপর অতি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। বাদী (দরখাস্তকারী) পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তির সারমর্ম এই যে, আখ চাষীদেরকে যে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয় উহা প্রতিপক্ষের দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তার সুপারিশেরভিত্তিতে অনুমোদন করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী সার, বীজ, কীট নাশক ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া আখ চাষীদেরকে বিতরণ করিয়া থাকেন আখ মাড়াই মৌসুমে আখ সরবরাহের মাধ্যমে চাষীগণ উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। তবে কিছু কিছু ঋণ অপরিশোধিত থাকা বা আংশিক পরিশোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন ঋণই ১০০% ভাগ আদায় হয় না। সেই বিষয়টি তদন্তে বিবেচনা করা হয় নাই। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, ভূয়া ঋণ বিতরণের জন্য দরখাস্তকারীকে এককভাবে দায়ী করা ন্যায়সংগত হইবে না কারণ কোন বন্ডসমূহ ৫/৬ জন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। তাহার আরও বক্তব্য যে, বরখাস্ত আদেশে

৩,৭৪,৫৫৭·৭৩ টাকা দরখাস্তকারী আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হয় এবং উক্ত টাকা দরখাস্তকারীর পাওনা হইতে সমন্বয় করার আদেশও বরখাস্ত আদেশে প্রদান করা হয়। তিনি বলেন যে, উক্ত নির্দিষ্ট অংকের টাকা সম্পর্কে অভিযোগপত্রে কোন কিছু উল্লেখ ছিল না ফলে দরখাস্তকারী উহা খন্ডন করার সুযোগ পায় নাই ইহার ফলে ন্যাচারাল জাষ্টিস হইতে দরখাস্তকারী বঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রসংগে তিনি ৪২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২১ (এম, আমিন বনাম চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা দিং মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই ফলে কথিত তদন্ত রিপোর্টেরভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা বেআইনী হইয়াছে। তাই তিনি অত্র মামলা মঞ্জুর অন্তে দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিবেদন করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীও দীর্ঘ যুক্তিতর্ক পেশ করেন। তাহার যুক্তিতর্কের সারমর্ম এই যে, দরকাস্তকারী একজন অসৎ, বেপরোয়া এবং দুর্নীতিবাজ মাঠকর্মী। ইতিপূর্বে তাহার ঐরূপ কার্যকলাপের জন্য তাহাকে একাধিকবার কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তদন্তঅন্তে তাহার অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে সতর্কীকরণসহ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও বন্ধ করা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে কিন্তু উহা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী ১৯৯৫-৯৬ হইতে ১৯৯৭-৯৮ আখ রোপন ও মাড়াই মৌসুমে তাহার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসভংগ করিয়া সুগার মিলের নীতিমালা লংঘন করিয়া ভূয়া ঋণচুক্তি সম্পাদন করেন, চুক্তিপত্রে জাল স্বাক্ষর করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্নসাৎ করেন, প্রদত্ত ঋণ আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়া মিলের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেন। চাষীগণের ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত সার, বীজ, কীটনাশক চাষীদেরকে যথাযথভাবে সরবরাহ না করিয়া বা আংশিক সরবরাহ করিয়া বাকী উপকরণ আত্নসাৎ করেন। কর্তব্য কাজে চরম গাফেলতি প্রদর্শন করেন এবং উল্লেখিত বিষয়ে সময় সময় তাহাকে কৈফিয়তের তলব করা হইলে তিনি কৈফিয়তের জবাব না দিয়া কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করেন। ইহার প্রেক্ষিতে তাহার বিরুদ্ধে উপরোক্ত কার্যকলাপের কারণে ১৯৯৮ সালে একবার তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগের তদন্ত করা হয়। তদন্তে তাহার বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ইহার পর পুনরায় পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করা হয়। তৎপূর্বে তাহার কৈফিয়ত তলবসহ তাহাকে তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারা মোতাবেক তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং তদন্তে তাহার স্বীকৃতমতে তাহার বিরূদ্ধে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে প্রতিপক্ষ বাধ্য হইয়া বরখাস্ত করেন। কাজেই বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ। এই প্রসংগে তিনি আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীও অত্র আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে প্রতিপক্ষের জেরায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার না করিয়া বরং সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং ন্যাচারাল জাষ্টিসেরভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত করায় তাহার এই মামলা খরচাসহ ডিসমিস হইবে। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪৪ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-৪১০, ৩২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২৬৫ এবং ৪২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২৭৮ প্রকাশিত মহামান্য হাইকোর্টের রুলিং উদ্ধৃত করেন আমি যাহা পর্যালোচনা করিয়াছি।

আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরোক্ত যুক্তি তর্কের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার আরজি (মূল দরখাস্ত), লিখিত আপত্তি (জবাব), উভয় পক্ষে প্রমাণে চিহ্নিত কাগজপত্র এবং দরখাস্তকারী পক্ষের ১নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়াছি। দরখাস্তকারী বরখাস্তের পূর্বে প্রতিপক্ষের অধীনে পঞ্চগড় সুগার মিলের বাংলাবান্ধা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তথায় সেন্টার ইনচার্জ হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

দরখাস্তকারী তাহার আরজিতে উল্লেখ করেন যে ১৯৯৬-৯৭ মাড়াই মৌসুমে ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ৯১.৬৬% ভাগ ঋণ আদায় করেন ইহার প্রেক্ষিতে তাহাকে ইনসেনটিভ বোনাস দেওয়া হয়। দরখাস্তকারীর অভিযোগের দরখাস্ত এবং একাধিক কৈফিয়তের জবাব ও গ্রিভান্স পিটিশন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় তিনি উক্ত ইনসেনটিভ বোনাস এর প্রসংগে উল্লেখ করিয়া সকল অভিযোগের অভিযোগ খন্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তাহাকে ইনসেনটিভ বোনাস দেওয়া হইয়াছিল কাজেই কর্তৃপক্ষ তাহার উপর অর্পিত ও সকল ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাহার দাখিলী কাগজপত্রে ইনসেনটিভ বোনাসপ্রাপ্তি সম্পর্কে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। এখানে আগেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দরখাস্তকারী যে সমস্ত কাগজপত্র সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নির্ভর করিতেন তাহা তাহার সাক্ষ্যমতে ১-২১ নং প্রদর্শনীপত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে কিন্তু ইনসেনটিভ বোনাস হিসাবে কোন কাগজ দরখাস্তকারী দাখিল করেন নাই এবং ঐরূপ কোন ইনসেনটিভ বোনাস দরখাস্তকারী পাইয়া থাকিলেও উহা কোন কর্মচারীর সর্বদা ডিফেন্সের ভিত্তি হইতে পারে না উহার আগে বা পরে প্রকৃত পক্ষে উক্ত কর্মচারী চাকুরীর নিয়ম নীতি লংঘন করিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে দরখাস্তকারীর আরজি এবং তাহার জবানবন্দী পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যাহা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি তাহা তিনি সঠিক নহে মর্মে দাবী করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি কোন ভূয়া ঋণ পত্রের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করেন নাই বা ভূমিহীন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করেন নাই। একান্ত তাহার কারণে কোন ঋণ অনাদায়ী ছিল না বা আত্মসাৎকৃত সার, কীটনাশক ঔষধ, আখ ঘাটতির কথাও সত্য নহে। তদন্ত তাহার সাক্ষাতে বা তাহার উপস্থিতিতে হয় নাই। তাহার নিকট হইতে জোরপূর্বক অংগীকারনামা দেখাইয়া লওয়া হইয়াছে যাহাতে আত্মসাৎকৃত টাকার অংক উল্লেখ ছিল না। এই প্রসংগে অত্র আদালতে তাহার জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিগুলি এই মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইবে। প্রতিপক্ষের জবাব এবং দাখিলী অন্যান্য কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ২১-৫-৯৮ইং তারিখের ২১৪১ নং স্মারকে (প্রদঃ-থ) উপরে বর্ণিত ৭/৮টি বিভিন্ন অভিযোগে তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ৪ দিনের মধ্যে উহার জবাব দাখিল করিতে বলা হয় কিন্তু তিনি তাহার জবাব দেন নাই। অতঃপর ৪-৭-৯৮ইং তারিখে উক্ত বিষয়ে জবাব দাখিলের জন্য ৪ দিনের সময় দিয়া তাগিদপত্র দেওয়া হয় (প্রদঃ দ) কিন্তু তিনি উহারও জবাব দেন নাই। অতঃপর ৬-৮-৯৮ইং তারিখের ৩৩৪৯ নং স্মারকে ৩০টি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া ১৯৯৭ সালে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণ প্রদানের অভিযোগ তুলিয়া কৈফিয়ত তলব করা হয় (প্রদঃ-ধ) কিন্তু তিনি তাহার কোন জবাব দেন নাই। পুনরায় ২৪-৯-৯৮ইং তারিখের ৪৪৫৪ নং স্মারকে ১৫ জন আখ চাষীকে তাহাদের সরবরাহকৃত আখের মূল্যের ৭৫% এর কম ঋণ কর্তন করার অভিযোগে তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ৪ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় (প্রদঃ-ন) কিন্তু তিনি তাহার কোন জবাব দেন নাই। অতঃপর উপরোক্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ২-১১-৯৮ইং তারিখের ৪৮৭৬ নং স্মারকে (প্রদঃ-প) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট দরখাস্তকারীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ৫-১১-৯৮ইং তারিখ দিন ধার্য করা হয়। এই তারিখে দরখাস্তকারী স্বয়ং উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাহার জবানবন্দী প্রশ্ন-উত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় যাহা প্রদর্শনী নং-ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত বিভিন্ন কৈফিয়তের জবাব দান সম্পর্কে জেরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে এই সাক্ষী বলেন যে তিনি উহার জবাব দিয়াছিলেন এবং উহার কপি অত্র আদালতে দাখিল করিয়াছেন কিন্তু দরখাস্তকারী পক্ষে প্রমাণে চিহ্নিত ১-২১ নং প্রদর্শনী পত্রের কোথাও এইরূপ কৈফিয়তের জবাব দাখিলের কপি দাখিল করা হইয়াছে মর্মে দেখা যায় না যাহা দরখাস্তকারীর মিথ্যা সাক্ষ্য বটে। (প্রদঃ-ন) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ৫-১১-৯৮ ইং তারিখের

ব্যক্তিগত শুনানীকালে দরখাস্তকারীর লিপিবদ্ধ জবানবন্দী (প্রদঃ-ম) এবং তৎপূর্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটির ২৮-১০-৯৮ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহেরভিত্তিতে পুনঃতদন্তের জন্য ৪-১১-৯৮ইং তারিখে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাহা প্রদঃ-ব দৃষ্টে প্রতিয়মান হয়। তৎপূর্বে ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৪০৪ নং স্মারকে (প্রদঃ-"ঃ") গঠিত অভিযোগপত্রে উল্লেখিত অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি তদন্তকালে ৬-১১-৯৯, ৭-১১-৯৯, ৮-১১-৯৯, ১৩-১১-৯৯ এবং ১৭-১১-৯৯ইং তারিখ দরখাস্তকারীর জবানবন্দী প্রশ্নোত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তৎপর উক্ত কমিটি তেতুলিয়া সাবজোনের প্রধান সহকারী ব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ) আব্দুল মান্নানকে পরীক্ষা করেন এবং প্রশ্নোত্তর আকারে তাহার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন যাহা যথাক্রমে প্রদঃ-ক্ষ/৪ ও ক্ষ/৭(১) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সুতরাং দরখাস্তকারীকে তদন্তের জন্য তলব করা হয় নাই বা তাহার বক্তব্য শ্রবণ করা হয় নাই বা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নাই বা সংশ্লিষ্ট কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নাই দরখাস্তকারীর এইরূপ বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয় না। তদন্ত কমিটি ১০ পৃষ্ঠা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তাহাদের তদন্তের অভিমত হুবহু নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল ঃ

(১) ১৯৯৬-৯৭ রোপন মৌসুমের বিনিয়োগকৃত বাংলাবান্ধা কেন্দ্রের ১নং ইউনিটের অনাদায়ী ঋণের জন্য উক্ত কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট সিডিএ কাম সিআইসি জনাব আজিজার রহমান দায়ী।

(২) সেই সময়ে উক্ত সাব-জোনে/জোনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জবানবন্দী প্রদান কালে যে, অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতেও জনাব আজিজার রহমানকে অনাদায়ী ঋণের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

(৩) জনাব আজিজার রহমান কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত জবানবন্দীমতে ৩৬,৯০১.০০ টাকা ঋণ আদায় না করার জন্য কমিটি জনাব আজিজার রহমানসহ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ দায়ী।

(৪) যেহেতু জনাব আজিজার রহমান জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জনৈক চাষী জনাব ইসরাইল হক, পিতা-জুমার উদ্দীন, গ্রাম-সন্ন্যাসী পাড়া এর নিকট হ'তে ৪,৬২৪.০০ টাকা নগদ গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি উক্ত টাকা মিলে জমা করেন নি। দায়-দায়িত্ব জনাব আজিজার রহমান, সি,ডি,এর উপর বর্তায়।

(৫) পর্যালোচনাপ্রাপ্ত অন্যান্য অনিয়ম যেমন—ভূমিহীন চাষীদের ঋণ দান, বর্গাচাষীদের ঋণ দান, চাষীর পাশ বহিতে ঋণের পরিমাণ কম দেখানো, চাষীর নামীয় ঋণের খতিয়ানে ঋণ পরিশোধ না হওয়া সত্বেও চাষীর নামে ঋণ পরিশোধ চিহ্নিতকরন, একান্নবর্তী পরিবারে পিতা কর্তৃক পুত্রের নামে ইক্ষু বীজ সরবরাহ দেখানো, এমনকি আদৌ কোন কোন চাষীকে বীজ ও উপকরনাদি প্রদান না করেও সরবরাহ দেখানো ইত্যাদি বিষয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার জন্য জনাব আজিজার রহমান দায়ী। তবে, জনাব আজিজার রহমানের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, অনুমোদন না হওয়া বস্তুসমূহের অনুকূলে সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির মূল্য তার নামে অগ্রীম দেখানো হয়েছে এবং যাহা আদায়ের নির্দেশ দেয়ায় তিনি ১৯৯৮-৯৯ মাড়াই মৌসুমে ১,৫০,০০০ টাকা (তার জবানবন্দী মতে) আদায় করেছেন। উল্লেখিত টাকা অনাদায়ী ঋণের বিপরীতে সমন্বয় হয় নাই। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সমন্বয়যোগ্য হ'লে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কমে যাবে বলে কমিটি মনে করেন।

(৬) অনাদায়ী ৪১ জন চাষীর মধ্য হ'তে ইতিমধ্যে ৫ জন চাষীর মোট ৪,৩৪৪.৬৫ টাকা আদায় হয়েছে। যাহা তদন্ত প্রতিবেদনের ২নং পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩৬ জনের টাকা রেকর্ডমতে অনাদায়ী রয়েছে।

(৭) পূর্ববর্তী কমিটি সাব-জোন প্রধান ও জোন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও দায়মুক্ত নন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তবে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবানবন্দী/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ব্যতিরিকেই উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

সাব-জোন/জোন পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মকর্তা বদলী হয়ে গেছেন। তবে, প্রাক্তন সাব-জোন প্রধান জনাব মান্নানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মান্নান ও পূর্বের কমিটির নিকট দেয় অন্যান্য কর্মকর্তাগণের জোনের জবানবন্দীমতে কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাদের উপর দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করেছিলেন। তবে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আরও সতর্ক দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল। সতর্কতার অভাবে সংশ্লিষ্ট সিডিএ জনাব আজিজার রহমান নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরণের সুযোগ পেয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও কমিটির কাজে কর্মকর্তাদের জবানবন্দীসহ অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আর্থিক অনিয়মের সহিত সরাসরি জড়িত ছিলেন না।

কমিটি সরেজমিনে বিভিন্ন দিক তদন্ত করে এবং পূর্ববর্তী কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের সহায়তায় জনাব আজিজার রহমান, সিডিএ-কাম-সি আই সিকে দায়ী করেন। বর্তমান কমিটি জনাব আজিজার রহমান, সি ডি এ-কাম-সি আই সির জবানবন্দী ও তার ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনা করে দেখতে পায় যে, তিনি চাকুরীর শুরু থেকেই অদ্যাবধি প্রতিটি কাজে একটার পর একটা অনিয়ম করে আসছেন। যা-মিলস্ স্বার্থের পরিপন্থি কাজ। তার কার্যকলাপ অসদাচরনের আওতাভুক্ত। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সত্য এবং তদন্তে তিনি দোষী।

উপরোক্ত অভিমত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের অভিযোগপত্রের অধিকাংশ অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। অত্র আদালতে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর জেরায় দরখাস্তকারী যে সমস্ত বিষয় স্বীকার করেন তাহা এখন তুলিয়া ধরা হইল। তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, সকল অভিযোগ তদন্তের জন্য ৪-১১-৯৮ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ৫-১১-৯৮ইং তারিখে তিনি উক্ত তদন্ত কমিটির সামনে জবানবন্দী দিয়াছিলেন। উক্ত ৪ পৃষ্ঠা জবানবন্দীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ৫৮ খানা চুক্তির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের অনাদায়ী টাকা তিনি নিজেই পরিশোধ করিবেন যদি আদায় করিয়া দিতে ব্যর্থ হন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ৪৯৭০ নং স্মারক তারিখ ১২-১১-৯৮ইং সতর্কযুক্ত আদেশ তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু উহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি দেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মফিজ উদ্দিন চাষীর নামীয় খতিয়ানের ২৭৬৩.৫২ টাকা তিনি নিজে পরিশোধ করার জন্য আন্ডারটেকিং দিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ৮-১-৯৯ইং তারিখের ঋণের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের জন্যও আন্ডারটেকিং দিয়াছিলেন। ওজন রসিদের বিপরীতে ১১৬২.৭৭ টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় ইহা সত্য। ইহা ছাড়া ৯৮-৯৯ মৌসুমে অনাদায়ী ঋণের ১,০২,০৭৬.৪১ টাকা ১০-৬-৯৯ইং তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় ইহা তিনি অস্বীকার

করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ৩০-৫-৯৯ ও ২-৬-৯৯ইং তারিখে ডি,জি,এম, (সম্প্রসারন) বাংলাবান্ধা পরিদর্শনে গেলে তিনি সেখানে অনুপস্থিত থাকেন ইহার জন্য তাহার কৈফিয়ত তলব করা হয়। উক্ত কৈফিয়তের জবাব তিনি দেন নাই উহা অস্বীকার করেন। উক্ত জবাবের কপি অত্র আদালতে দাখিল করার কথা দাবী করেন কিন্তু ১-২১ নং প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্রের মধ্যে এ কৈফিয়তের জবাবের কপি দেখা যায় না। ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৪৫৪ নং স্মারকে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রণয়ন করা হয় তাহা তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, উক্ত তদন্ত কমিটির নিকট তিনি ৬-১১-৯৯, ৭-১১-৯৯, ৮-১১-৯৯, ১৩-১১-৯৯ ও ১৭-১১-৯৯ইং তারিখে জবানবন্দী দিয়াছিলেন। উক্ত ২৬ পৃষ্ঠা জবানবন্দীতেই তাহার স্বাক্ষরাদি রহিয়াছে। এই ২৬ পৃষ্ঠা জবানবন্দী (প্রদঃ-ক্ষ (৪) এ দেখা যায় প্রতি পৃষ্ঠায় দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ রহিয়াছে। ২৫ তম পৃষ্ঠায় দরখাস্তকারীর ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্ন-উত্তর নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল ঃ—

৫১। প্রঃ আপনাকে কমিটি কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পুর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কি ?

উঃ জ্বি, হ্যাঁ।

৫২। প্রঃ আপনি কমিটির নিকট যে জবানবন্দী দিয়েছেন তাহা সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিকে দিয়াছেন কি ?

উঃ জ্বি, হ্যাঁ।

সুতরাং কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পুর্ণ সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে তাহা তিনি এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না। তিনি জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, তিনি ১৫-৩-২০০০ইং তারিখের তলবমতে ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে স্বহস্তে তাহার একটি লিখিত বক্তব্য দিয়াছিলেন ও উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করেন। দরখাস্তকারীর এই আস্বীকৃতি মিথ্যা বটে কারণ ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে তাহার স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি কাগজ প্রতিপক্ষ দাখিল করিয়াছেন যাহা প্রদঃ-খ চিহ্নিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী অবশ্য উহার সহিত প্রাসংগিক গত ১১-৪-২০০০ইং তারিখের একটি লিখিত বক্তব্য দিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করেন যাহা প্রদঃ-গ চিহ্নিত হইয়াছে এবং উক্ত দুইটি বক্তব্যই তাহার স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, "উক্ত তদন্তের বিরুদ্ধে আমি কোন লিখিত আপত্তি দেই নাই.....আমি কোন পুনঃতদন্ত দাবী করি নাই।" তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, ২,৬২,৬৮২ টাকা অনাদায়ী ঋণ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কোন লিখিত আপত্তি দেন নাই। কাজেই দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করিবার পূর্বে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(১) উপধারার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্রসমূহে এবং দরখাস্তকারীর জেরায় স্বীকৃতমতে প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করিবার পূর্বে ন্যাচারাল জাস্টিস হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় না। ফলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উদ্ধৃত রুলিং এমনকি দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরে বর্নিত রুলিং এর ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশকে বেআইনী বা ন্যাচারাল জাস্টিস হইতে বঞ্চিত আদেশ হিসাবে গণ্য করার অবকাশ দেখা যায় না। বরখাস্ত আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় তাহাকে শুধুমাত্র টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে দোষী সাবস্ত করা হয় নাই বা বরখাস্ত করা হয় নাই উপরে বর্ণিত বিভিন্নভাবে মিলের আর্থিক ক্ষতিসাধন এবং

অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ছাড়াও প্রতিপক্ষের আদেশ নির্দেশ অমান্য করা, কর্তব্য কাজে চরম গাফেলতি, অনিয়ম, জালিয়াতির আশ্রয় ইত্যাদির ভিত্তিতে উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় এবং আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় করার আদেশ দেওয়া হয় যাহা ২৫-৯-৯৯ইং তারিখের অভিযোগপত্রেও উল্লেখ রহিয়াছে। তদুপরি প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবের ১৮ দফায় প্রকৃত বৃত্তান্তের প্রথমে তাহার চাকুরী জীবনের শুরু হইতে দরখাস্তকারী একজন উশৃংখল কর্মচারী, নিজ খেয়াল খুশীমত কাজ করা, কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ অমান্য করা, চাষীদের মধ্যে ভূয়া ঋণ বিতরন করা, ভুমিহীন চাষীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা, জাল স্বাক্ষরের দ্বারা চুক্তিপত্র তৈরী করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অভিযোগ করা হয়। দরখাস্তকারী তাহার আরজির ১১ দফার প্রথম বাক্যেই উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ ২৫ বৎসর চাকুরীকালীন সময়ে তাহার বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযোগ আসে নাই যাহা তাহার মিথ্যা উক্তিই বটে। এই সম্পর্কে প্রতিপক্ষ হইতে দাখিলী ১৭-১১-৯৪ইং তারিখের ৫৬৩৯ নং স্মারক প্রদঃ-জ/১৫ এবং ১১-১-৯৬ইং তারিখের ২৭৬ নং স্মারক প্রদঃ-ক্ষ/১৬ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ২৮-৮-৯৩ইং তারিখের ৩৫২৫ নং স্মারকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত অন্তে অনাদায়ী ঋণ ভূয়া চাষী নূরুল হকের নামে ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া তিনি ২৪,৭৭৯·৫৮ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন যাহা মাসিক ১০০০ টাকা হিসাবে বেতন হইতে কর্তন করার আদেশ দেওয়া হয় এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর শর্তে তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া শাস্তিস্বরূপ ১-৭-৭৫ইং তারিখের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনুরূপভাবে পূনরায় ১১-১-৯৬ইং তারিখের ২৭৬ নং স্মারকে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ১৫-১২-৯৪ইং তারিখের অভিযোগের ভিত্তিতে ১,৭১২·২৪ টাকা জানুয়ারী'৯৬ মাসের বেতন হইতে কর্তন করিয়া চাষীর ঋণের অনুকূলে জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পুনরায় কঠোর হুঁশিয়ারীসহ তাহাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় যদিও এই বিষয়ে প্রতিপক্ষ হইতে জেরায় প্রদত্ত সাজেশন দরখাস্তকারী জানেন না বলিয়া অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে উক্ত শাস্তির আদেশের মূলকপি প্রদঃ-ক্ষ/১৫ ও ক্ষ/১৬ দাখিল করায় উহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখা যায় না। কাজেই দরখাস্তকারী সেই দিক হইতে অভ্যাসগত অর্থ আত্মসাৎকারী ব্যাক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৯৮ সালের বিভিন্ন তারিখের বিভিন্ন স্মারকপত্র দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলব করা হয় কিন্তু তিনি কৈফিয়তের জবাব প্রদান হইতে বিরত থাকেন। ফলে তাহার প্রতি কৈফিয়তের জবাব প্রদানের জন্য তাগিদপত্রও ইস্যু করিতে হয় যাহা একজন নিম্ন কর্মচারী হইয়া মিলের আইনসংগত কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে অমান্য করার সামিল। ফলে অত্র আদালত মনে করে যে, দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত আদেশ আইনানুগভাবে এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধি বিধান অনুসরন করিয়া প্রমাণ করায় উহা রহিত করিয়া দরখাস্তকারীকে পুনর্বহাল করার কোন অবকাশ নাই। তবে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উক্ত বরখাস্ত আদেশে আখ ঘাটতি, ঋণ অনাদায়, সার ও কীটনাশক ঔষধ ঘাটতির কারণে অর্থ আত্মসাৎ হিসাবে উল্লেখ করিয়া যে ৩,৭৪,৫৫৭·৭৩ টাকা নির্ধারণ করা হয় এই অংকটি অভিযোগপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ছিল না যাহা তদন্ত অন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে বরখাস্তের পূর্বে প্রতিপক্ষ কর্তৃপক্ষ মিলের বিভিন্ন শাখা হইতে চূড়ান্ত হিসাব সংগ্রহ করিয়া তাহা দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বরখাস্ত আদেশে উল্লেখিত অংকটি অভিযোগপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে দরখাস্তকারী অর্থ আত্মসাতের দায় হইতে ও বরখাস্তের আদেশ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এরূপ চিন্তা করার কোন অবকাশ নাই। কেননা উক্ত টাকার অংকে সঠিক হিসাব নিকাশের ত্রুটির জন্য ইহা বলা যাইবেনা যে, দরখাস্তকারী কোন টাকাই আত্মসাৎ করেন নাই। কেননা প্রদঃ-খ তে দরখাস্তকারী নিজ হাতে লিখিত দিয়াছেন যে, প্রকাশ থাকে যে, আমার নিকট সমুদয় পাওনাদি এপ্রিল'২০০০ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিব। জমা দিতে ব্যর্থ হইলে

মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আইনগত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মানিয়া লইতে বাধ্য হইব।" নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় দরখাস্তকারীর এইরূপ লিখিত অংগীকারনামার প্রেক্ষিতে ১৬-৪-২০০০ইং তারিখে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়া উক্ত কমিটির হিসাব নিকাশেরভিত্তিতে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে ঐ ৩,৭৪,৫৫৭.৭৩ টাকা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয় যাহা প্রদঃ-ক/৬ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এইরূপ চুড়ান্ত হিসাবকালে প্রতিপক্ষের উচিৎ ছিল দরখাস্তকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির সামনে চুড়ান্ত হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করা। কেননা দরখাস্তকারী কর্তৃক ১২-১১-৯৯ইং তারিখে সাক্ষরিত দরখাস্ত যাহা প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে (প্রদঃ-ক্ষ/৩)এ ১,৪৯,৩৬৩·৭৭ টাকা সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত দরখাস্তে প্রতিপক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারিশ করা হইয়াছে কিন্তু ঐ টাকা সমন্বয় করা হইয়াছে কিনা তাহা বোধগম্য নয়। তদুপরি তদন্ত চলাকালে বা তদন্ত পরবর্তীকালে কোন চাষী কর্তৃক কোন টাকা বা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে (যাহা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে আত্মসাৎ হিসাবে দাবী করা হইয়াছে। এরূপ অর্থ) তাহাও সমন্বয়যোগ্য। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দরখাস্তকারী বা তাহার মনোনীত কোন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে হিসাব নিকাশ চূড়ান্ত করা একান্ত আবশ্যক ছিল। তাই বরখাস্ত আদেশে উল্লেখিত ৩,৭৪,৫৫৭·৭৩ টাকার অংকটি সঠিক আছে কি না বা না থাকিলে উহা নিরূপনঅন্তে সংশোধন হওয়া আবশ্যক। সেই কারণে দরখাস্তকারীর অত্র মামলা নামঞ্জুর হইলেও অর্থাৎ বরখাস্ত আদেশ বহাল থাকিলেও বরখাস্ত আদেশ উল্লেখিত টাকার অংক দরখাস্তকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুনঃহিসাব নিকাশ অন্তে নির্ধারণ করিয়া আবশ্যকবোধে উহা বরখাস্ত আদেশে সংশোধন করার জন্য প্রতিপক্ষকে বলা হইল।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা ও ফাইন্ডিংসের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, দরখাস্তকারীর অত্র মোকদ্দমা আইনতঃ ও ন্যায়তঃ মঞ্জুরযোগ্য নহে। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয় দুইটি নিষ্পত্তি করা হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৫

দরখাস্তকারী পক্ষ আর কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মতামতের আলোকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক বরখাস্ত আদেশে উল্লেখিত আত্মসাৎকৃত ৩,৭৪,৫৫৭·৭৩ টাকা যাহা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দরখাস্তকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুনঃহিসাব নিকাশের মাধ্যমে নির্ধারণযোগ্য বিধায় রায়ের শর্তে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস ও নির্দেশ অনুসারে আজ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃনির্ধারণ করিয়া আবশ্যকবোধে বরখাস্ত আদেশ সেই মোতাবেক সংশোধন করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। সেই মতে হিসাব নিকাশের দিন ধার্য করিয়া প্রতিপক্ষ যথাসময়ে দরকাস্তকারীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১/২০০১

দরখাস্তকারী ঃ খন্দকার মোঃ আলাউদ্দিন, প্রযত্নে ঃ মোহসিন হোসেন,
মামনি লেদার হাউজ, চেম্বার ভবন জাহাজ কেম্পানীর মোড়,
পোঃ রংপুর-৫৪০০।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রাশা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, বাড়ী নং-৫৪ (১ম তলা),
রোড নং ১৫, ব্লক-ডি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৬, তারিখ, ৭-৫-২০০১

অদ্য মোকদ্দমাটির রক্ষণীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, কাফী সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে হাজির আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল।

বাদী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী খাজা মঈনুদ্দিন নিজে উপস্থিত নাই। স্বয়ং বাদীও উপস্থিত নাই। তাহার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ কোরবান আলী বলেন যে, বাদী অদ্যও এই মামলায় হাজির হইতে পারেন নাই। তবে তাহার পক্ষে ফিরিস্তমূলে কিছু কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে। উক্ত কাগজপত্র মোতাবেক তিনি মামলাটি বিচারের নিমিত্তে গ্রহণপূর্বক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নোটিশ ইস্যুর নিবেদন করেন।

আমি দরখাস্তকারীর (বাদীর) মুল দরখাস্ত এবং অদ্য ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম। ফিরিস্তির ৩নং দফায় উল্লেখিত নিয়োগ পত্র দেখা যায় এবং তৎসহ বাদীর চাকুরীতে যোগদানের যোগদান পত্র তাং-"৪-৬-২০০০ইং" দেখা যায়। নিয়োগ পত্রের ৩ দফার বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় দরখাস্তকারী যোগদানের তারিখ হইতে অর্থাৎ ৪-৬-২০০০ইং তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য শিক্ষানবীস মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে যোগদান করেন। ১নং দফায় উক্ত সময়ে তাহার মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ৩,৫০০/- টাকা উল্লেখ রহিয়াছে। বাদী আরজির (দরখাস্তের) তফসীলে ৪ মাসের নোটিশ বেতন ২৪,০০০/- টাকা দাবী করিয়াছেন এবং ২ হইতে ১৭ নং দফায় বিভিন্ন কারণে যথা কমপেনসেশন, অর্জিত ছুটি, উৎসব ছুটি, মেডিকেল ছুটি, টি, এ, ইত্যাদির ভিত্তিতে

সর্বমোট ১,৩৯,৯৭৪/- টাকা পাওনা দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। এস, ও, এ্যাক্টের ২৫ ধারার বিধান মোতাবেক যথাসময়ে মামলাটি দায়ের করা হইলেও টার্মিনেশনের ভিত্তিতে এই মামলা দায়ের করায় অর্থাৎ এস,ও, এ্যাক্টের ১৯ ধারায় উল্লেখিত টার্মিনেশনের প্রেক্ষিতে এই মামলা দায়ের করায় দরখাস্তকারী একজন শিক্ষানবীস হওয়ায় উল্লেখিত দাবীসমূহ ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জিত। কাজেই অযৌক্তিক দাবীর ভিত্তিতে অত্র মামলা বিচারের নিমিত্তে গ্রহণযোগ্য নহে। তদুপরি আরজিতে নিযুক্তির তারিখ, যোগদানের তারিখ, নালিশের কারণ কোথায় উদ্ভব হইল কোন কিছুই উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায় মামলাটি আরজিতে যথেষ্ট ত্রুটিজনিত কারণে বিচার যোগ্য নহে তাই আরজিটি নাকচযোগ্য ।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আরজি উপরোক্ত কারণে নাকচ করা হইল। কোন আইনে বারিত না হইলে দরখাস্তকারী ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত আকারে বর্ণনা ও দাবীর ভিত্তিতে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন। অনুরূপভাবে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কাফী সরকার, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ১লা জুলাই, ২০০১

অভিযোগ মামলা নং-১০/২০০০

মোঃ শহিদুল্লাহ (১), সি, ডি, এ, (বরখাস্ত) পিতা-মৃত ইয়াসিন আলী,
পোঃ, উপজেলা ও জেলা-পঞ্চগড়—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ,
গ্রাম, পোঃ ধাক্কামারা, উপজেলা ও জেলা-পঞ্চগড়—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২) দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি অভিযোগ মামলা শ্রমিক নিয়োগ(স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারী শহিদুল্লাহ (১), সি,ডি,এ, প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ এর বিরুদ্ধে আনয়ন করেন। তাহার দরখাস্তের (আরজির) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দরখাস্তকারী বিগত ১০-১২-৭০ইং তারিখে প্রতিপক্ষের অধীনে ইক্ষু বিভাগে মৌসুমী ওজন করণিক হিসাবে নিয়োজিত হন। তাহার কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিপক্ষ তাহাকে স্থায়ী সি,ডি,এ, হিসাবে ১৫-২-৭৫ইং তারিখে নিয়োগ করিয়া তড়েয়া ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে পোষ্টিং দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে ধামোর কেন্দ্রে তৎপর মাড়েয়া কেন্দ্রের ৬৯ নং ইউনিটে পোষ্টিং দেওয়া হয়। সেখানে তিনি কর্মরত থাকাকালে চাষীদের ঋণ সম্পর্কিত চুক্তিপত্র অনুমোদন বিষয়ে জটিলতায় পতিত হন। ইহার প্রেক্ষিতে বিগত ২৭-৯-৯৯ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। যথাসময়ে তিনি উহার লিখিত জবাব প্রদান করেন। তাহার জবাবের আলোকে প্রতিপক্ষ উক্ত চুক্তিপত্রসমূহ অনুমোদন করতঃ ঋণ আদায়ের জন্য মাড়েয়া কেন্দ্রে ঋণ তালিকা প্রেরণ করেন এবং অনাদায়ী অবশিষ্ট ঋণ দরখাস্তকারীর মাসিক বেতন ও ভাতা হইতে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ প্রতিপক্ষ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেতনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিলে চাষীগণ তাহদের গৃহীত ঋণ স্ব স্ব ইক্ষু সরবরাহের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে থাকেন। ইহা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের নিযুক্ত তদন্ত কমিটির গোপন পরামর্শে প্রতিপক্ষ একটি শুনানী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিপক্ষের অধীনে মহা-ব্যবস্থাপক(প্রশাসন), মহা-ব্যবস্থাপক(কারখানা), মহা-ব্যবস্থাপক (ইক্ষু), মহা-ব্যবস্থাপক(অর্থ) এবং উপ-ব্যবস্থাপক(পার্সোনেল) উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপক্ষ শুনানীকালে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনরূপ সুযোগ প্রদান না করিয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দরখাস্তকারীকে দিয়া একটি অংগীকারনামায় সহি সম্পাদন করান। উহাতে কিসের টাকা বা কোন টাকা তাহা উল্লেখ ছিল না। তৎপর ১১-৪-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের সংস্থাপন বিভাগ হইতে জানিতে পারেন যে, তাহার নিকট হইতে চাষীদের অনাদায়ী ঋণ বাবদ ১,৩১,৩০০/০৪ টাকা পাওনা রহিয়াছে। অতঃপর প্রতিপক্ষ ২৮-৫-২০০০ইং তারিখের ২৫৯০ নং স্মারকে দরখাস্তাকারীকে উপরোক্ত ১,৩১,৩৮৯/০৪ টাকা অনাদায়ী ঋণের কারণে বরখাস্ত করেন। উহা ৩০-৫-২০০০ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া দরখাস্তকারী হতবাক হইয়া যান। অতঃপর তিনি ১১-৬-২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করিলে প্রতিপক্ষ ২৬-৬-২০০০ইং তারিখে তাহা নামঞ্জুর করেন। ফলে দরখাস্তকারী বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত কারণে অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ ১,৩১,৩৮৯/০৪ টাকা আত্মসাতের বিষয়ে ইতিপূর্বে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। বরখাস্ত আদেশের পূর্বে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল। ঋণী চাষীদের বিতর্কিত চুক্তিপত্রসমূহ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ সরবরাহ করিয়াছেন এবং উক্ত চুক্তিপত্রসমূহ ঋণ আদায়ের জন্য মাড়েয়া কেন্দ্রের ৬৯ নং ইউনিটে প্রেরণ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত অনাদায়ী টাকার অভিযোগ সম্পূর্ণ বেআইনী ও কল্পনা প্রসূত কারণ ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে প্রতিপক্ষের প্রদত্ত নীতিমালা অনুসারে ঋণ চাষীদের স্ব স্ব নামে ঋণ চুক্তিপত্রসমূহ অনুমোদিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে দেশে ভয়াবহ বন্যা হইলে ঋণ চাষীদের ইক্ষুক্ষেত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দরখাস্তকারী যথাসময়ে চাষীদের ইক্ষুক্ষেত ধ্বংস তালিকা প্রতিপক্ষের বরাবর দাখিল করিয়াছিলেন যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত করিয়াছিলেন। চাষীগণ তাহাদের অবশিষ্ট ইক্ষু কেন্দ্রে সরবরাহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতেছিলেন। নীতিমালা অনুসারে বিতরণকৃত ঋণ চাষীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য, কোন কর্মচারীর নিকট হইতে নহে। উহা চাষীদের নিকট

হইতে আদায়ের আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া উহার দায় বেআইনীভাবে দরখাস্তকারীর উপর বর্তাইয়া তাহাকে বেআইনীভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর একক কোন সুপারিশে ঋণ চুক্তিপত্র অনুমোদন হয় না। একাধিক তদন্তকারী কর্মকর্তার সরেজমিনে তদন্তের ভিত্তিত ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। সেই কারণে বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও দায়ী। কিন্তু তাহাদেরকে বাদ দিয়া দরখাস্তকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বরখাস্ত করা হয়। প্রতিপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যগণ তাহারই আজ্ঞাবহ ও অধীনস্থ কর্মকর্তা। তদন্তকালে দরখাস্তকারীর কোন বক্তব্য শ্রবণ করা হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও অংগীকারনামায় তাহার স্বাক্ষর লওয়া হয়। দরখাস্তকারী একজন স্বল্প বেতনভুক্ত নিরীহ কর্মচারী। বেআইনীভাবে বরখাস্ত করিয়া তাহাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। কথিত তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৮-৫-২০০০ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ বাতিল করিয়া দরখাস্তকারীকে স্ববেতনে উক্ত তারিখ হইতে চাকুরীতে পুনর্বহাল করার প্রার্থনা করা হয়।

পক্ষান্তরে মামলার প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ এই মামলায় লিখিত বর্ণনা পত্র দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে বর্তমান মামলা কারণ বিহীন, তামাদি দোষ এবং বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ অচল। এই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর আরজির যাবতীয় দাবী এবং অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তাহার মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত যে, দরখাস্তকারী ৬৯ নং ইউনিটে কর্মরত থাকাকালে কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া নিজ খেয়াল খুশীমত কাজ করিতেন। ঋণ বিতরণের নীতিমালা তোয়াক্কা না করিয়া বরাবর ঋণ বিতরণ করিয়া ভুয়া ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা আদায় ও অর্থ আত্মসাৎ করিতেন। আখ ক্ষেতবিহীন চাষীর নামে ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতেন। নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরের চাষীকে ঋণ বিতরণ করিতেন এবং ঐ সকল কর্মকান্ড তাহার চিরাচরিত অভ্যাসও বটে। এই সকল কারণে তাহাকে বহুবার সতর্কীকরণ পত্র প্রদান করা হয়। তাহার একাধিকবার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত ও আত্মসাৎকৃত টাকার দায়-দায়িত্ব নিরূপন করিয়া তাহার বেতন হইতে কর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং দরখাস্তকারী প্রতিবারই আত্ম শুদ্ধির অংগীকার প্রদান করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করেন। দরখাস্তকারী পূর্বের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া ১৯৯৭-৯৮ইং ইক্ষু মৌসুমে ইক্ষু ক্ষেতবিহীন ৬ জন চাষীকে বিপুল পরিমাণ ঋণ প্রদান করেন। উহা অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে উক্ত চাষীদের নামে পুনরায় সার, বীজ এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন। ইহা ছাড়াও ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে ৪ জন চাষী কোন ঋণ গ্রহণ করে নাই মর্মে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে ৩-১-৯৯ইং তারিখের ১১৯ নং স্মারক সূত্রে তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ১৭-১-৯৯ ইং তারিখের ৫১৪ নং পত্র সূত্রে তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইহা ছাড়াও ১৮ জন চাষীর ৮১,৬৪৭/৩৭ টাকা বকেয়া ঋণ থাকা সত্ত্বেও এবং পরবর্তীতে তাহাদের, কোনরূপ ইক্ষু আবাদ না থাকা সত্ত্বেও পুনরায় তাহাদেরকে চলতি ঋণ হিসাবে ১,৩০,২১৬/০২ টাকা ঋণ প্রদান করিয়া দরখাস্তকারী আর্থিক সুবিধা আদায় করেন। ফলে প্রতিপক্ষ ১৮-১-৯৯ ইং তারিখের ৫১৫ নং স্মারকে উক্ত মর্মেও তাহার কৈফিয়ত তলব করেন। কিন্ত দরখাস্তকারী জবাব প্রদানে বিরত থাকেন ফলে জবাব প্রদানের জন্য তাহাকে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। অতঃপর ২৩-১-৯৯ ও ২৬-১-৯৯ ইং তারিখে দরখাস্তকারী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জবাব প্রদান করিলে ২২-২-৯৯ ইং তারিখের ৯৬৩ নং স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি ১৫-৩-৯৯ ইং তারিখে পুনঃগঠিত করা হয়। ৯৭-৯৮ মৌসুমে প্রদত্ত ঋণের ৫,৩৬,৭৮৭/৩৫ টাকার মধ্যে দরখাস্তাকারীর কর্তব্য কর্মে ও ঋণ আদায়ে অনিয়ম ও গাফিলতির কারণে ৯৮-৯৯ মৌসুমে মাত্র

২,৭৬,২০২/৪১ টাকা আদায় হইলেও ৪৬ জন চাষীর নিকট ২,৬০,৫৮৫/৩৪ টাকা অনাদায় থাকে। উক্ত মৌসুমে ঋণ, সার, বীজ ও নগদ প্রদত্ত ঋণের আনুপাতিক হারে ইক্ষু আবাদ না হইয়া মাত্র ৪২.০৫ একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইলে কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩১-৩-৯৯ ইং তারিখের ১১৮৬ ও ১১৮৭ নং স্মারকে শুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইতে বলা হইলে দরখাস্তকারী যথাসময়ে হাজির না হইয়া অবশেষে ১০-৬-৯৯, ১২-৬-৯৯ ও ২০-৬-৯৯ইং তারিখে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইলে তদন্ত কমিটি তাহার জবানবন্দী গ্রহণ এবং ১১-৭-৯৯ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ইহা ছাড়াও একই মৌসুমে ১৬ জন চাষীর মধ্যে ৮জন চাষীকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভূয়া ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক ১,১৯,৯৯৪/৫৭ টাকা এবং অন্য ৮জন চাষীকে ২৭,২২২/০৯ টাকা ঋণ প্রদান ও ৫৪ জন চাষীর বকেয়া ঋণ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাহাদেরকে ঋণ প্রদান এবং ১৩-৯-৯৯ হইতে ১৬-৯-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য ও ১৪-৯-৯৯ ইং তারিখের গুরুত্বপূর্ণ চাষী মিটিং ও সাব-জোনের পাক্ষিক সভায় উপস্থিত না থাকার জন্য তাহাকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করিয়া বোদা সাব-জোনে দৈনিক হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ২৭-৯-৯৯ইং তারিখের ৩৪৫৯ নং স্মারকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়নপূর্বক উক্ত অভিযোগের জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী ২-১০-৯৯ ইং তারিখে উক্ত অভিযোগ পত্রের জবাব প্রদান করিয়া তাহার কৃত অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেন এবং বোদা সাব-জোনে হাজিরা প্রদান হইতে বিরত থাকেন। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ২৭-৯-৯৯ ইং তারিখে আনীত অভিযোগের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রতিপক্ষ উক্ত অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ১২-১০-৯৯ইং তারিখের ৩৫৯৫ নং স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। কমিটি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৩০-১২-৯৯ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারীকে ১৫-৩-২০০০ ইং তারিখের ৯৭৪ নং স্মারকে ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে দরখাস্তকারী সেখানে হাজির হইয়া লিখিতভাবে দোষ স্বীকার করিয়া আত্মসাৎকৃত টাকা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে জমা দিবার শর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাকে ১৫-৪-২০০০ ইং তারিখের মধ্যে টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১১-৪-২০০০ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে মিলের পাওনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অতঃপর ২০-৫-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাকে পাওনা টাকা পরিশোধের শেষ সুযোগ প্রদান করা হয় কিন্তু দরখাস্তকারী টাকা জমা না দিয়া নীরব থাকেন। ফলে তাহাকে ২৮-৫-২০০০ ইং তারিখে বরখাস্ত করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী যে প্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন তাহা বিবেচনার সুযোগ না থাকায় দরখাস্তকারীকে তাহা ২৬-৬-২০০০ ইং তারিখে অবহিত করা হয়। কাজেই দরখাস্তকারী কর্তৃক আনীত এই মামলা কারণ বিহীন এর জন্য ডিসমিসযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

২। মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না?

৩। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে গত ২৮-৫-২০০০ ইং তারিখে ২৫৯০ নং স্মারকে বরখাস্ত করণ আদেশ আইনানুগ কি না এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮ ধারার বিধান অনুসরণপূর্বক দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে কি না?

৪। দরখাস্তকারী আরজির প্রার্থনা মোতাবেক ২৮-৫-২০০০ ইং তারিখ হইতে স্ববেতনে চাকুরীতে পুনর্বহাল হইবার আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার কি না?

৫। দরখাস্তকারী অত্র মামলায় আর কি প্রতিকার পাইতে হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এখানে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দরখাস্তকারীর এই মামলায় শুধু তিনি নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার বক্তব্য ও অভিযোগ সমর্থনের জন্য তিনি আর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য হাজির করেন নাই। তাহার দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী নং ১ হইতে ১১ চিহ্নিত করা হয়। পক্ষান্তরে এই মামলার প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর আবেদনক্রমে ও দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর আপত্তি ছাড়াই প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদঃ নং ক হইতে ঃ এবং অ হইতে ঐ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২ ঃ

অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে অত্র বিবেচ্য বিষয়দ্বয় সম্পর্কে প্রতিপক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। কাজেই এই বিবেচ্য বিষয় দুইটি সম্পর্কে দরখাস্তকারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩ ও ৪ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এই বিবেচ্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় একত্রে গ্রহণ করা হইল। দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে যে সকল কারণে বরখাস্ত করা হয় তন্মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে ভূয়া ঋণ পত্রের মাধ্যমে আখ চাষীদের নামে ঋণের উপকরণ প্রদান দেখাইয়া উহা আত্মসাৎ করা, আখ চাষ করেন নাই এমন চাষীদেরকে ঋণ প্রদান করা, বকেয়া ঋণধারী চাষীদেরকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া পুনরায় ঋণ প্রদান করা, ছিটমহল এলাকার চাষীদেরকে বেআইনীভাবে ঋণের উপকরণাদি সরবরাহ করা এবং মাড়াই মৌসুমে আখ চাষীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা না করায় বা তাহাদের সংগে অবৈধ যোগাযোগ করিয়া অন্যত্র আখ পাচার করাইয়া মিলের ঋণ আদায় না করিয়া আর্থিক সুবিধা লাভ করা ইত্যাদি। এই সম্পর্কে তিনি বলেন চিনিকল এলাকার আখ চাষীদেরকে উন্নত আখ উৎপাদন করিয়া মিলে আখ সরবরাহ করার লক্ষে চাষীদেরকে প্রতিপক্ষ ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রাথমিকভাবে আখ চাষী নির্বাচন, আখের জমি নির্বাচন এবং চাষীদেরকে ঋণ সরবরাহের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহের দায়িত্ব প্রতিটি ইউনিটের সি, ডি, এ-দের উপর অর্পিত থাকে ইহা সত্য তবে ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সি, ডি, এ-দের উপর বর্তায় না। উহা

কয়েকজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন ও সরবরাহ হইয়া থাকে। সেই কারণে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তাকে জড়িত না করিয়া শুধুমাত্র এই দরখাস্তকারীকে কথিত ভূয়া ঋণ সরবরাহ, অনিয়মিত ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের ব্যর্থতা দরখাস্তকারীর উপর চাপাইয়া তাহাকে বরখাস্ত করায় উহা আইন ও ন্যায় বিচার পরিপন্থী হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিতরণকৃত ঋণ ১০০% ভাগ আদায় কর সম্ভব নহে। কিছু কিছু ঋণ আংশিক অপরিশোধিত বা অনাদায়ী থাকিয়া যায়। সেই কারণে শুধু দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করা ন্যায় বিচার পরিপন্থী। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীকে তাহার বরখাস্ত আদেশে ১,৩১,৩৭৪/৭০ টাকা আত্মসাৎ ও ঋণ অনাদায় বাবদ দায়ী কর হয় এবং উক্ত টাকা তাহার নিকট হইতে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় যাহা মিলের নিকট তাহার পাওনা টাকা হইতে সমন্বয় যোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, উক্ত নির্দিষ্ট টাকার অংক সম্পর্কে অভিযোগ পত্রে কোন কিছুই উল্লেখ ছিল না এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনসংগত সুযোগ না দিয়া তাহাকে ন্যাচারাল জাস্টিস হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আইনের বিধান মোতাবেক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ তাহার আজ্ঞাবহ কর্মকর্তা সমন্বয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্তের মহড়া দেখাইয়াছেন মাত্র যাহা স্বাভাবিক ন্যায় বিচার পরিপন্থী। বিজ্ঞ আইনজীবীর হাতে দরখাস্তকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়া তাহা আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। এই বিষয়গুলি তদন্ত কমিটি বিবেচনা করেন নাই এবং তাহার গ্রিভান্স দরখাস্তও প্রতিপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ছাড়াই নাচক করিয়াছেন। ফলে বরখাস্ত আদেশ বাতিল পূর্বক দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিবেদন করেন। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২১৭ (এম, আমিন বনাম চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা দিং) মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীও দীর্ঘ যুক্তিতর্ক পেশ করেন। তাহার বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, দরখাস্তকারী একজন অসৎ। বেপরোয়া ও দূর্নীতিবাজ সি, ডি, এ, ছিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশের কখনও তোয়াক্কা করিতেন না। ইতিপূর্বে তাহাকে একাধিকবার কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তদন্ত অন্তে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহার বার্ষিক ইনক্রিমেন্টও বন্ধ করা হয় যাহাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কিন্ত দরখাস্তকারী যেহেতু একজন উশৃঙ্খল, অসৎ ও বিশ্বাস ভংগকারী কর্মচারী তাই ১৯৯৮-৯৯ রোপণ মৌসুমে চাষীদের নামে ভূয়া ঋণ চুক্তি পত্র সম্পাদন, চাষীদের নামে পূর্বের ঋণ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদান, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, চাষীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন না করা এবং কর্তব্য কাজে চরম গাফেলতির জন্য প্রতিপক্ষের মিল দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চাষীগণের মধ্যে আখ উৎপাদনে অনীহার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই সকল কারণে তাহাকে সময় সময় কৈফিয়ত তলব করা হয়। কখনও কখনও দরখাস্তকারী কৈফিয়তের জবাব না দিয়া কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগমালা প্রস্তুত করিয়া এস,ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে দরখাস্তাকারীর উপরোক্ত কার্যকলাপ আইনানুগভাবে তদন্ত করা হয়। তাহাকে তদন্ত নোটিশ প্রদান-পূর্বক আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া কমিটি তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে উপরোক্ত আচরণসমূহ সম্পর্কে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কমিটি প্রতিবেদন

দাখিল করিলে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক তাহার নিকট পাওনা ১,৩১,৩৭৪/৭০ টাকা পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্ত দরখাস্তকারী সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ মিলের পাওনা টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাকে আইনানুগভাবে গত ২৮-৫-২০০০ ইং তারিখে তাহার চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় যাহা অত্র মামলায় বহালযোগ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪৪ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-৪১০ এবং ৪২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা ২৭৮ প্রকাশিত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রুলিং উদ্ধৃত করেন এবং অত্র মামলা ডিসমিস করার নিবেদন করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরোক্ত যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে আমি অত্র মামলার মূল দরখাস্ত (আরজি), লিখিত আপত্তি (জবাব), উভয় পক্ষে দাখিলকৃত প্রমাণের চিহ্নিত কাগজপত্র এবং দরখাস্তকারী ১ নং সাক্ষীর অত্র আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়াছি। দরখাস্তকারীর আরজি এবং তাহার অত্র আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দাবী করিয়াছেন তিনি কোন ভুয়া ঋণ কাহাকেও প্রদান করেন নাই, ভূমিহীন কোন ব্যক্তিকেও কোন ঋণ প্রদান করেন নাই, সকল ঋণ চুক্তিপত্র কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তার পরিদর্শন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত হয় কিন্তু বন্যার কারণে ও অন্যান্য কারণে কোন কোন কৃষকের আখ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের আখ মিলে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি যে সকল কৃষকের আখ নষ্ট হয় নাই তাহারা মিলে আখ সরবরাহ করিয়াছে এবং তাহাদের ঋণও পরিশোধিত হইয়াছে। তাহার আরও বক্তব্য যে, ছিটমহল এলাকায় ইতিপূর্ব হইতেই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও গোচরে তথাকার আখ চাষীদেরকে ঋণ দেওয়া হইত এবং ৯৮-৯৯ মৌসুমেও একইভাবে ঋণ প্রদান করা হয় ফলে শুধুমাত্র দরখাস্তকারীকে উহার জন্য দায়ী করা ঠিক হয় নাই। দরখাস্তকারী তাহার সাক্ষাতে এবং দরখাস্তে অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহার উপস্থিতিতে এবং সাক্ষাতে সরেজমিনে কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেন নাই এবং তাহার বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাহার নিকট হইতে কতগুলি কাগজে রেকর্ডকৃত বক্তব্য তাহাকে পাঠ করিয়া না শুনাইয়া তাহার নিকট হইতে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় এবং ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীকালে তাহাকে চাপের মুখে ফেলিয়া লিখিত অংগীকারনামায় তাহার স্বাক্ষর লওয়া হয় যাহাতে মিলের পাওনা টাকার কোন অংক উল্লেখ ছিল না। দরখাস্তকারীর এইরূপ বক্তব্য ও জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে এই মামলার তাহার প্রদত্ত স্বীকারোক্তিগুলি অত্র বিবেচ্য বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ- উপরোক্ত বিষয়ে দরখাস্তকারী তাহার জেরায় বলেন, "সত্য যে, তদন্ত কমিটি আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ব সুযোগ দিয়াছিল। ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আমাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আমার নিকট হইতে লিখিত অংগীকারনামা লিখিয়া লইয়াছিলেন সেই সম্পর্কে আমি কোন লিখিত আপত্তি কোথাও দেই নাই।" তদন্ত কমিটির তদন্ত সম্পর্কে তিনি জেরায় বলেন যে, "তদন্ত কমিটি ২৭-৯-৯৯ ইং তারিখের অভিযোগ বিষয়ে ২ দফায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং চাষীদের লিখিত জবানবন্দী নেন। আমার উক্ত জবানবন্দী ৩১-১০-৯৯ ইং তারিখে ১ম দফায় ১২ পাতা ও ২৩-১২-৯৯ ইং তারিখে ২য় দফায় ৫ পৃষ্ঠা এবং প্রত্যেক পাতায়/পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর আছে। এই সেই জবানবন্দী ও আমার স্বাক্ষর। উক্ত জবানবন্দী প্রদঃ নং-খ।" শুধু তাই নয় এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, ইহা চাষীদের লিখিত জবানবন্দী ৪৩ পাতা প্রদঃ নং গ সিরিজ। "তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ১৫-৩-২০০০ইং তারিখের ৯৭৪ নং স্মারক পত্রে ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে আমাকে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সত্য যে ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে আমি লিখিতভাবে একটি দরখাস্ত দেই। ১৫-৪-২০০০ ইং তারিখের মধ্যে টাকা পরিশোধ

করার সুযোগ চাই—এই সেই দরখাস্ত প্রদঃ নং ঘ।" সুতরাং এই সাক্ষীর অর্থাৎ দরখাস্তকারীর উপরোক্ত জেরায় প্রদত্ত সাক্ষ্য পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি দুই দফায় তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং চাষীগণেরও জবানবন্দী নিয়াছিলেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে তৎভিত্তিতে প্রতিপক্ষ তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত ইতিপূর্বে বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত ছাড়াই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ছাড়াই তাহাকে বরখাস্ত করা হয় ইহা দরখাস্তকারীর স্বীকৃতমতে বিশ্বাস করা যায় না। অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করার পূর্বে এস,ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধান অনুসরণ করা হইয়াছিল। তাহা এই সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা এবং তাহার দাখিলকৃত অভিযোগ পত্র প্রদঃ নং-২ এবং অভিযোগ পত্রের জবাব প্রদঃ নং-৩ এবং চূড়ান্ত শুনানীর জন্য নোটিশ প্রদঃ-৫ ইত্যাদি পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র বিভিন্ন তারিখের কৈফিয়ত তলবের আদেশ যথা প্রদঃ-ক, চ, জ, ট, ঢ, ন ইত্যাদি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়। শুধু তাই নহে উক্ত কৈফিয়তসমূহের জবাবও দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। যদিও জবাবে অভিযোগসমূহ অস্বীকার করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার কৈফিয়তের জবাবসমূহ এমনকি তাহার আরজি পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি প্রকারান্তরে ঋণ বিতরণে অনিয়ম, ঋণ আদায়ে গাফেলতি ও অনাদায়ের কারণসমূহে নিজেকে জড়িত করাসহ অন্যদেরকে জড়িত করার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি একাই করেন নাই বা তিনি ঐ সকল কর্মকান্ডের জন্য একাই দায়ী নহেন, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণও দায়ী। অবশ্য তাহার এই বক্তব্য সম্পর্কে অত্র আদালত পুরাপুরি ভিন্ন মত পোষণ করিতে পারিতেছে না কারণ ইহা সত্য যে দরখাস্তকারীর একার প্রস্তাব ও সুপারিশের কারণে আখ চাষীদেরকে ঋণ সরবরাহ করা হইয়া থাকে না। ঋণ প্রস্তাবের আবেদন সংগ্রহ এবং অনুমোদন পর্যন্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়া সুগার মিলের ৫/৬ জন কর্মকর্তার সুপারিশ ও স্বাক্ষরের ভিত্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে যাহাদের মধ্যে সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শনকারী একাধিক দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাও রহিয়াছেন কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদনে তাহাদের কাহাকেও জড়িত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল কর হয় নাই বা কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের কর্মকান্ডে স্থানীয়ভাবে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন এবং মূল দায়-দায়িত্ব তাহারই ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কাজেই ঋণ প্রদানে অনিয়ম বা বেআইনী কর্মকান্ডের জন্য দরখাস্তকারী তাহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না এবং সেই সম্পর্কে তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনকে বেআইনী বলা যায় না কারণ এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক তদন্তের যে বিধি-বিধান রহিয়াছে তাহা উভয় পক্ষের কাগজপত্র দৃষ্টে সন্তোষজনকভাবে পালিত হইযাছে বলিয়া অত্র মামলায় প্রতীয়মান হয়। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর রুলিং মোতাবেক তদন্ত কমিটি আইনানুগভাবে তদন্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকিলে অর্থাৎ এস, ও, এ্যাক্টের ১৮ ধারার বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালিত হইয়া থাকিলে উক্ত তদন্ত কমিটির ফাইন্ডিংস ও মতামত সম্পর্কে অত্র আদালতের দ্বিমত পোষণ করার কোন এখতিয়ার রাখা হয় নাই। দরখাস্তকারী তাহার জেরাতে উপরোক্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে তাহাকে বিভিন্ন তারিখে কৈফিয়ত তলব করা হয় তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং অনেক কৈফিয়তের জবাব দিয়াছেন তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তারিখ ৩০-১২-৯৯ইং (প্রদঃ নং-৩) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় তদন্তে তাহার বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযোগসমূহের অধিকাংশই প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ কিছু কিছু অনাদায়ী ঋণী চাষীদেরকে পুনরায় ঋণ প্রদান করা হইয়াছে। ১১টি বন্ডের অধীন ১১জন চাষীর কাহারও আখের আবাদ পাওয়া যায় নাই।

বন্ড নং-২৪, ৪৪ ও ৫২ এর চাষীর আংশিক ঋণ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ২৮ জন চাষী নিয়ম ভংগ করিয়া ছিট মহলের জমিতে আখের আবাদ করিয়াছে। অনেক চাষীর সংগে দরখাস্তকারীর যোগাযোগের অভাবের কারণে তাহারা মিলে আখ সরবরাহ না করিয়া আখ পাচার করা হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহাকে মিথ্যা বা অহেতুক কারণে প্রতিপক্ষ বরখাস্ত করিয়াছেন এই অভিযোগ দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য মতে এবং উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় না। তাই প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বেআইনী এইরূপ সিদ্ধান্ত অত্র আদালতের পক্ষে গ্রহণ করার অবকাশ নাই। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তাকারীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, তিনি ১৩-৯-৯৯ইং হইতে ১৬-৯-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত অবৈধভাবে কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন এবং ১৪-৯-৯৯ ইং তারিখের চাষী মিটিংয়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগও তদন্ত কমিটির নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যাহা দরখাস্তকারী অসুস্থ ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া খন্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক উহা একজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করার মত গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করার পর্যায়ে না পড়িলেও উক্ত অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইযাছে তাহা সত্য এবং অত্র আদালতে প্রদত্ত তাহার সাক্ষ্যতেও উহা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব এবং বিজ্ঞ আইনজীবীর আরও জোরালো যুক্তি ছিল যে দরখাস্তকারী একজন অভ্যাসগত অপরাধী কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহার বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করা হয় এবং তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তৎপর সর্বশেষ অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া তদন্ত অন্তে তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই প্রসংগে আমি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর সহিত একমত পোষণ করি কারণ দরখাস্তকারী তাহার সাক্ষ্য প্রদানকালে জেরায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন তিনি জেরায় বলিয়াছেন, "সত্য যে ১৩-১-৯৯ ইং তারিখে আমার বার্ষিক বর্ধিত বেতন একটি বন্ধ করা হয়। সত্য যে, ৩৩১৯ নং স্মারকে আমার ৭ দিনের বেতন কর্তন কর হয়। তৎপর ২৮-৮-৮৬ ইং তারিখের ৫৩০৮ স্মারকে আমার বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত করা হয়। সত্য যে, ভূয়া ইস্যুকৃত ঋণের টাকা আমার নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে সতর্ক আদেশসহ আদায় করা হয়।" সুতরাং দরখাস্তকারীর এই স্বীকৃতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বর্তমান বরখাস্ত আদেশে উল্লেখিত কারণগুলি শুধু ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে ঘটান নাই ইতিপূর্বেও একাধিকবার তিনি ঐরূপ অপরাধজনিত কাজ করিয়াছিলেন। ফলে তর্কিত বরখাস্ত আদেশকে কোনভাবেই বেআইনী বা দরখাস্তকারীকে অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে তাহা প্রতীয়মান হয় না। এমতাবস্থায় বরখাস্ত আদেশ বহালযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক যে দরখাস্তকারী ১৯৭০ সাল হইতে এই সুগার মিলে কর্মরত রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহার চাকুরীর বয়স প্রায় ৩০ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। হয়তোবা কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাকে স্বাভাবিক অবসরে যাইতে হইত। উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং প্লিডিংস দৃষ্টে ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে ৬৯ নং ইউনিটে প্রতিপক্ষের সংশ্লিষ্ট মাঠ পরিদর্শক ও উর্ধতম কর্মকর্তাবৃন্দের দরখাস্তকারী কর্মকান্ড তদারকির যথেষ্ট অভাব ছিল। যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়ায় যাহার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে তাহা যথাযথভাবে পালন করিতেন তাহা হইলে দরখাস্তকারীর পক্ষে উল্লেখিত ঋণ প্রদানে অনিয়ম, ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা ও অন্যান্য কারণগুলি সংগঠনের সুযোগ ছিল না। তাই তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জড়িত বা দায়ী না করিয়া শুধুমাত্র দরখাস্তকারীর উপর সামগ্রিক দোষ চাপানোও কর্তৃপক্ষের একটি একচোখা মনোভাব এই মামলার প্রকাশ পাইয়াছে যাহা মোটেও কাংখিত নহে। সেই কারণে আমি মনে করি যে,

দরখাস্তকারী বরখাস্ত না করিয়া তাহাকে টার্মিনেট করা হইলে উহা অত্যন্ত যুক্তিসংগত হইত যদিও দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা সত্ত্বেও তাহার চাকুরীর প্রাপ্য সুবিধাদি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হয় নাই বলিয়া বরখাস্ত আদেশে এবং তৎপরবর্তী প্রতিপক্ষের ৭-৬-২০০০ইং তারিখের দপ্তর আদেশ (প্রদঃ-ঢ) স্মারক নং-২৬৭৬ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। উক্ত আদেশে মিলের পাওনা ১,৩১,৩৭৪/৭০ (এক লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত চুয়াত্তর টাকা সত্তর পয়সা) টাকা দরখাস্তকারীর পাওনা টাকা হইতে কাটিয়া লইয়া সমন্বয় করার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়। এই বিষয়ে দরখাস্তকারীর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় এই মামলায় বরখাস্ত আদেশের পর অনাদায়ী কিছু আখ চাষী তাহাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার সপক্ষ্যে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন দাবীকৃত টাকার মধ্যে ১,১০,০০০/- টাকা চাষীরা পরিশোধ করিয়াছেন এবং তাহার বেতন ভাতা হইতে ইতিমধ্যে ৭,২৩৭/- টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে কাজেই উপরোক্ত অংকের টাকা প্রকৃতপক্ষে আদায় হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পাওনা পরিশোধকালে সমন্বয়ে দেখাইতে হইবে যদিও বরখাস্ত আদেশে ১,৩১,৩৭৪/৭০ টাকার উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিষয়ে সমন্বয়কালে বা দরখাস্তকারীকে তাহার অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধকালে দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুনরায় পুংখানুপুংখরূপে হিসাব-নিকাশ করার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি নির্দেশ রহিল। অবশেষে উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ টার্মিনেশন আদেশে রূপান্তযোগ্য। অনুরূপভাবে অত্র বিবেচ্য বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তি কর হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং-৫

দরখাস্তকারী পক্ষ আর কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মতামতের আলোকে অত্র সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত আকারে মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারীকে ২৮-৫-২০০০ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ টার্মিনেশন আদেশে পরিবর্তন কর হইল। রায়ের শর্তে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস মোতাবেক পুনঃহিসাব-নিকাশ অন্তে দরখাস্তকারীর আইনানুগ পাওনাদি আজ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
জজ, স্পেশাল কোর্ট এবং
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১লা আগস্ট, ২০০১

বহির্গমন মামলা নং ১/২০০০

সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
গোহাইল রোড, খান্দার, নাটোর—বাদী।

বনাম

মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা-মৃত মাজেদ আলী,
সাং-শ্রীঘন্টা, থানা-সিংড়া, নাটোর—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব বিনয় কুমার ঘোষ (রজত), এপিপি, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব চিত্তরঞ্জন বসাক, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

বাদী মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বগুড়া এই মামলার ১নং সাক্ষী এই মর্মে আসামী মতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন যে, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার অভিযোগকারী মোঃ আব্দুল মান্নান (বি,ডাব্লিউ-২)-কে আকর্ষণীয় বেতনে মালয়েশিয়ায় চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া বিগত ১০-১-৯৪ইং তারিখে নন্দীগ্রামস্থ বাঁধন সিনেমা হলের অফিস কক্ষে মোট ৩৫,০০০/- টাকা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আঃ মান্নান উপরোক্ত সিনেমা হলের নিকট পানের দোকান করিত। সেখানে আসামী পান সিগারেট কেনার সুবাদে তাহাদের মধ্যে পরিচয় ঘটে। আঃ মান্নান দর্জির কাজ জানিত তাই আসামী তাহাকে মালয়েশিয়া যাইয়া চাকুরী করিলে মাসিক ৫০/৬০ হাজার টাকা রোজগার করিতে পারিবে এবং মালয়েশিয়া যাইতে ৩৫,০০০ টাকা লাগিবে এইভাবে প্রলুব্ধ করে। আসামীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উক্ত আঃ মান্নান তাহার নিজস্ব জমি বিক্রয় করিয়া ঘটনার তারিখে ১০-১-৯৪ইং বাঁধন সিনেমা হলের অফিস কক্ষে ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করেন কিন্তু কথামত ২ মাসের মধ্যে তাহাকে মালয়েশিয়া পাঠাইতে না পারিলে পরবর্তীতে ৩/৪ জন সাক্ষীসহ ২২-১০-৯৬ইং তারিখে সে মতিয়ার রহমানের বাড়ী যায় কিন্তু সে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। ফলে বাধ্য হইয়া ভিকটিম আঃ মান্নান বগুড়ার জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিতভাবে বিষয়টি অবগত করিয়া বিচার দাবী করিলে জেলা প্রশাসক, বগুড়া একজন সিনিয়র সহকারী কমিশনার (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করান। তদন্তে আসামী দোষী প্রমাণিত হয়। ফলে বাদী সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বগুড়া অত্র মামলা ১৯৮২ সালের বহির্গমন অধ্যাদেশের ২১ ও ২৩(বি) ধারামতে বিগত ২৩-২-২০০০ইং তারিখে দায়ের করেন।

অত্র মামলা রুজুর প্রেক্ষিতে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র আদালত কর্তৃক অভিযোগ আমলে লইয়া প্রসেস জারী করিলে আসামী হাজির হইয়া অত্র মামলায় জামিন লাভ করেন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিচারকালে বাদী পক্ষ এই মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। আসামী পক্ষ তাহাদেরকে স্ববিস্তারে জেরা করিয়াছেন। বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানান এবং কোন কিছু বলেন নাই। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলার ভিকটিম (মামলার মূল অভিযোগকারী ২নং সাক্ষী) আঃ মান্নানকে মালয়েশিয়ায় আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া গত ১০-১-৯৪ইং তারিখে নন্দীগ্রাম বাঁধন সিনেমা হলের অফিস কক্ষে নগদ ৩৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন কি না এবং ২ মাসের মধ্যে মালয়েশিয়া পাঠানোর জন্য অংগীকারাবদ্ধ হন কি না?

২। পরবর্তীতে উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভিকটিম আঃ মান্নানকে মালয়েশিয়ায় না পাঠাইয়া উক্ত টাকা আত্মসাৎ করেন এবং বিগত ২২-১০-৯৬ইং তারিখে উক্ত টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন কি না?

৩। আসামীর বিরুদ্ধে বহির্গমন অধ্যাদেশের ২১ ও ২৩(বি) ধারা মোতাবেক আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপরোক্ত বিবেচ্য বিষয় দুইটি একত্রে গ্রহণ করা হইল। এই মামলার যুক্তিতর্ক পেশকালে বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ এপিপি বলেন যে, ভিকটিমকে মালয়েশিয়াতে ৫০/৬০ হাজার টাকা মাসিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া বিগত ১০-১-৯৪ইং তারিখে আসামী মতিয়ার রহমান এই মামলার ২নং সাক্ষী আঃ মান্নানের নিকট হইতে নগদ ৩৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন তাহা প্রদানার্থে স্বয়ং ভিকটিম আঃ মান্নান ২নং সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাহাকে সমর্থন করিয়া তাহার মা ফাতেমা পি,ডাব্লিউ-৩ নিরপেক্ষ সাক্ষী, পি, ডাব্লিউ-৪, মছির উদ্দিন ও পি,ডাব্লিউ-৫, মোঃ ইউনুস আলী সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সাক্ষীদের মধ্যে পি,ডাব্লিউ-৪ ও ৫ টাকা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন মর্মে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহাদের জেরায় তেমন কোন গরমিল পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন যে, ৬নং সাক্ষী টাকা প্রদানকালে উপস্থিত থাকার কথা না বলিলেও পরবর্তীতে এই সাক্ষী আসামীর বাড়ীতে টাকা ফেরত লওয়ার জন্য নিজে যায় তখন আসামী ভিকটিমের নিকট হইতে টাকা লওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার মতে সাক্ষীরা পরস্পরকে সমর্থন করিয়া ঘটনা প্রমাণ করায় আসামী দোষী সাব্যস্ত হইবে। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং পেশ করেন নাই। পক্ষান্তরে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার যুক্তিতর্ক পেশকালে বলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে বাদী এই মামলা অহেতুক আসামীকে হয়রানী করার জন্য রুজু করিয়াছেন। আসামী ঘটনার সংগে মোটেও জড়িত নহেন এবং ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতেন না।

তিনি বলেন যে, মূল অভিযোগকারী অর্থাৎ কথিত ভিকটিম আঃ মান্নান অন্যের প্ররোচনায় আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া জেলা প্রশাসক, বগুড়ার নিকট দরখাস্ত করেন এবং আসামীর অজ্ঞাতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আসামী এখন জানিতে পারিয়াছেন। তাহার আরও বক্তব্য যে, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এই মামলাটি রুজু করা হইলে ও উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এই মামলায় সাক্ষী মান্য করা হয় নাই এবং আইনানুগভাবে তদন্ত রিপোর্টটি প্রমাণিত হয় নাই। তাহার আরও বক্তব্য যে, এই মামলার বাদী (১নং সাক্ষী) ঘটনা সম্পর্কে তাহার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। কাজেই তাহার সাক্ষ্য অপ্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, ভিকটিম আঃ মান্নান তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন ১০-১-৯৪ইং তারিখে বাঁধন সিনেমা হলে অফিস কক্ষে উক্ত সিনেমা হলের মালিকের সামনে টাকা প্রদানের কথা বলেন কিন্তু তাহাকে সাক্ষী মান্য করা হয় নাই এমনকি উক্ত আঃ মান্নান আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া জেলা প্রশাসক, বগুড়ার নিকট সর্বপ্রথম যে দরখাস্ত দাখিল করেন সেই দরখাস্তে কোন সাক্ষীর নাম উল্লেখ নাই। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, কোন ব্যক্তি উক্ত টাকা প্রদানের ঘটনা দেখিয়া থাকিলে তাহার নাম অবশ্যই অভিযোগের দরখাস্তে উল্লেখ থাকিত। তাহার আরও বক্তব্য যে কথিত টাকা প্রদান করা হয় ১০-১-৯৪ইং তারিখে। ২ মাসের মধ্যে তাহাকে মালয়েশিয়া পাঠানোর কথা ধার্য ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে তাহাকে মালয়েশিয়া না পাঠানোর কারণে তিনি উহার অব্যবহিত পরে ঐরূপ অভিযোগের দরখাস্ত করিতে পারিতেন। তিনি আরও বলেন যে, ২২-১০-৯৬ইং তারিখে সর্বশেষ আসামী মতিয়ার রহমান টাকা গ্রহণ করার কথা এবং টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করার কথা দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় কিন্তু এই অস্বীকার করার পরমুহূর্তে দরখাস্ত করা হয় নাই। দীর্ঘ এক বৎসর পর সর্বপ্রথম দরখাস্ত করা হয় এবং বিলম্বের কোন কারণ দরখাস্তে উল্লেখ নাই। তাহার আরও বক্তব্য যে, সাক্ষীদের নাম সর্বপ্রথম ২৩-২-২০০০ইং তারিখে এই মামলার অভিযোগের দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়। কাজেই ঘটনার তারিখ হইতে ৪ বৎসর পর সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করার বিষয়টি যে, সাজানো তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, যেহেতু সাক্ষীরা ঘটনা জানিতেন না তাই তাহাদের নামও মূল দরখাস্তে (প্রদর্শনী-২) উল্লেখ ছিল না। কাজেই তাহারা লেনদেনের কথা বলিয়া সাক্ষ্য দিলেও উহা আইনতঃ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তদুপরি তাহাদের সাক্ষীতে এত গরমিল রহিয়াছে যাহা পরস্পর এমনকি স্ববিরোধী। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে বাদী পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করিতে আশাতীতভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন তাই তিনি আসামীকে খালাস দেওয়ার নিবেদন করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং প্রদর্শন করেন নাই।

আমি এই মামলার পি,ডাব্লিউ-১ সহকারী পরিচালক কর্তৃক অভিযোগের দরখাস্ত প্রদঃ-১, মামলার ভিকটিম (২নং সাক্ষী) মোঃ মান্নানের ২৯-৯-৯৭ইং তারিখে জেলা প্রশাসক, বগুড়া বরাবর দাখিলী দরখাস্ত প্রদঃ-২ এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ-৩ পর্যালোচনা করিয়াছি। সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্যও পর্যালোচনা করিয়াছি।

১নং সাক্ষী মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বগুড়া তাহার জবানবন্দীতে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহা আমি এই মামলার রায়ের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি ফলে উহার আর পুনরাবৃত্তি করা হইল না। এই সাক্ষী তাহার দায়ের করা আরজি এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন যাহা প্রদঃ-১ ও ১(১) চিহ্নিত করা হয়। তিনি ভিকটিম আঃ মান্নানের অভিযোগের দরখাস্ত তাং ২৯-৯-৯৭ইং প্রমাণ করেন যাহা প্রদঃ নং-২ চিহ্নিত করা হয়। তিনি সিনিয়র সহকারী কমিশনার, বগুড়া কর্তৃক দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন (যাহা তাহার মতে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত করা হয়) প্রমাণ করেন যাহা প্রদঃ নং-৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জেলায়

ডিবি বলেন, "আমার এই মামলার ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই। আমি সাক্ষীদের নিকট ঘটনার কথা শুনি নাই।" আসামী পক্ষের সাজেশনে তিনি বলেন আরজিতে সাক্ষীদের সামনে টাকা প্রদান করার কথা ও ১৫ দিন কথাও উল্লেখ নাই।

২নং সাক্ষী এই মামলার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভিকটিম আঃ মান্নান বলেন যে, ১০-১-৯৪ইং তারিখে নন্দীগ্রাম বাঁধন সিনেমা হলে অফিস কক্ষে বেলা ৩/৪ টার সময়ের ঘটনা। উক্ত সিনেমা হলের মালিকের সাথে আসামী মতিয়ার রহমানের বন্ধুত্ব ছিল। সিনেমা হলের সামনে এই সাক্ষীর পান বিড়ির দোকান ছিল। আসামী সেখানে প্রায় যাতায়াত করিত এবং তাহার দোকানেও যাতায়াত করিত। ঐ অবস্থায় আসামী তাহাকে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দেয় তখন এই সাক্ষী বলে কত টাকা লাগিবে? আসামী বলে ৮০,০০০ টাকা লাগিবে তবে ৩৫,০০০ টাকা এখন দিলে বাকী টাকা আমি দিব তুমি মালয়েশিয়া যাইয়া চাকুরী করিয়া বাকী টাকা পরিশোধ করিবে। উক্ত কথাবার্তা আমার বাড়ীতে হয়। ঐ সময়ে আমার বাবা ও মা উপস্থিত ছিল। তারিখ মনে নাই। উহা একদিন সকাল ১১টার ঘটনা।" তারপর এই সাক্ষীর বাবা জমি বিক্রয় করিয়া ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। সেই টাকা ১০-১-৯৪ইং তারিখ বেলা ৩টার দিকে সাক্ষী আবুল হোসেন, মছির উদ্দিন, ইউনুস, জাফর, আলমগীর এবং এই সাক্ষীর বাবা ও মায়ের উপস্থিতিতে মামা আবুল হোসেনের মাধ্যমে আসামী মতিয়ারকে ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করে। ঐ স্থানে আসামী ২ মাসের মধ্যে আঃ মান্নানকে মালয়েশিয়ায় পাঠাইবে বলিয়া জানায়। "২মাস পরে আমি আসামীর বাড়ীতে যাইয়া আমাকে মালয়েশিয়া না পাঠানোর কারণে টাকা ফেরত চাই কিন্তু আসামী আমাকে মারধোর করার উপক্রম করে এবং টাকা দিতে ও টাকা লওয়ার কথা অস্বীকার করে।" ফলে জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত করি। এই সাক্ষী উক্ত দরখাস্তে তাহার স্বাক্ষর প্রদান করেন যাহা প্রদঃ-২(১) চিহ্নিত হয়। জেরায় সাক্ষী বলেন যে, তাহার বক্তব্য এবং অভিযোগ তাহার দরখাস্তে (আরজিতে) লেখা ছিল। আসামীকে টাকা দেওয়ার কথা ঝন্টু জানিত। ঝন্টুকে সাক্ষী মান্য করে নাই। টাকা প্রদানের সময় হলের ভিতরে ঝন্টু উপস্থিত ছিল। টাকা দেওয়ার সময় কোন সাক্ষী উপস্থিত ছিল না এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। আসামীর টাকা ফেরত লইতে যাওয়ার দিনে এই সাক্ষী একাই ছিলেন। কোন শালিসও করেন নাই। জমি বিক্রির কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। এই সাক্ষীকে সাজেশন দেওয়া হয় তাহার দোকান ঘর রফিকুলকে ভাড়া দিতে চাহিয়া পরে অস্বীকার করিলে রফিকুল আসামীকে এই বিষয় জানাইলে আসামী তাহার উপর ক্ষুব্ধ হয় সেই কারণে মামলা করিয়াছেন কিন্তু এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। কি নোট কত টাকার দিয়াছেন মনে নাই।

৩নং সাক্ষী এই মামলার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভিকটিমের মা ফাতেমা বলেন যে, সাক্ষী মান্নান তাহার ছেলে। "একদিন রাত ১২টার সময় আসামী আমার ছেলেকে হুভায় করিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া আসে, খাওয়া দাওয়া করে, তারপর আসামী বলে মান্নানকে মালয়েশিয়া পাঠান অনেক উন্নতি হইবে।" আসামী জমিজমা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করার পরামর্শ দেয় এবং ৮০ হাজার টাকা লাগিবে বলে। জমি বিক্রয় করিয়া ৩৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করি। তারপর টাকা লইয়া সিনেমা হলে যাইয়া হলের অফিস কক্ষে তাহার স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে তাহার ছেলে টাকা প্রদান করে। "আমি হলের নীচে ছিলাম সিনেমা হলে উপর তলার অফিস কক্ষে টাকা প্রদান করে।" আসামী তার ছেলেকে মালয়েশিয়া পাঠায় নাই টাকাও ফেরত দেয় নাই। জেরায় এই সাক্ষী বলেন ১০-১-৯৪ইং তারিখে টাকা দিয়াছেন। টাকা দেওয়ার স্থানে 'আমি' ছিলাম না। 'সাক্ষী মছির আমার মামা। আমি ইংরেজী তারিখ বুঝিনা।"

৪নং সাক্ষী মছির উদ্দিন বলেন যে, ১০-১-৯৪ইং তারিখ বেলা ৩টার সময়ের ঘটনা। মান্নান তাহাকে বাসস্ট্যান্ড হইতে বাঁধন সিনেমা হলের অফিস কক্ষে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া আঃ হামিদ, ইউনুস, আবুল হোসেন ও ঝন্টুকে উপস্থিত দেখেন। মান্নান আবুল হোসেনের মাধ্যমে আসামীকে ৩৫,০০০ টাকা দেয়। কিন্তু আসামী মান্নানকে মালয়েশিয়া পাঠায় নাই এবং টাকাও ফেরত দেয় নাই। উহা লইয়া কোন শালিসও হয় নাই। জেরায় বলেন "আবুল হোসেন আমার গ্রামের লোক। মান্নান আমাকে মামা বলিয়া ডাকে, গ্রাম্য মামা। বাসস্ট্যান্ড হইতে মান্নান, ইউনুস, আবুল হোসেন একসাথে সিনেমা হলের অফিসে যাই। কি নোট কত টাকার দেয় তাহা বলিতে পারিব না।"

৫নং সাক্ষী মোঃ ইউনুস বলেন যে, ১০-১-৯৪ইং তারিখে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে মান্নান তাহাকে বলে যে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য টাকা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার সামনে (আসামীকে) টাকা দিতে চাই। তারপর এই সাক্ষী মান্নানের সাথে সিনেমা হলের অফিস কক্ষে উপর তলায় যায়। সেখানে মান্নানের বাবা ও মছির উদ্দিন ছিল। আসামী মান্নানের নিকট হইতে ৩৫,০০০ টাকা গ্রহণ করে মালয়েশিয়া পাঠানোর কথা বলিয়া কিন্তু মান্নানকে মালয়েশিয়া পাঠানো হয় নাই। জেরায় সাক্ষী বলেন টাকা লেনদেনের সময় ৫ জন লোক উপস্থিত ছিল। কত টাকার কি নোট ছিল মনে নাই।

৬নং সাক্ষী মোঃ আবু জাফর। এই সাক্ষী বলেন যে মান্নান তাহাকে অভিযোগ করিয়া বলে যে, আসামী মতিয়ার রহমান তাহাকে মালয়েশিয়া পাঠানোর নামে ৩৫,০০০ টাকা নিয়াছে কিন্তু এখনও মালয়েশিয়া পাঠাইতেছে না এবং টাকাও দিতেছে না। তারপর একদিন সে ও আলমগীর আসামীর বাড়ীতে যায় এবং টাকার কথা বলে। তখন আসামী বলে ৩৫,০০০ টাকা নহে ৩০,০০০ টাকা লইয়াছে। ৩ কিস্তিতে ২৫,০০০ টাকা দিবে আর দিতে পারিবে না। তারপর এই সাক্ষী সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মান্নানকে ঐ কথা জানায়। অতঃপর পুনরায় এই সাক্ষী মান্নানকে লইয়া ও উক্ত আলমগীরকে লইয়া আসামীর বাড়ীতে যায় কিন্ত কোন টাকা দেয় নাই। জেরায় এই সাক্ষী বলেন, "আমি টাকা লেনদেনের সময় উপস্থিত ছিলাম না। মান্নান আমার আপন মামাতো বোনের ছেলে।"

আমি এই মামলার আরজি ও মূল দরখাস্ত (প্রদঃ-১ ও ২) এবং ১ ও ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়াছি। কথিত তদন্ত রিপোর্ট এবং ৩—৬নং সাক্ষীদের রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়াছি। ১নং সাক্ষী বলিয়াছেন ঘটনা সম্পর্কে তাহার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই যাহা সত্য বটে কারণ তিনি একজন ফরমান সাক্ষী মাত্র। এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হইতেছেন ২নং সাক্ষী ভিকটিম আঃ মান্নান এবং তাহার অভিযোগের দরখাস্তে উল্লেখিত ৩/৪ জন সাক্ষী। কিন্তু তিনি তাহার ঐ দরখাস্তে ৩/৪ জনা সাক্ষী "সংখ্যা" উল্লেখ করিলেও একজন সাক্ষীর নামও দরখাস্তে উল্লেখ করেন নাই যদিও ঐ দরখাস্ত দাখিল করা হয় ঘটনার প্রায় ৩ বৎসর পর। সর্বপ্রথম ৬ জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয় প্রদঃ নং-১ এ যাহা ১নং সাক্ষী গত ২৩-২-২০০০ইং তারিখ অর্থাৎ ঘটনার প্রায় ৫/৬ বৎসর পর অত্রাদালতে দাখিল করেন এই মামলার আরজি হিসাবে। কাজেই ঘটনার ৫/৬ বৎসর পর দাখিলী দরখাস্তে সর্বপ্রথম যে সকল সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয় তাহারা আদৌ টাকা লেনদেনের ঘটনা দেখিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে এবং ঐরূপ বিলম্বের কারণে তাহাদের সাক্ষ্য আইনতঃ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। যদি তাহারা ঘটনা দেখা সম্পর্কে সাক্ষ্যও দিয়া থাকেন। তদুপরি ৩—৫নং সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ৩নং সাক্ষী ভিকটিমের মা টাকা দেওয়ার সময় সিনেমা হলের অফিস কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। ৪ ও ৫ নং সাক্ষীরা উক্ত অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভিকটিমের আরজির বক্তব্য হিসাবে বাঁধন

সিনেমা হলের মালিক ঝন্টুর উপস্থিতিতে তিনি নিজেই ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করেন কিন্তু তিনি জবানবন্দীতে বলেন তাহার মামা "আবুল হোসেনের" মাধ্যমে টাকা প্রদান করেন যাহা স্ববিরোধী বক্তব্য বটে। ৩নং সাক্ষী মছির উদ্দিনও তাই বলেন কিন্তু ৪নং সাক্ষী বলেন আসামী স্বয়ং মান্নানের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করেন। কাজেই দেখা টাকা প্রদানকালে কথিত উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য একরূপ নহে। তদুপরি টাকা লেনদেনের প্রত্যক্ষদর্শী গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হইতেছে স্বয়ং সিনেমা হলের মালিক 'ঝন্টু' এবং ভিকটিম এর মামা আবুল হোসেন যাহার মাধ্যমে টাকা প্রদান করা হয়। তাহারা কেহই এই মামলায় সাক্ষী মানিত হন নাই বা সাক্ষ্য দিতে আসেনও নাই। কেন এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদ্বয়কে সাক্ষী মান্য করা হইল না বা হাজির করা হইল না সেই মর্মে বাদী পক্ষ কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই।

ইহাছাড়া আসামী ভিকটিমকে মালয়েশিয়া পাঠানোর জন্য যে প্রথম আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার কথা বলেন তাহা ভিকটিমের বাড়ীতে হওয়ার কথা বলেন কিন্তু তাহা আরজিতে উল্লেখ নাই। এই সম্পর্কে ভিকটিম (২নং সাক্ষী) বলেন উক্ত কথাবার্তা হয় তাহার বাড়ীতেই তাহার বাবা-মায়ের সামনে একদিন সকাল ১১টায়। ভিকটিমের বাবা এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে আসেন নাই। ভিকটিমের মা (৩নং সাক্ষী) বলেন ঐ কথাবার্তার সময় সম্পর্কে বলেন "রাত্রি ১২টায়" যাহাও পরস্পর বিরোধী মূল দরখাস্তে আসামী কর্তৃক ৮০,০০০ টাকার কথা বলা নাই শুধু ৩৫,০০০ টাকা চাওয়া ও তাহাই গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রদানকালে ভিকটিম বলেন আসামী ৮০,০০০ টাকা লাগিবে বলিয়াছিলেন কিন্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন ৩৫,০০০ টাকা যাহাও স্ববিরোধীগণ সাক্ষ্য বটে।

সর্বোপরি এই মামলার প্রদর্শনী-২ দৃষ্টে দেখা যায় আসামী সর্বশেষ টাকা দিতে অস্বীকার করেন ২২-১০-৯৬ইং তারিখে অর্থ্যাৎ ভিকটিম ঐ তারিখেই জানিতে পারেন আসামী আর টাকা ফেরত দিবেন না কিন্ত ইহা জানা সত্বেও ভিকটিম সংগে সংগে কোথাও কোন অভিযোগ না করিয়া বা মামলা না করিয়া প্রায় এক বৎসর যাবত চুপ করিয়া কেন ২৯-৯-৯৭ইং সর্বপ্রথম বগুড়ার জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন সেই মর্মে বিলম্বে কোন ব্যাখ্যা ভিকটিমের উক্ত দরখাস্তে বা তাহার সাক্ষ্যতে দেখিতে পাওয়া যায় না কাজেই ২২-১০-৯৬ইং টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করার তারিখটিও মনগড়া ও বানোয়াট বলিয়া প্রতীয়মান হয় কারণ ভিকটিমও তাহার সাক্ষ্যতে ঐ তারিখটি বলেন নাই বরং ভিকটিম তাহার জবানবন্দীতেই বলিয়াছেন যে ঘটনার ২ মাসের মধ্যে তাহাকে মালয়েশিয়ায় না পাঠাইতে তিনি "২ মাস" পরে আসামীর বাড়ীতে গেলে আসামী তাহাকে মারপিট করিতে উদ্যত হয় ও টাকা অস্বীকার করেন। কাজেই আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে মালয়েশিয়ায় চাকুরী দেয়ার প্রলোভন বা প্রস্তাব দেওয়ার কথা সেই মূলে ভিকটিম কর্তৃক আসামীকে ৩৫,০০০ টাকা প্রদান করা ও মালয়েশিয়াতে কথামত না পাঠাইলে টাকা ফেরত চাহিলে টাকা দিতে অস্বীকার করার কোন ঘটনাই উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। তদুপরি কথিত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সাক্ষী মান্য না করিয়া বা হাজির না করায় কথিত তদন্ত রিপোর্টও প্রমাণিত হয় নাই। এমতাবস্থায় ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয়ের সিদ্ধান্ত বাদীপক্ষের প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩ ঃ

উপরোক্ত ১ ও ২নং বিবেচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা আসামী মোঃ মতিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইনের ২১ ও ২৩ বি ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাহাকে খালাস দেওয়া হইল এবং জামিনের দায় হইতেও অব্যাহতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
জজ, স্পেশাল কোর্ট এবং
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং- ১৫/২০০০

মোঃ জিল্লুর রহমান, পিতা-মৃত জহির উদ্দিন মিয়া,
সাধারণ সম্পাদক, পাবনা সুগার মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৪৫৪, দাশুরিয়া, ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা।—বাদী।

বনাম

এ, বি, এম, মূসফিকুর রহমান (মানু), পিতা-মোঃ মনসুর আলী,
সিনিয়র ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাসুমি, বিদ্যুৎ শাখা, ঠিকানা-ই-টাইপ বিল্ডিং, পাবনা চিনিকল কলোনী, থানা- ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা।—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইদুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৪, তারিখ ১৯-৭-২০০১

অদ্য মামলাটির অভিযোগ গঠন বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। গত ১২-৩-০১ ইং অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু অত্রাদালতের আই, আর, ও, ৮/২০০০ মামলার নিষ্পত্তি কালতক অত্র মামলার আদেশ প্রদান স্থগিত করা হয়। অদ্য উক্ত আই, আর, ও, ৮/২০০০ মামলার রায় ঘোষণা করা হইল। উহার প্রেক্ষিতে অত্র নথি অভিযোগ গঠন বিষয়ে আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

ইতিপূর্বে অত্র মামলার অভিযোগ গঠন বিষয়ে গত ১২-৩-২০০১ ইং তারিখে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইয়াছে কিন্তু অত্র মামলাটি আসামীর বিরুদ্ধে একই সময়ে দ্বৈত সদস্য পদ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করিয়া দায়ের করা হয়। আই, আর, ও, ৮/২০০০নং মামলায় দ্বৈত সদস্য পদ গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়টি জড়িত ও উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর

বক্তব্যে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত আই, আর, ও, ৮/২০০০ নং মামলায় আসামীর দ্বৈত সদস্য পদের বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আবশ্যকতা রহিয়াছে। কাজেই উক্ত মামলা নিষ্পত্তিকালে অত্র বিষয়টি সম্পর্কে গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অত্র ফৌজদারী মামলার আসামীর বিরুদ্ধে দ্বৈত সদস্য পদের অভিযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে মর্মে এতদিন অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগ গঠন বিষয় সম্পর্কিত আদেশ প্রদান স্থগিত রাখা হয়। অদ্য উক্ত আই, আর, ও ৮/২০০০ নং মামলার রায় প্রকাশ করা হইল। উক্ত আই, আর, ও, ৮/২০০০ নং মামলায় এই আসামী কর্তৃক দ্বৈত সদস্য পদ গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে উভয় পক্ষের বক্তব্য ও কাগজপত্রের ভিত্তিতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অত্র মামলার আসামী অর্থাৎ উক্ত আই, আর, ও, মামলার ০১ নং প্রতিপক্ষ রেজিঃ নং রাজ-১৪৫৪ নং ইউনিয়নের সদস্য ও সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ করায় ও তাহাকে সভাপতির পদ হইতে বহিষ্কার করিলে তিনি পরবর্তীতে রেজিঃ নং রাজ-১৮৭৬ নং ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করেন ফলে তিনি একই সময়ে রাজঃ-১৪৫৪ নং ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন না বলিয়া অদ্য উপরোক্ত আই, আর, ও, মামলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে অত্র আদালত কর্তৃক একটি দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তিকৃত মামলায় এই আসামীর দ্বৈত সদস্য পদের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অত্র ফৌজদারী মামলায় তাহার বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১ (খ) ধারার অভিযোগ গঠনের কোন উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আসামীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১ (খ) ধারার অভিযোগ গঠনের কোন উপাদান না থাকায় আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ ক ধারার বিধান মোতাবেক ডিসচার্জ করা হইল এবং তাহাকে জামিনের দায় হইতেও অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৭/২০০০

সাইফুল আলম (তরু), পিতা-মৃত আঃ ছামাদ, সাং-পশ্চিম পাড়া, থানা ও জেলা- গাইবান্ধা, সম্পাদক, বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন, গাইবান্ধা জেলা শাখা, রেজিঃ নং বি-১৬৬৫।—বাদী।

বনাম

মোঃ লাল মিয়া, পিতা-কছিম উদ্দীন, সাং-ধানগড়া, থানা ও জেলা-গাইবান্ধা।—আসামী।

প্রতনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৮, তারিখ ২৯-১০-২০০১

অদ্য মামলাটির বিচারের জন্য দিন ধার্য আছে। আসামী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী গড়হাজির আছেন এবং বাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

আসামী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। তিনি বলেন যে, এই মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে গত ৭-১১-২০০০ ইং তারিখে অভিযোগ গঠিত হয় এবং তখন হইতে এযাবৎ বহু সংখ্যক তারিখ বিচারের জন্য ধার্য হয় কিন্তু বাদী পক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে সময় লইয়া আসিতেছেন এবং প্রায় তারিখে বাদী গরহাজির থাকিয়া আসিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আসামী নিজেও একজন অসুস্থ ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। প্রতি ধার্য তারিখে তাহার পক্ষে আদালতে হাজির হওয়া কষ্টসাধ্য সত্বেও তিনি সুদূর গাইবান্ধা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। অদ্য বাদী পক্ষের দাখিলী দরখাস্তের সংগে কোন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নাই তাই তিনি অত্র মামলা খারিজ অন্তে আসামীকে অব্যাহতি দেওয়ার নিবেদন করেন। বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী পক্ষে দাখিলী দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করিলাম। অর্ডারশীট দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় অভিযোগ গঠনের পর হইতে এযাবৎ ১৩/১৪টি দিবস বিচারের জন্য ধার্য হয়। বাদী পক্ষ প্রায় ধার্য তারিখে বিভিন্ন অজুহাতে সময়ের দরখাস্ত করেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার শেষ সময়ও মঞ্জুর করা হইয়াছিল। অদ্যকার দরখাস্তের সংগে কোন মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও নাই কাজেই মামলাটির দীর্ঘ সূত্রিতা পরিহারের জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বিহীন এই দরখাস্ত বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য নহে। তাই দরখাস্ত নাকচ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

আসামী লাল মিয়াকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার বিধান মোতাবেক খালাশ দেওয়া হইল এবং জামিনের দায় হইতেও অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং- ১১/২০০১

মোঃ রেনু মিয়া, পিতা-আবদুল আওয়াল কাজি হোসেন,সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চগড় জেলা মটর পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২৬৪, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, থানা ও জেলা-পঞ্চগড়।—বাদী।

বনাম

১। ইসমাইল, পিতা-মৃত নূরুল হক, সাং-জালাশি,

২। কামাল হোসেন, পিতা-সবির উদ্দিন, সাং-মিরগড়,

৩। জশিদুল ইসলাম, পিতা-আঃ রহমান, সাং-মসজিদ পাড়া,

৪। মজিবর রহমান, পিতা-মৃত মোস্তাজ আলী, সাং-কলেজ পাড়া,

৫। সামসুল আজম, পিতা- আঃ আজিজ, সাং-রামের ডাংগা,

৬। ছানাউল্লাহ, পিতা-আলহাজ মোজাহারুল, সাং-ধাক্কামারা,

৭। আফছার, পিতা-সেরাজুল হক, সাং-রোসনাবাগ (নিউমার্কেট),

৮। আতাউর রহমান, পিতা-মৃত ইতিম উদ্দিন, সাং-সিংপাড়া,

৯। আঃ মতিন, পিতা-আঃ বারী, সাং-মিরগড়,

১০। রবিউল ইসলাম, পিতা-নজিমছার, সাং-মিরগড়, সর্বথানা ও জেলা-পঞ্চগড়—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৮, তারিখ ৮-১১-২০০১

অদ্য মামলাটির বাদী পক্ষের কাগজ দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং বাদী গড়হাজির আছেন। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। তিনি আজ বলেন যে, বাদী তাঁহার সহিত যোগাযোগ করিতেছে না এবং কোন কাগজও দাখিল করে নাই তাই তাহার আর করণীয় নাই।

নথী ও ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিলাম। দাখিলী কাগজপত্র দ্বারা অভিযোগের যথার্থতা দৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ প্রাইমাফেসী কেস দেখা যায় না তাই অত্র মামলা খারিজ করা হইল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং- ১৬/২০০০

শেখ শামীম, পিতা-শেখ আব্দুস সামাদ, সাং-কাটনারপাড়া ঠিকাদার লেন, থানা-বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া।—বাদী।

বনাম

মাকছুদুর রহমান (খুকু), সম্পাদক, দৈনিক চাঁদনী বাজার, বগুড়া।—আসামী।

প্রতিনিধিগণ। ঃ ১। জনাব এফ, ই, এম, আসাদুজ্জামান (মাখন), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব স্বপন কুমার রায় গুহ, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৬ই নভেম্বর, ২০০১

রায়

অভিযোগ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারা মোতাবেক।

অত্র মামলার অভিযোগকারী শেখ শামীম এই মর্মে অত্র আদালতে লিখিত অভিযোগ করিয়া বলেন যে, তিনি আসামীর অধীনে দৈনিক চাঁদনী বাজার বগুড়া নামক পত্রিকায় একজন স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে বিগত ১-১-৯৬ ইং তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার সংগে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। আসামী (প্রতিপক্ষ) কোন প্রকার কারণ ছাড়াই গত ১-১-৯৯ ইং তারিখে বাদীকে (দরখাস্তকারীকে) সাময়িক বরখাস্ত করেন। ইহার প্রেক্ষিতে বাদী অত্র আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক দায়ের করেন। উক্ত মামলায় অত্র আদালত বিগত ৭-১১-৯৯ ইং তারিখে বাদীর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল করিয়া প্রাপ্য বেতন ভাতাদি প্রদান করার জন্য রায় আদেশ প্রদান করেন। উহার প্রেক্ষিতে বাদী আসামীর অধীনে পুনরায় কাজে যোগদান করিলেও আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতা এমনকি বর্তমান মাসের মাসিক বেতনও প্রদান করেন নাই। বাদী ২৫-৩-২০০০ ইং তারিখে যোগদান করিয়া যোগদান পত্রে বকেয়া বেতন ভাতাদির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া ২৬-৩-২০০০ ইং তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করেন। উহার প্রেক্ষিতে ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখে আসামী বাদীকে পাওনা টাকার হিসাব লইয়া ৩ দিনের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। বাদী উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকার হিসাবসহ লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন কিন্তু তাহা সত্বেও আসামী আদালতের আদেশ অবজ্ঞা ও অমান্য করিয়া বাদীকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করেন। উহার প্রেক্ষিতে বাদী বগুড়া সদর থানায় একটি জি, ডি, করেন। বর্ণিত মতে আসামী অত্র আদালতের ৭-১১-৯৯ ইং তারিখের আদেশ বাস্তবায়ন না করায় বাদী আসামীকে গ্রেপ্তারসহ শাস্তি প্রদানের জন্য এই মামলা দায়ের করেন।

আসামী অত্র মামলায় হাজির হইয়া জামিন গ্রহণপূর্বক মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী অন্তে আসামীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয় এবং আসামীকে অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থী হন।

এই মামলার বিচারকালে বাদী পক্ষ স্বয়ং ১ নং সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং আসামী পক্ষ তাহাকে জেরা করেন। বাদীপক্ষ আর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা না করায় আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। আসামী পুনরায় নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন। সাফাই সাক্ষী দিবেন বলিয়া জানান এবং বলেন যে, "আমি বাদীকে টাকা দেওয়ার জন্য তাহাকে চিঠি দেই এবং মৌখিকভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্ত সে আমাকে হয়রানী করার জন্য টাকা না লইয়া এই মামলা করিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিয়া তাহা প্রমাণ করিব।"

বিবেচ্য বিষয়

১। আসামী মাকছুদুর রহমান (খুকু) অত্র আদালতে তাহার বিরুদ্ধে আনীত ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলার বিগত ৭-১১-৯৯ ইং তারিখের রায় ও আদেশ মোতাবেক বাদীকে তাহার চাকুরীতে পুনর্বহাল ও তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতাদি রায়ে নির্ধারিত ৩০ (ত্রিশ) দিন সময়ের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন কি না?

২। আসামী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় একত্রে গ্রহণ করা হইল। অত্র মামলার যুক্তিতর্ক পেশকালে আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়াছি। এই মামলার ১নং সাক্ষী বাদী শেখ শামীম তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি আসামীর দৈনিক চাঁদনী বাজার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে ১-১-৯৬ ইং তারিখে নিযুক্ত হন। চাকুরী করা অবস্থায় আসামী তাহাকে বিনা নোটিশে ১-১-৯৯ ইং তারিখে অফিস হইতে বাহির করিয়া দেন এবং বরখাস্ত করেন। ফলে তিনি অত্র আদালতে ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলা দায়ের করেন। তাহাতে তাহার অনুকূলে রায় হয় এবং উক্ত রায়ে তাহাকে পুনর্বহাল এবং বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। "আসামী আমাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন কিন্তু আমাকে বকেয়া বেতন প্রদান করেন নাই।" উক্ত কারণে বাদী এই মামলা দায়ের করেন এবং আসামীর শাস্তি দাবী করেন। জেরায় তিনি বলেন যে, চাকুরী হইতে অপসারণের জন্য তিনি আই, আর, ও, মামলা করেন। কোন্ খাতে কত টাকা পাইতেন তাহা খাতওয়ারী দেখান নাই ও গ্রিভান্স পিটিশনেও খাতওয়ারী দেখান নাই। "আমাকে যখন চাকুরীচ্যুত করা হয় তখন আমি সর্বমোট ১২০০/- টাকা মাসিক বেতন পাইতাম।" পাওনা টাকা বুঝিয়া লওয়ার জন্য তাহাকে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে ৩১-৫-২০০০ ও ২৩-৩-২০০০ ইং তারিখে চিঠি দেওয়া হয় ইহা সত্য নহে। ১৭-৩-২০০০ ইং

তারিখে ডাকযোগে চাকুরীতে যোগদান ও পাওনা টাকা প্রদানের জন্য তিনি পত্র দিয়াছিলেন। উহার প্রেক্ষিতে তিনি ২৬-৩-২০০০ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন ইহা সত্য। আসামীর পত্রিকাটি ওয়েজ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা এই সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। এই সাক্ষী আরও বলেন যে, "আমি যখন বেতন পাইতাম তখন ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন পাইতাম না।" টাকা গ্রহণ না করিয়া আসামীকে হয়রানীর জন্য ও অধিক টাকা আদায়ের জন্য এই মামলা করিয়াছেন এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। এই সাক্ষী রায়ের প্রেক্ষিতে ২৫-৩-২০০০ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। এই যোগদান পত্রের ফটোকপি প্রদর্শনী নং-১, ২৫-৪-২০০০ইং তারিখে বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য একটি পত্র দেন সেই পত্রের ফটোকপি প্রদঃ-২ প্রমাণ করেন। আসামী তাহাকে অতিরিক্ত টাকা দাবী করার জন্য কৈফিয়ত তলব করেন সেই কৈফিয়তের কপি তাং ৩১-৫-২০০০ইং প্রদঃ-৩ প্রমাণ করেন। উহার প্রেক্ষিতে এই সাক্ষী ৩-৬-২০০০ইং তারিখে জবাব প্রদান করেন উহার কপি দাখিল ও প্রমাণ করেন যাহা প্রদঃ-৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । উহার পর ১৩-৮-২০০০ইং তারিখে আসামী বাদীকে মাসিক বেতনের কথা উল্লেখ করিয়া একটি চিঠি দেন সেই চিঠির কপি এই সাক্ষী প্রদান করেন যাহা প্রদঃ-৫ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর বকেয়া বেতন দাবী করিয়া ১৮-৮-২০০০ইং তারিখে আর একটি চিঠি দেন সেই চিঠির কপি অত্র আদালতে প্রমাণ করেন যাহা প্রদঃ-৬ চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখিত জি, ডি কপি দাখিল করেন যাহা প্রদঃ-৭ চিহ্নিত করা হয়। বাদী তাহার জবানবন্দীতে আরও বলেন, "আমি আসামীকে বকেয়া বেতন পরিশোধ করিতে বলিলে আসামী উহা সম্পর্কে কিছু না বলিয়া শুধু মাসিক বেতনের জন্য বলেন সেই কারণে আমি কোন টাকা গ্রহণ করি নাই।" জেরায় এই সাক্ষী আরও বলেন, "আমি সর্বসাকুল্যে মাসিক ১২০০ টাকা পাইতাম। আমি ৫ম ওয়েজ বোর্ডের বগুড়া আঞ্চলিক পত্রিকার 'গ' ক্যাটাগরী মোতাবেক বেতন ভাতা মজুরী হিসাবে দাবী করিয়াছি।" পদমর্যাদা হিসাবে বাদী 'সি' ক্যাটাগরীর বেতন স্কেল পাইবেন। তাহাকে অক্টোবর/৯৮ হইতে বেতন বন্ধ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, নিয়োগ পত্রে ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেতন দেওয়া হইবে এমন কথা উল্লেখ নাই তবে স্টাফ রিপোর্টার পদে নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকায় ঐ পদের জন্য ওয়েজ বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত বেতন ভাতা পাইবেন বলিয়া এই সাক্ষী দাবী করেন। অন্য কোন সংবাদদাতা ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন ভাতা পায় কি না জানেন না। নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক ১২০০ টাকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও পুনরায় এই মামলা করা হইয়াছে এই সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী পক্ষের ১নং সাক্ষী আঃ সামাদ বলেন যে, তিনি চাঁদনী বাজার পত্রিকায় চাকুরী করেন। বাদী প্রথমে শিক্ষানবিস সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তাহাকে একটি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় এবং স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করেন। তাহার বেতন প্রথমে ৩০০ টাকা দেওয়া হয় পরে বৃদ্ধি করিয়া ১২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। এই সাক্ষী আরও বলেন যে, লোকসানের কারণে চাঁদনী বাজার পত্রিকার কোন সাংবাদিক শ্রমিক কর্মচারী কেহই ওয়েজ বোর্ড মোতাবেক বেতন ভাতা পান না আগেও পাইতেন না। আদালতের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য বাদীকে বার বার মৌখিক ও চিঠি দিয়া তাহার বকেয়া পাওনা প্রদানের জন্য তাহাকে জানানো হয় কিন্তু উহাতে বাদী কোন সাড়া দেন নাই। রায়ের পর বাদী ২৬-৩-২০০০ইং তারিখে প্রথম যোগদান করেন কিন্তু জুন/২০০০ হইতে আর আসেন না এবং এ যাবৎ আর যোগদান করেন নাই। এই সাক্ষী আসামী স্বাক্ষরিত ১০-১১-৯৯ ও ২০-৩-২০০০ইং তারিখের ২টি চিঠি প্রদঃ নং ক ও খ প্রমাণ করেন। আলোচ্য পত্রিকার বার্তা

সম্পাদক স্বাক্ষরিত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, বগুড়া বরাবর প্রেরিত একটি চিঠির কপি প্রদঃ-গ এই সাক্ষী পমাণ করেন। আসামী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাদী বরাবর ৩১-৫-২০০০ ও ৬-৮-২০০০ইং তারিখের ২টি পত্রের কপি প্রদঃ- ঘ ও ঙ এই সাক্ষী প্রমাণ করেন। চাঁদনী বাজার পত্রিকায় বাদী মাসিক বেতন ১২০০ টাকা হিসাবে বিভিন্ন তারিখে আসামীর পত্রিকার দপ্তর হইতে স্বাক্ষর করিয়া অগ্রীম গ্রহণ করেন সেই মর্মে ৪টি স্বাক্ষরযুক্ত রশিদের ফটোকপি প্রদঃ-চ সিরিজ এই সাক্ষী প্রমাণ করেন। ২৬-৩-২০০০ইং তারিখ হইতে রায় ও আদেশের প্রেক্ষিতে স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে পুনঃযোগদান অন্তে ২৬শে মে তারিখ পর্যন্ত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন (১৩ই মে হইতে ১৯শে মে পর্যন্ত অনুপস্থিত দেখা যায়) তারপর হইতে আর পত্রিকা অফিসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন নাই এই মর্মে হাজিরা খাতায় ফটোকপি প্রদঃ-ছ এই সাক্ষী প্রমাণ করেন। বাদী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি মালিকের অধীনে চাকুরী করেন তাই মালিকের নির্দেশ মত কাজ করেন। ২৪-৫-২০০১ ও ৩-৬-২০০১ইং তারিখের বাদীর দুইটি চিঠি তিনি আসামী পক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করার কথা স্বীকার করেন।

২নং সাক্ষী রাজিকুল ইসলাম আসামীর পত্রিকার ম্যানেজার বলেন যে, তিনি এক বৎসর যাবৎ এই পদে আছেন পূর্বে হিসাব রক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন তিনি বাদী শামীমকে পাওনা টাকা লওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি টাকা নেন নাই। ৩১-৫-২০০০ তারিখের চিঠিতে বাদীকে রায় অনুসারে তাহার বকেয়া পাওনা ১৯,২০০ টাকা রহিয়াছে যাহা গ্রহণ করার জন্য তাহাকে ঐ চিঠি প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি টাকা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া এই সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। লোকসানের কারণে ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করা এই পত্রিকায় সম্ভব হয় নাই। মালিক ভাল মানুষ। "আমি বেতন পাই সর্বসাকুল্যে ২০০০/- টাকা চুক্তিভিত্তিক। ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন পাইনা"। জেরায় তিনি বলেন ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণকালে তিনি এজলাশের অভ্যন্তরে বেঞ্চে বসা অবস্থায় ছিলেন। ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলার বিষয়ে তিনি জানেন। ১৬ মাসের বেতন বাবদ ১৯,২০০/- টাকা লওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯,২০০ টাকার কোন চেক ইস্যু করা হইয়াছে কি না মনে নাই।

এখন উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় বাদী আসামীর দৈনিক চাঁদনী বাজার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে চাকুরী করাকালে আসামী কর্তৃক মৌখিকভাবে বরখাস্ত হন এবং প্রাপ্য বেতন ভাতা এমনকি সাময়িক বরখাস্তকালীন জীবিকা ভাতাও তাহাকে প্রদান করা হইত না এই অবস্থায় তিনি চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং ওয়েজ বোর্ড অনুসারে পিছনের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য অত্র শ্রম আদালতের নির্দেশ প্রার্থনা করিয়া আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারা মতে ৭৪/৯৯ নং মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আসামী হাজির না হইলে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হয় এই মর্মে যে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিলপূর্বক বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং প্রাপ্য ভাতাদি বাদীকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এই প্রসংগে আসামীর বক্তব্য যে, ঐ আদেশ মোতাবেক বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইয়াছে। বাদী অবশ্য তাহার সাক্ষাতে চাকুরীতে পুনর্বহালকরণের বিষয়টি অস্বীকার করেন নাই বরং স্বীকারই করিয়াছেন। কাজেই পুনর্বহাল না করার জন্য বাদী আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা করেন নাই বরং মামলাটি করিয়াছেন এই দাবী ও অভিযোগ করিয়া যে ৭৪/৯৯ আই,আর,ও, মামলার রায় ও আদেশ মোতাবেক আসামী মামলা করার পূর্ব পর্যন্ত বা এযাবত তাহার বকেয়া বেতন ভাতা ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বাদীকে পরিশোধ না করিয়া আলোচ্য অধ্যাদেশের

৫৫ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন সেই জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হউক বাদীর এই দাবী অর্থাৎ ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন ভাতা দাবী করা বা পাওনা হওয়া বা আসামী কর্তৃক পরিশোধ না করা সম্পর্কে বাদীর দাবী ও অভিযোগ কতটুকু যৌক্তিক ও আইনানুগ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এখন তাহাই আলোচনা করিতে চাই। এই বিষয়ে প্রথমেই সিদ্ধান্ত লওয়া আবশ্যক যে, ৭৪/৯৯ নং মামলার রায়ে ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বাদীর বেতন ভাতার দাবী আমার পূর্বাধিকারী বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক কতটুকু মঞ্জুর করা হইয়াছে বা আদৌ মঞ্জুর করা হইয়াছে কি না বা বাদী ঐ মামলায় ওয়েজ বোর্ড অনুসারে তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতা সুনির্দিষ্ট অংকে দাবী করিয়াছিলেন কি না। অত্র মামলার সহিত দাখিলকৃত ৭৪/৯৯ নং মামলার নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ঐ মামলার আরজিতে বাদী ওয়েজ বোর্ডের ঘোষণা অনুসারে বেতন ভাতা পাইতেছিলেন তাহা উল্লেখ নাই বরং উল্লেখ রহিয়াছে বাদীকে ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন ভাতা না দিয়া স্বল্প টাকায় মাসিক বেতন ধার্য করিয়া তাহাই প্রদান করিতে থাকেন এবং প্রদঃ নং চ সিরিজ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বাদী মাসিক ১২০০ টাকা হিসাবে বেতন ভাতা লইয়া আসিতেছিলেন সেই অবস্থায় তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ফলে প্রমাণিত হয় বাদীর দাবীকৃত ওয়েজ বোর্ডের বেতন স্কেল বাদীর জন্য বাস্তবায়ন করা হয় নাই। ডি, ডাব্লিউ-১ এবং ডি, ডাব্লিউ-২ উভয়েই আসামীর চাঁদনী বাজার পত্রিকার কর্মচারী তাহারাও সাক্ষাতে বলিয়াছেন চাঁদনী বাজার পত্রিকাটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোন সাংবাদিক বা কর্মরত কোন কর্মচারীই ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন ভাতা পান না এবং তাহারা নিজেরাও পান না। কাজেই প্রতীয়মান হয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাদীর কথিত ওয়েজ বোর্ড আসামীর পত্রিকায় বাস্তবায়ন করা হয় নাই। ওয়েজ বোর্ড ঘোষিত বেতন ভাতা আসামীর পত্রিকায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় বা আসামী কর্তৃক বাস্তবায়ন না করা হইয়া থাকিলে শুধু বাদী নহেন উক্ত পত্রিকায় নিযুক্ত সকল রিপোর্টার/কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা এবং সেই ক্ষেত্রে তাহারা সকলেই একত্রে বা এককভাবে উক্ত রোয়েদাদ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী পেশ করার কথা অথবা আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখে (যদি বিধান থাকে) উপযুক্ত আদালতে মামলা করা আবশ্যক কিন্তু বাদী তাহা না করিয়া মাসিক নির্ধারিত ১২০০/- টাকা বেতন ভাতা গ্রহণকালে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অবস্থায় একই মামলায় ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেতন ভাতা প্রদান না করার অজুহাতে উল্লেখে তদুপরি উক্ত মামলায় ওয়েজ বোর্ডের রোয়েদাদ অনুসারে বাদী কোন স্কেলে কত টাকা বেতন ভাতা পাইতে অধিকারী ছিলেন তাহা উল্লেখ না করিয়া শুধু সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী পিছনের বেতন ভাতা দাবী করিয়া মামলাটি রুজু করিলেও আমার পূর্বাধিকারী বিজ্ঞ বিচারক তাহার ৭-১১-৯৯ইং তারিখের রায় ও আদেশে বাদীকে ওয়েজ বোর্ড অনুসারে বেতন ভাতা পরিশোধের জন্য অত্র আসামীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই। শুধু "প্রাপ্য ভাতাদী" পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই "প্রাপ্য ভাতাদী" বলিতে আক্ষরিক অর্থে বাদী যে বেতন ভাতা পাইয়া আসিতেছিলেন শুধু তাহাই বুঝাইবে ওয়েজ বোর্ডের ঘোষিত বেতন ভাতা বুঝাইবে না কারণ আদেশে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তাই আসামী যদি পরবর্তীকালে (চাকুরীতে পুর্নবহালের পর) ওয়েজ বোর্ড অনুসারে হিসাব-নিকাশ করিয়া যে অংকের টাকা দাবী করেন তাহা আসামী উক্ত রায় অনুসারে পরিশোধ করিতে এই পর্যায়ে বাধ্য নহেন যতদিন না উক্ত পত্রিকায় কর্মরত সকল সাংবাদিক ও কর্মচারীর জন্য ওয়েজ বোর্ডের বেতন ভাতা বাস্তবায়ন করা হয়। তাই দেখা যায় আসামী বাদীকে মাসিক ১২০০/- টাকার ভিত্তিতে যে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন•

তাহাই আসামী কর্তৃক বাদীকে রায়ে উল্লেখিত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইত এবং বাদী উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে সেক্ষেত্রে বাদী কর্তৃক আদালতের আদেশ অমান্য করা সম্পর্কে কোন অপরাধ হইত না। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আসামী ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলার ৭-১১-৯৯ ইং তারিখের একতরফা রায় ও আদেশ যথাসময়ে অবগত হইয়াছিলেন যে রায়ের কপি তিনি ১৮-১১-৯৯ ইং তারিখে নিজে স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও, মামলার নথিতে শামিলকৃত "প্রাপ্তি স্বীকার পত্র" (এডি কার্ড) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু তিনি বাদীকে বকেয়া পাওনা ১২০০/- টাকার ভিত্তিতে পরিশোধের কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ টাকা গ্রহণের জন্য বাদীকে সুনির্দিষ্টভাবে ৩০ দিনের মধ্যে চিঠি প্রদান বা চেক ইস্যুর মাধ্যমে ডাকযোগে বাদীর বরাবর চেক প্রদান কিছুই করেন নাই এমনকি বাদীকে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তিনি ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখের পূর্বে কোনই পদক্ষেপ নেন নাই যাহা প্রদঃ নং ৩ বা প্রদঃ নং- 'ঘ' দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তাই আসামী বাদীকে মাসিক ১২০০/- টাকার ভিত্তিতে বকেয়া বেতন ভাতা আদালতের নির্দেশ মত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদান না করায় বা প্রদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বাদী আসামী আই,আর, ও-এর ৫৫ ধারার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় তাই আসামীকে উক্ত ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করা হইল। মামলাটির সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া আসামীকে কারাদন্ড প্রদান না করিয়া জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তি করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আসামী মাকছুদুর রহমান (খুকু) (অদ্য গড়হাজির) এর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিনশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। আগামী ২০-১১-২০০১ইং তারিখের মধ্যে জরিমানার টাকা জমাদানের জন্য আসামীকে নির্দেশ দেওয়া গেল অন্যথায় কারাদন্ড ভোগের জন্য তাহাকে আত্মসমর্পন করিতে হইবে ব্যর্থতায় জেল ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হইবে। তদুপরি ৭৪/৯৯ নং আই, আর, ও মামলার রায় এবং আদেশও (মাসিক ১২০০ টাকা হারে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান) উক্ত তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করিতে হইবে অন্যথায় পরদিন হইতে প্রতিদিন একশত টাকা করিয়া জরিমানাও বাদীকে প্রদান করিতে হইবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১/২০০১

১। মোঃ আঃ সোবহান, পিতা-মৃত হুকুম আলী, সাং-উত্তর বোচাপুকুর (ফার্ম), ডাক-কহরপাড়া, থানা-ঠাকুরগাঁও সদর, শ্রমিক সরদার, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ এবং সদস্য, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ৭৮৬),

২। মোঃ সাহেব আলী, পিতা-মোঃ বুদু ব্যাপারী, সাং-সালন্দর ফার্ম, ডাক-সালন্দর চৌধুরীহাট, থানা-ঠাকুরগাঁও সদর, শ্রমিক সরদার, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ এবং সদস্য ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ডাক-ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা-ঠাকুরগাঁও।—দরখাস্তকারী (বাদী)

বনাম

১। আবদুল আলী, সভাপতি,

২। পরিমল কান্তি দাস, সাধারণ সম্পাদক, উভয়ের কর্মস্থল ঠাকুরগাঁও সুগার মিল্‌স লিঃ এবং উভয়ে প্রধান নির্বাহী, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ঠাচিক, ডাক-ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা-ঠাকুরগাঁও।—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৭, তারিখ, ১৭-৫-২০০১

অদ্য মোকদ্দমাটির অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামীদ্বয় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফিরিস্তিমূলে কাগজ দাখিল করিলেন।

অভিযোগ গঠন বিষয়ে উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। আসামীদ্বয় পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, আই,আর,ও ৭০/৯৮ নং মামলার রায় আদেশে কোন সময় নির্ধারণ নাই যে কোন্ তারিখের মধ্যে রায় কার্যকর করিতে হইবে। তাহাদের ইউনিয়নের বিভিন্ন জটিলতার কারণে রায়ের আদেশ মোতাবেক অভিযোগকারীদ্বয়কে সদস্য পদ দিতে কিছুটা বিলম্ব হইলেও অভিযোগকারীদ্বয়কে তাহাদের সদস্য পদ প্রদানের আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া গত ২-১-২০০১ তারিখে আসামীদ্বয়ের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর

লিগ্যাল নোটিশের উত্তর প্রদান করেন এবং পরদিন ৩-১-২০০১ইং তারিখে ১লা অক্টোবর, ১৯৯৯ হইতে সদস্য পদ প্রদান করা হইল মর্মে এই অভিযোগকারীদ্বয়কে লিখিতভাবে জানান এবং উহার কপি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (খামার), ঠাচিককে, তদুপরি বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ সাইফুর রহমান খান (রানা)-কে প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, আসামীদ্বয় কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা বিজ্ঞ আইনজীবীর লিগ্যাল নোটিশের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে গ্রহণ করা হয় যখন পর্যন্ত অভিযোগকারীদ্বয় কর্তৃক অত্র মামলা আনয়ন করার বিষয় আসামীদ্বয় জানিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, আসামীদ্বয় "১৯-১-২০০১ ইং তারিখে" এই মামলার সমন প্রাপ্ত হইবার পর মামলা সম্পর্কে সর্বপ্রকার অবগত হন এবং গত ৩০-১-২০০১ ইং তারিখে এই মামলায় হাজির হন। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে বাদীদ্বয় কর্তৃক মামলা আনয়ন করার তারিখেই ও তার পরদিনই তাহাদের সদস্য পদ প্রদান করার বিষয় অবহিত করায় আদালতের রায় অমান্য করার কোন উপাদান এই মামলায় নাই তাই তিনি ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীদ্বয়কে অব্যাহতি প্রদানের নিবেদন করেন।

পক্ষান্তরে বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয় বলেন যে, মামলার রায়ের আদেশে "কোন্ তারিখের মধ্যে" সদস্য পদ প্রদান করিতে হইবে তাহা উল্লেখ নাই। তবে তিনি বলেন এইরূপ উল্লেখ না থাকিলেও দ্রুত সদস্য পদ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার কোন নিদর্শন আসামীদ্বয় দেখান নাই এবং লিগ্যাল নোটিশের প্রেক্ষিতেই আসামীদ্বয় বাদীদ্বয়ের সদস্য পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাহা মামলা দায়েরের দিনেই অর্থাৎ ২-১-২০০১ এবং ৩-১-২০০১ ইং তারিখে। বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য স্বীকার করেন যে, এই সিদ্ধান্তের কপি তাহারা যথাসময়ে পাইয়াছেন। তথাপি তাঁহার মতে বিলম্বের সন্তোষজনক কারণ না থাকায় বরং রায় বাস্তবায়নে নীতিগতভাবে কোন আপত্তি নাই উল্লেখ করায় উহা আদালত অবমাননার সামিল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, তাই চার্জ গঠন করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, চার্জ গঠন করা সম্ভব না হইলে একটি সতর্কীকরণ ভাষাসহ আসামীদ্বয়কে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি বাদী পক্ষে ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র, মূল অভিযোগের দরখাস্ত এবং আসামী পক্ষেও ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিলাম যাহাতে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করেন যে আই, আর,ও-এর ৫৪ ও ৫৫ ধারায় অত্র মামলাটি আদালতের রায় অমান্য করার জন্য আনয়ন করা হয় এবং উক্ত রায়ের আদেশের বাদীদ্বয়কে কোন্ তারিখের মধ্যে ইউনিয়নের সদস্য পদ প্রদান করিতে হইবে তাহাও উল্লেখ নাই। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় আসামীদ্বয়ের উপর রায় বাস্তবায়নের "সময় ভিত্তিক" কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় নাই। বাদীদ্বয়ের লিগ্যাল নোটিশের প্রেক্ষিতে দেখা যায় ২৬-১২-২০০০ ইং তারিখের মধ্যে বাদীদ্বয়কে সদস্য পদ প্রদান করা না হইলে আসামীদ্বয় সদস্য পদ দিতে ইচ্ছুক নহেন গণ্য করিয়া রায় অমান্যের জন্য উক্ত ২৬-১২-২০০০ তারিখ নির্ধারণ করিয়া দেন কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে আসামীদ্বয়-বাদীদ্বয়কে সদস্য পদ প্রদান করার সিদ্ধান্ত না করিলে ও মামলা দায়েরের তারিখে অর্থাৎ ২-১-২০০১ ইং তারিখে সদস্য পদ প্রদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া রেজিস্টার্ড ডাকযোগে সেই চিঠি পাঠানো হয় যাহা পোষ্টাল রশিদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় এবং বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন তদুপরি "১-১০-৯৯" ইং তারিখ হইতে সদস্য পদ প্রদান করা হইল মর্মে বাদীদ্বয়কে লিখিতভাবে জানান হয় এবং তন্মর্মে ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা ও ভর্তি ফি কর্তন করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষকে এবং লিগ্যাল নোটীশ প্রদানকারী বিজ্ঞ আইনজীবীকে আসামী পক্ষ উহার কপি প্রদান করেন। কাজেই দেখা যায় মামলাটি দায়ের এবং আসামী পক্ষের

গৃহীত ব্যবস্থা একই সময়ে ঘটে যখন আসামীদ্বয় মামলা দায়ের সম্পর্কে জানিতেন না। আসামীদ্বয় সর্বপ্রথম মামলা সম্পর্কে জানিতে পারেন ১৯-১-২০০১ ইং তারিখে যাহা সমন জারীর প্রতিবেদন হইতে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় দেখা যায় এই মামলা দায়েরের বিষয় জানার পূর্বেই অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ ও তার পরদিনেই বাদীদ্বয়ের সদস্য পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত বাদীদ্বয়কে জানাইয়া দেওয়ায় আমি মনে করি উপরোক্ত আলোচনা ও ফাইন্ডিংস-এর প্রেক্ষিতে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত ধারায় চার্জ গঠনপূর্বক বিচার অনুষ্ঠান করা হইলেও উক্ত ধারায় উল্লেখিত শাস্তি দেওয়ার মত ঘটনা প্রমাণ করার কোন আইনসংগত কারণ পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করার মত বিবেচনাযোগ্য কোন উপাদান এই মামলায় এই অবস্থায় নাই। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বাদী পক্ষ হইতে দাখিলী ২০-৫-১৪০৭ বাং তারিখের আসামীদ্বয় কর্তৃক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের নিকট প্রেরিত পত্রে "রায় বাস্তবায়নে আমাদের কোন নীতিগত আপত্তি নাই" এই কথা আদলতের রায় বাস্তবায়নের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট দেখায় না কিন্তু পরবর্তীকালে আসামীদ্বয় কর্তৃক বাদীদ্বয়ের সদস্য পদ এই মামলা দায়েরকালে প্রদান করায় উক্ত বক্তব্য রায় অবমাননা হিসাবে গ্রহণ করা কঠোরতার সামিল হইবে বলিয়া আমি মনে করি। তাই আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা আইন ও ন্যায়সংগত হইবে না বিধায় তাহাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আসামী ১। আবদুল আলী ও ২। পরিমল কান্তি দাসকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ ক ধারা মোতাবেক অব্যাহতি দেওয়া হইল এবং তাহাদেরকে জামিনের রায় হইতেও অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

স্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৪/২০০০

মোঃ মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর জেলা ট্রাক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২৪৫, প্রধান কার্যালয়-পৌর বিপনী কেন্দ্র, কালিতলা, দিনাজপুর—বাদী।

বনাম

১। মোঃ মুসা মুন্সী, পিতা-মৃত মহির উদ্দিন মুন্সী, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর,

২। মোঃ আব্দুল হাই রানা, পিতা-মৃত ফরিদ উদ্দিন, সাং-চন্ডিপুর,

৩। মোঃ লিয়াকত আলী, পিতা-মোঃ রমজান আলী, সাং-ধরন্দা,

৪। মোঃ মাহমুদুল চৌধুরী, পিতা-ফকরুল্লা চৌধুরী, সাং-মধ্য বাসুদেবপুর,

৫। মোঃ মজনু, পিতা-মোঃ শোকটা মিঞা, সাং-ধরন্দা,

৬। মোঃ সোহরাব, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, সাং-চন্ডিপুর,

৭। মোঃ আজাহার, পিতা-মোঃ আব্বাস আলী, সাং-মধ্য বাসুদেবপুর,

৮। মোঃ নেসার মুন্সী, পিতা-মৃত সাজিউর রহমান, সাং-মুন্সীপাড়া,

৯। মোঃ টুকু, পিতা-মৃত আবেদ আলী, সাং-ধরন্দা,

১০। মোঃ সহিদুল ইসলাম, পিতা-মৃত মহির, সাং-ধরন্দা,

১১। মোঃ মাহবুর রহমান, পিতা-মৃত সাইফুদ্দিন, সাং-মুন্সীপাড়া,

১২। মোঃ লুৎফর রহমান, পিতা-মৃত নুর মোহাম্মদ, সাং-পলিপাড়া,

১৩। মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিতা-মৃত আখের আলী, সাং-দক্ষিণ বাসুদেবপুর,

১৪। মোঃ শাহজামাল মল্লিক, পিতা-হাসান আলী মল্লিক, সাং-ধরন্দা,

১৫। মোঃ খলিলুর রহমান মাষ্টার, সাং-মধ্য বাসুদেবপুর,

১৬। মোঃ আবজাল হোসেন চৌধুরী, পিতা-মৃত রজিব উদ্দিন, সাং-ভিকপুর পাঁচবিবি,

১৭। মোঃ কায়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত রিয়াজ, সাং-চন্ডিপুর,

১৮। মোঃ ফুজা মুন্সী, পিতা-মৃত মহির উদ্দিন, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর,

১৯। মোঃ শাহাদৎ, পিতা-গোলাম রহমান, সাং-পলিপাড়া,

২০। মোঃ টুলু, পিতা-মুসা মুন্সী, সাং-ধরন্দা,

২১। মোঃ ইসাহাক, পিতা-মৃত সাবের, সাং-ধরন্দা,

২২। মোঃ রবিউল মল্লিক, পিতা-মৃত বজলার মল্লিক, সাং-উত্তর বাসুদেবপুর,

২৩। মোঃ জুলমত আলী, পিতা-মৃত মফিজ সরকার, সাং-ধরন্দা,

২৪। আঃ রাজ্জাক, পিতা-মৃত আজিমুদ্দিন, সাং-ধরন্দা,

২৫। মোঃ মুকু সেখ, পিতা-মৃত সাহার, সাং-ধরন্দা,

২৬। মোঃ কুদ্দুস সেখ, পিতা-মোঃ দিলবর সেখ, সাং-ধরন্দা,

২৭। মোঃ জিনাত, পিতা-মৃত দেছের মন্ডল, সাং-ধরন্দা,

২৮। মোঃ আজিজ লসকর, পিতা-মৃত মাহাতাব লসকর, সাং-ধরন্দা,

২৯। মোঃ রাজিব, পিতা-মৃত রহমত, সাং-ধরন্দা,

৩০। মোঃ রিয়াজ মন্ডল, পিতা-আমির উদ্দীন, সাং-দক্ষিণ বাসুদেবপুর,

৩১। মোঃ নাসির মন্ডল, পিতা-মমতাজ মন্ডল, সাং-মাষ্টার পাড়া,

৩২। মোঃ খালেক মন্ডল, পিতা-মৃত আজিমুদ্দিন মন্ডল, সাং-সি,পি, রোড,

৩৩। মোঃ মতিন, পিতা-মৃত বাকী মন্ডল, সাং-মুহড়া পাড়া,

৩৪। মোঃ রফিক হাবিলদার, পিতা-মৃত হায়েজ উদ্দিন, সাং-মুহড়া পাড়া,

৩৫। মোঃ জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত আবেদ আলী, সাং-ধরন্দা,

৩৬। মোঃ আলম, পিতা-মৃত জিন্নাত মন্ডল, সাং-ধরন্দা,

৩৭। মোঃ এনামুল, পিতা-মৃত হাকিম মাস্টার, সাং-মধ্য বাসুদেবপুর,

৩৮। মোঃ আসলাম, পিতা-মোঃ আজাহার, সাং-চন্ডিপুর,

৩৯। মোঃ আজগর মোল্লা, পিতা-আহাদ আলী মোল্লা, সাং-ধরন্দা,

৪০। মোঃ বাহার মোল্লা, পিতা-মোঃ আকবর মোল্লা, সাং-ধরন্দা,

৪১। মোঃ ছাত্তার, পিতা-মোঃ হযরত আলী, সাং-ধরন্দা,

৪২। মোঃ সিরাজ উদ্দিন, পিতা-মৃত আজিম উদ্দিন, সাং-ধরন্দা,

৪৩। মোঃ আলম বাটারি, পিতা-মোঃ রহিম উদ্দিন বাটারি, সাং-ধরন্দা,

৪৪। মোঃ আমিন, পিতা-আব্দুল্লা, সাং-ধরন্দা,

৪৫। মোঃ আলী হোসেন, পিতা-আকরাম আলী, সাং-ধরন্দা,

সর্বথানা-হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর।—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৭-৫-০১

অদ্য মোকদ্দমাটির অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। ১, ২, ১৩, ১৫, ১৬, ২৪, ২৮ ও ৪১ নং আসামীগণ গড়হাজির আছেন এবং নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। অন্যান্য আসামীগণ কোর্টে হাজির আছেন এবং হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। বাদী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে চাঁদার রসিদ ও ট্রাক ভাড়ার রসিদ (আট প্রস্থ) দাখিল করিলেন।

অভিযোগ গঠন বিষয়ে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। বাদী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্য পেশকালে স্বীকার করিয়া বলেন যে, এই মামলার আরজি তিনি নিজে দাখিল করেন নাই তিনি পরবর্তীকালে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, আরজিতে কোন আসামীর বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ বর্ণনা করা হয় নাই এবং আসামীদের

পরিচয়ও আরজিতে উল্লেখ নাই। তাঁহার বক্তব্য যে, ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র দৃষ্টে উহা সত্বেও অভিযোগ গঠন করা যাইতে পারে। বিচারকালে বাদী পক্ষ আরও কাগজপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে আসামীদের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে আই, আর, ও-এর ৫৬, ৬১ (খ) ও ৬২ ধারা মোতাবেক মামলা রুজু করা হইয়াছে কিন্তু কোন্ আসামী কোন্ ধারায় কি অপরাধ করিয়াছে তাহা উল্লেখ নাই আরজিতে শুধুমাত্র ৪টি ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামীরা ঐ সকল ইউনিয়নের সদস্য বলিয়া আরজিতে দাবী করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, উল্লেখিত ইউনিয়ন-সমূহের নাম হইতেই প্রতীয়মান হইবে যেরূপ অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে দাবী ও চাপানের চেষ্টা করা হইয়াছে সেরূপ কার্যক্রম আইন ও সাংবিধানিকভাবে উক্ত ইউনিয়নের সদস্য বা কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদন করার ক্ষমতা রহিয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আরজিতে বাদীর ইউনিয়নের সদস্যদের নিকট হইতে আসামীগণ কর্তৃক অবৈধভাবে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ করা হইলেও কোন্ সদস্যের নিকট হইতে কোন্ আসামী কোথায়, কবে চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন এমন কথা আরজিতে উল্লেখ নাই এবং ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজগুলির মধ্যে ১ ও ২ নং ক্রমিকের কাগজ ব্যতীত অন্য কোন কাগজে চাঁদা আদায়ের বিষয় উল্লেখ নাই। শুধুমাত্র ১ ও ২ নং ক্রমিকের রসিদ দুইটি চাঁদা আদায়ের রসিদ হইলেও উহার একটিতে চাঁদা আদায়কারীর স্বাক্ষর নাই এবং অন্যটিতে আদায়কারীর অস্পষ্ট অনুস্বাক্ষর থাকিলেও উহা কোন্ আসামীর প্রদত্ত রসিদ তাহা উল্লেখ নাই বা কোন্ সদস্যের নিকট হইতে উক্ত চাঁদা জোরপূর্বক আদায় করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ নাই। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে কোন আসামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬,৬১ (খ) ও ৬২ ধারায় অভিযোগ গঠনের মত কোন উপাদান না থাকায় বা আসামীগণের কেহই ঐরূপ ঘটনা না ঘটায় তিনি আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়ার নিবেদন করেন।

আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার আরজি (নালিশের দরখাস্ত) ও অন্য ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র বিশদভাবে পর্যালোচনা করিলাম। নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ঃ

(১) এই মামলার আরজিতে কোন্ আসামী কোন্ ইউনিয়নের সদস্য আসামীর কলামে তাহাদের নামের সংগে তাহা উল্লেখ নাই এমনকি আরজি শর্তেও উল্লেখ নাই ;

(২) কোন্ আসামী বাদীর ইউনিয়নের কোন্ সদস্যের নিকট হইতে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ নাই এবং কোন্ তারিখ কতটার সময় চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ নাই। তদুপরি কোন্ আসামী বাদী ইউনিয়নের সাংবিধানিক কাজে কি প্রকার বাধা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ নাই। এমনকি চাঁদা আদায়ের ঘটনার ক্ষেত্রও (Place of occurrence) আরজিতে বর্ণণা করা হয় নাই ; এবং

(৩) ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্রগুলির মধ্যে ২টি মাত্র চাঁদা আদায়ের রশিদ এবং ৩—৮ নং ক্রমিকের রশিদগুলি "ট্রাক ভাড়া" আদায়ের রশিদ। আরজিতে উল্লেখিত বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-১৬৬৫, বাংলাদেশ ট্রাক বন্দোবস্তকারী শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং বি-১৭৬৮, বাংলাদেশ ট্রাক পরিবহণ শ্রমিক

ইউনিয়ন রেজিঃ নং বিঃ-১৮৬৮ এবং বাংলাদেশ সংযুক্ত ট্রাক বন্দোবস্তকারী শ্রমিক ফেডারেশন ইত্যাদি ইউনিয়ন ও ফেডারশনের নাম হইতে প্রতীয়মান হয় তাহাদের প্রধান কাজ হইতেছে ট্রাক ভাড়াকারী ও ট্রাক চালকদের মধ্যে ভাড়া নির্ধারণ করা এবং সেই মর্মে রশিদ প্রদান করা। কাজেই এইরূপ ভাড়ার রসিদ দ্বারা তাহারা কোন আইন বহির্ভূত বা সংবিধান বহির্ভূত কাজ করিয়াছেন তাহা প্রতীয়মান হয় না। তদুপরি ঐ সমস্ত রসিদে উল্লেখিত ট্রাকের নম্বরে ও ড্রাইভারদের নাম আরজিতে উল্লেখ নাই। এমনকি ভাড়া বাদে অতিরিক্ত কত টাকা চাঁদা হিসাবে জোরপূর্বক বা অবৈধভাবে আদায় করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ নাই।

ফিরিস্তির ১ ও ২ নং ক্রমিকের রসিদে দেখা যায় ১০+১০ টাকা চাঁদা আদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। উহার প্রথমটিতে আদায়কারী হিসাবে কোন আসামীর নাম স্বাক্ষর নাই। সাধারণ সম্পাদকের নামের সীল ব্যবহার করা হইলেও আরজিতে উক্ত সাধারণ সম্পাদকের নাম উল্লেখ নাই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়টিতে আদায়কারীর স্বাক্ষর করিলেও উহা কোন্ আসামীর স্বাক্ষর তাহা আরজিতে উল্লেখ নাই। এমনকি বাদীর ইউনিয়নের কোন্ সদস্যের নিকট হইতে ঐ চাঁদা আদায় করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ নাই।

বাদী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য পেশকালে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া বলেন যে, কোন আসামী অন্য ইউনিয়নের সদস্য তাহা আরজিতে উল্লেখ নাই এবং উহা ত্রুটিপূর্ণ বটে। এমতাবস্থায় উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ বাদীর ফিরিস্তির ৩—৮ নং ক্রমিকের কোনটিই জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের রসিদ না হওয়ায় এবং ১ ও ২ নং ক্রমিকের কাগজদ্বয় দ্বারা এই মামলার মোট ৪৫ জন আসামীর মধ্যে কোন্ আসামীদ্বয় বাদীর ইউনিয়নের কোন্ সদস্যের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়াছেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় আমি মনে করি অত্র মামলার আসামীগণের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬, ৬১(খ) ও ৬২ ধারার অভিযোগ গঠনের মত আরজিতে বা দাখিলী কাগজপত্রে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকায় অর্থাৎ অভিযোগ গঠনের আবশ্যকীয় উপাদান না থাকায় কোন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা আইন ও ন্যায়সংগত হইবে না। তাই তাহারা সকলেই আইনতঃ অব্যাহতি পাইতে হকদার।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার কোন আসামীর বিরুদ্ধে আই, আর, ও, এর ৫৬,৬১(খ) ও ৬২ ধারার বিধান মোতাবেক অভিযোগ গঠনের মত কোন উপাদান না থাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ ক ধারার বিধান মোতাবেক তাহাদের সকলকে ডিসচার্জ করা হইল এবং সকলকে জামিনের দায় হইতেও অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৬/৮৯

মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, পিতা-মোঃ ছফর উদ্দিন মিয়া,
সাং রহমতগঞ্জ-২, উপজেলা-সিরাজগঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী (বাদী)।

বনাম

১। মোঃ আব্দুর রব মিয়া, প্রাক্তন জি, এম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা-400 South Berendo Street, A.P.T.-115 Los Angeles.C.A. 90020,U.S.A.

২। মোঃ তারাব আলী (প্রাক্তন এ, জি, এম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, বর্তমানে আঞ্চলিক পরিচালক, স্টুডেন্ট স্পোর্ট সার্ভিসেস, বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার গাজীপুর সদর-১৭০৫।—আসামীদ্বয়।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনার সাইফুর রহমান খান, বাদীপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৬, তারিখ-২৯-৪-২০০১

অদ্য মোকাদ্দমাটির প্রতিবেদনের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। সমনের প্রতিবেদন আসে নাই। বাদীর নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া অত্র মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার জন্য অনুমতি চাহিয়া একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। বাদীর শপথনামা গ্রহণপূর্বক জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। বাদীর দাখিলী দরখাস্ত এবং গৃহীত জবানবন্দী ও নথি পর্যালোচনা করিলাম। বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। বাদীর দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র ফৌজদারী মামলা বাদী চালাইতে অনিচ্ছুক হেতু ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারার বিধান মোতাবেক উঠাইয়া লওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র মামলার আসামীদ্বয়কে খালাস দেওয়া হইল। ইস্যুকৃত সমন ফেরত তলব করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-২/২০০১

মোঃ আঃ সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-বি-৯৬৮, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রাজশাহী।—বাদী।

বনাম

১। মোঃ রফিকুল ইসলাম তোতা, পিতা-আঃ আজিজ, প্রাক্তন সভাপতি, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, সাং-কাজলা, থানা-মতিহার,

২। মোঃ সাদেকুল ইসলাম, পিতা-আঃ কাদের, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, সাং- রানীনগর, থানা-বোয়ালিয়া,

৩। মোঃ আঃ সামাদ, পিতা-আলী আহম্মদ, প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ, রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, সাং-কাজিহাটা, থানা-রাজপাড়া, সর্বজেলা-রাজশাহী—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-১৪, তারিখ-১১/১০/২০০১

অদ্য মামলাটির আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামীগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

অভিযোগ গঠন বিষয়ে আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছি। আসামী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই আসামীগণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কারণে অভিযোগ গঠিত হইবে না ঃ

১। একই অভিযোগের ভিত্তিতে এই আসামীত্রয়ের মধ্যে ১ও ২ নং আসামীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অত্রাদালতে ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলা রুজু করা হইলে উহা অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানীকালে অভিযোগ গঠনের কোন উপাদান না থাকায় আসামীদ্বয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয় কাজেই ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৩ ধারার বিধান মোতাবেক পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আইনতঃ মেইনটেইনেবল নহে।

২। আসামীগণের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১ ধারা মোতাবেক এই মামলা রুজু করিয়া বলা হয় আসামীগণ ১০-১-৯৬ হইতে ১৫-২-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ দাখিল না করায় আসামীগণ ৭,৬৩,৫৭৫/- টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে অভিযোগের দরখাস্তে উল্লেখ করায় একই সংগে ১ বৎসরের অধিককাল সময়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকায় উহা ফৌজদারী কার্যবিধির ২২২(২) উপধারার বিধান

মোতাবেক আইনতঃ মেইনটেইনেবল নহে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে এইরূপ ক্ষেত্রে কোন চার্জ গঠিত হইবে না। এমতাবস্থায় তিনি তাহাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার নিবেদন করেন। তিনি তাহার উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ১৪ ডি, এল, আর, (এস,সি) পৃষ্ঠা-৯৭(১৯৬২) আবুল হোসেন বনাম সুয়ালাল আগরওয়ালা, ৩৭ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-১১২ নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র এবং ৭ বি, এল, ডি, পৃষ্ঠা-৪১৩ আবদুল মজিদ বনাম রাষ্ট্র মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন। পক্ষান্তরে বাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হইবার যথেষ্ট উপাদান এবং আইনগত অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যে বলেন যে, ইতোপূর্বে অত্র আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলা আনয়ন করা হইলেও উহার বাদী ছিলেন রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী। উক্ত মামলার বিষয় সম্পর্কে বাদী ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা কোন কিছুই অবহিত ছিলেন না এবং বাদী ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তাকে ঐ মামলায় সাক্ষীও মান্য করা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, অত্র মামলা দায়েরের পর আসামীগণের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার বাদী পক্ষ ঐ মামলার বিষয়ে সর্বপ্রথম অবগত হইয়াছেন। তাঁহার আরও বক্তব্য যে, আসামীগণ বাদী ইউনিয়নের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তাহারা ১৯৯৬ হইতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের বাদী ইউনিয়নের কোন আয়-ব্যয়ের হিসাব ইউনিয়নের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন নাই সেই জন্য তাহাদেরকে বহিস্কার করা হয় এবং বারবার চিঠি লেখা সত্ত্বেও তাহারা ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের কাগজপত্র যথা ক্যাশ বহি, রেজুলেশন বহি, অডিট রিপোর্ট কোন কিছুই দাখিল করেন নাই। তাহার আরও বক্তব্য যে, ইহার প্রেক্ষিতে বাদীর ইউনিয়ন স্ব-উদ্যোগে ইউনিয়নটির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ স্বীকৃত চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া জানা যায় আসামীগণ ১৪-১-৯৬ হইতে ১৮ই জুলাই, ৯৯ পর্যন্ত সময়ে ৭,৬৩,৫৭৫/- টাকা অননুমোদিত ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছেন যাহা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নও জানিতেন না। তাঁহার আরও বক্তব্য যে, ইহা ছাড়াও ট্রাক হইতে কল্যাণমূলক আয় ও লেভী বাবদ আনুমানিক ২০,০০,০০০/- টাকা আসামীগণ আত্মসাৎ করিয়াছেন কাজেই উক্ত আত্মসাতের মাধ্যমে আসামীগণ রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সাধন করিয়াছেন ফলে বাদী রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ইউনিয়নের পক্ষে এই মামলা আই, আর, ও এর ৬১ ধারার বিধান মোতাবেক আনয়ন করিয়াছেন। বাদী ইউনিয়ন যেহেতু আসামীগণ কর্তৃক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে সেই কারণে বাদীর ইউনিয়নের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা ব্যতীত আসামীদের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আনীত মামলার কারণে বাদী ইউনিয়নের মামলা করার অধিকার খর্ব হইবে না। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, উল্লেখিত মামলায় অত্র মামলার বাদী পক্ষভুক্ত না থাকায় বা কোন সাক্ষী না হওয়ায় ঐ মামলায় অব্যাহতি আদেশের প্রেক্ষিতে আসামীগণ অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। তাঁহার আরও বক্তব্য যে, ঐ মামলাটিতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হয় নাই এমনকি উহা মেরিটেও নিষ্পত্তি করা হয় নাই তদুপরি ঐ মামলার আরজির বিষয়বস্তু ও বর্তমান মামলার আরজির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ এক নহে। উহা মামলা রুজু করা হইয়াছিল যথাসময়ে আসামীগণ কর্তৃক বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না হওয়ায় এবং আসামীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট মোতাবেক আসামীগণ কর্তৃক ইউনিয়নের তহবিল তসরূপের ভিত্তিতে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদর্শিত রুলিং এই মামলায় প্রযোজ্য হইবে না বরং অত্র আদালতে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আনীত ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলায় আসামীগণ অব্যাহতি পাওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কারণে আসামীদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের করা বেআইনী হইবে না। এই প্রসংগে তিনি ৩৬ ডি, এল,আর, (এডি) পৃষ্ঠা-৫৮-৬৯ (আব্দুস সালাম বনাম রাষ্ট্র) মামলার রলিং (প্যারা-১১) উদ্ধৃত করেন। বিজ্ঞ আইনজীবীর আরও বক্তব্য যে, আসামীগণ ১৯৯৬

হইতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বহি, রেজুলেশন বহি ইত্যাদি বহুবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়নের অফিসে জমা না দেওয়ায় আসামীগণ কোন্ সালে কত টাকা কিভাবে আয়-ব্যয় করিয়াছেন বা কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন উহা বৎসরওয়ারী বিভাজন করিয়া দেখানো সম্ভব হয় নাই সেই কারণের জন্যই আসামীগণ দায়ী। তাঁহার মতে আসামীদের বিরুদ্ধে আই, আর, ও , এর ৬১ ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠনের উপাদান বিদ্যমান থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইবে।

অমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক, প্রদর্শিত রুলিং এবং অত্র আদালতের ইতোপূর্বে নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলার নথি তথা উক্ত মামলার অব্যাহতি আদেশ তারিখ ২-৭-২০০০ পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার আরজি ও ফৌজদারী মামলা নং ৮/৯৯ এর আরজিও পর্যালোচনা করিলাম। উভয় মামলার নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলার বাদী ছিলেন রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এবং আসামী ছিলেন বর্তমান মামলার ১ ও ২ নং আসামী। উক্ত মামলার আরজি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় বর্তমান মামলার বাদী বা রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের কাহাকেও সাক্ষী হিসাবে দেখানো হয় নাই। উক্ত ৮/৯৯ নং মামলার আরজি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বাদীর দপ্তরে ১ ও ২ নং আসামী ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের যে অডিট রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে কতিপয় অনিয়ম উল্লেখ থাকে এবং বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন উক্ত অনিয়মকে ইউনিয়নের তহবিল তছরুপ বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের অডিট রিপোর্ট অনুসারে কত টাকা তহবিল তছরুপ করিয়াছিলেন্ তাহা আরজিতে উল্লেখ ছিলনা এমনকি কোন টাকার অংকই আরজিতে উল্লেখ ছিলনা এবং কোন্ আসামী কত টাকা তহবিল তছরুপ করিয়াছেন এবং কি কি বাবদ কত টাকা তাহারও উল্লেখ ছিল না । সেই কারণে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে আই, আর, ও, এর ৬১ ধারার অভিযোগ গঠন করা সম্ভব হয় নাই জন্য অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানী অন্তে আসামীদ্বয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উক্ত অব্যাহতির আদেশ কোন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হয় নাই। কাজেই দেখা যায় আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার উপাদান না থাকায় অত্র আদালত কর্তৃক অব্যাহতি দেওয়ার কোন বিকল্প ছিল না। বর্তমান মামলার বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন নহেন। এই মামলায় বাদী হইতেছেন রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি ইউনিয়নের পক্ষে আসামীদের বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করেন। অত্র মামলার আরজিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ১ ও ২ নং আসামী রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ৩নং আসামী ১০-১-৯৬ ইং তারিখে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কিন্তু উক্ত তারিখের পর তাহারা এই মামলা দায়েরকাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সাধারন সভায় দাখিল করেন নাই বা অডিট রিপোর্টও করেন নাই। ফলে বাদী পক্ষ ইউনিয়নের পক্ষে চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট এস, কে, বড়ুয়া এন্ড কোং কর্তৃক ১০-১-৯৬ হইতে ১৮ই জুলাই/৯৯ পর্যন্ত সময়ে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করানো হয় যে রিপোর্টে অননুমোদিত ভাউচার হিসাবে ৭,৬৩,৫৭৫/- টাকা আসামীগণ আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। ইহা ছাড়াও ইউনিয়নের ট্রাক হইতে কল্যাণ মূলক আয় ও লেভী বাবদ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ইউনিয়নের দপ্তরে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করার কথা উল্লেখ করা হয় এবং সেই কারণে আই, আর, ও এর ৬১ ধারা মোতাবেক এই মামলা দায়ের করা হয়। কাজেই আসামীগণ কর্তৃক প্রকৃত পক্ষে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করা হইয়া থাকিলেও উহা দ্বারা ৮/৯৯ নং ফৌজদারী মামলার বাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা নহে বরং বর্তমান মামলায় বাদী ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এই মামলার বাদী বা ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য কর্তৃক ফৌজদারী ৮/৯৯ নং মামলা রুজু না হওয়ায় বা তাহারা ঐ মামলায় কোন সাক্ষী না

থাকায় ঐ মামলায় উপরে উল্লেখিত কারণে আসামীগণ অব্যাহতি পাইলেও বর্তমান মামলায় আনীত অভিযোগ উপযুক্ত অভিযাগকারী কর্তৃক দায়ের হওয়ায় বর্তমান মামলা আসামীদের বিরুদ্ধে আইনতঃ মেইনটেইনেবল বলিয়া বাদী পক্ষের দাখিলী রুলিং ৩৬ ডি, এল, আর, (এডি) পৃষ্ঠা-৬৮, প্যারা-১১ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যাহার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

"Fresh complaint against the same accused, after acceptance of final report, though legally permissible, yet must be entertained in exceptional cases showing manifest illegality or other sufficient causes.

Fresh complaint may also be entertained if the order of dismissal of the previous complaint had been passed on misunderstanding of the scope and extend of enquiry under section 202 cr. p. c."

এই প্রসংগে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আসামী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদর্শিত রুলিং ১৪ ডি, এল, আর, (এস, সি) পৃষ্ঠা-৯৬ উপরোক্ত রুলিংটির প্রেক্ষিতে আর প্রয়োগযোগ্য নহে।

কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৯৯৬ হইতে ১৯৯৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আসামীগণ উল্লেখিত ৭,৬৩,৫৭৫/- টাকা আত্মাসাৎ করিয়াছেন মর্মে একই সংগে আরজিতে দেখানোর কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২২২(২) উপধারার বিধান মোতাবেক মামলাটি চলিতে পারে না বলিয়া আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে ২২২(২) উপধারার শর্ত এবং তৎপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টের রুলিং ৭ বি, এল, ডি, পৃষ্ঠা-৪১৩ এর প্যারা-১২ উল্লেখ করেন। উল্লেখিত ২২২(২) উপধারা নিম্নরূপ ঃ-

"(২) আসামীকে যখন অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অথবা অসাধুভাবে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চার্জ করা হয়, তখন সম্পূর্ণ দফা বা সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করিয়া যে পরিমাণ টাকা সম্পর্কে অপরাধ করা হইয়াছে, মোটামুটিভাবে তাহা এবং যে তারিখসমূহের মধ্যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং এইরূপ প্রণীত চার্জ ২৩৪ ধারার অর্থ অনুসারে একটি মাত্র অপরাধের চার্জ বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রথম ও শেষ তারিখের মধ্যবর্তী সময় এক বৎসরের অধিক হইবেনা।"

উহার সহিত সংশ্লিষ্ট রুলিং ৭ বি, এল, ডি, পৃষ্ঠা-৪১৩ এর প্যারা-১২ নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

"(b) Charge of misappropriation— Where dates of misappropriation of various items extend over a period of more than one year, they cannot be lumped together in the same charge—In the instant case misappropriation took place over a period of six years but one charge was framed—The framing of charge is contrary to law and the trial is illegal—Code of Criminal procedure (V of 1898) S. 222."

এক্ষণে উক্ত ২২২(২) উপধারা এবং উপরোক্ত রুলিং এর প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় অত্র মামলার বাদী পক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে ১৯৯৬ হইতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত একই সংগে ৭,৬৩,৫৭৫/- টাকা আত্মসাতের জন্য অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন। ফলে ২২২(২) উপধারার শর্ত মোতাবেক বাদী পক্ষ কর্তৃক আরজিতে সাল-তওয়ারী পৃথক পৃথক অংকের অর্থ আত্মসাতের সুস্পষ্ট অভিযোগ উল্লেখ না থাকায়

এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা সম্ভব হইতেছে না। মামলাটির আরজিতে বর্ণিত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনে বারিত না হইলে বাদী পক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ২২২(২) উপধারার বিধান এবং ৩৬ ডি, এল, আর, (এডি) পৃষ্ঠা-৬১ মোতাবেক সালওয়ারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উল্লেখপূর্বক নতুনভাবে মামলা দায়ের করিতে পারেন। উপরোক্ত বিধান, রুলিং এবং ফাইন্ডিংসের প্রেক্ষিতে আসামীদেরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং জামিনের দায় হইতেও তাহাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-৪/২০০১

মোঃ আব্দুর রহমান, পিতা-মৃত করিম বক্স মন্ডল, প্রাক্তন গেটম্যান, উত্তরা সিনেমা কোং লিঃ, সাং-নারুলী, পোঃ-সাবগ্রাম, থানা ও জেলা-বগুড়া—বাদী।

বনাম

১। মোঃ মাহবুবার রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। সাজ্জাদ হোসেন, ব্যবস্থাপক, উত্তরা সিনেমা কোং লিঃ, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, থানা ও জেলা-বগুড়া—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এফ, ই, এম, আসাদুজ্জামান (মাখন), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৮ তারিখ-১৮-৬--০১

অদ্য মামলাটির অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানী ও উভয় পক্ষের হিসাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। আসামী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। প্রতিপক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দাখিল করিলেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। দরখাস্তকারী (বাদী) পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ১১/৯৯ অভিযোগ মামলায় বিজ্ঞ শ্রম আদালত বাদীকে টারমিনেশন বেনিফিট মঞ্জুর করেন এবং আসামীদ্বয়কে তাহা দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেন কিন্তু আসামীদ্বয় বাদীকে শুধুমাত্র ১১ মাসের গ্র্যাচুয়িটি ও ৪ মাসের নোটিশ পে মাত্র ৩২০০/-টাকা দিয়াছেন যাহা "সি" শ্রেণীভুক্ত সিনেমা হলের শ্রমিক হিসবে বাদীর জন্য অনেক কম। অর্থাৎ তিনি বলিতে চান বাদী মাসিক

৯০০/-টাকা মজুরী হিসাবে ৩৬০০/-টাকা পাইত কিন্তু আসামীদ্বয় তাহাকে ৪০০/-টাকা কম দিয়া উপরোক্ত রায়ের আদেশ লংঘন করিয়াছে। বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয়া বলেন যে বাদী উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে গত ১০-৫-২০০০ইং তারিখে আসামীদ্বয় বরাবর ট্রারমিনেশন বেনিফিট হিসাবে ১-৬ দফায় বর্ণিত মোট ১,৩০,২৮৫/-টাকা পাওনা সম্পর্কে যে দাবী উত্থাপন করেন তাহা ১১ সি/৯৯ নং মামলার রায় অনুসারে সাকুল্য আইনতঃ রক্ষণীয় নহে অর্থাৎ ৩-৬নং দফার কথিত পাওনা উপরোক্ত মামলা ও রায়ের সিদ্ধান্ত বলে আসামীদ্বয়ের নিকট পাওনাযোগ্য নহে। শুধু ১ ও ২নং দফায় দাবীকৃত টাকা পাওনাযোগ্য। বিজ্ঞ আইনজীবী সাইফুর রহমান খান আরো স্বীকার করেন যে তন্মধ্যে ২নং দফার গ্র্যাচুয়িটির টাকা আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইজীবীর কথিত হিসাব মত বাদী পাইয়াছে উহার অতিরিক্ত গ্র্যাচুয়িটির দাবী বাদীর পাওনাযোগ্য নহে। সুতরাং বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর মতেই ১০-৫-২০০০ইং তারিখের দরখাস্তে বর্ণিত ৩-৬নং দফার দাবী অযৌক্তিক, ২নং দফার দাবী আসামী পক্ষ পরিশোধ করিয়াছে এবং বাদী তাহা গ্রহণ করিয়াছে কাজেই ২-৬নং দফায় বর্ণিত বাদীর আর কোন দাবী অপূরণকৃত না থাকায় ১১ সি/৯৯ মামলার রায় বাস্তবায়ন করা হয় নাই এই অভিযোগ আর থাকে না।

এখন ১০-৫-২০০০ তারিখের দরখাস্তের ১নং দফার দাবী আসামী পক্ষ পূরণ করিয়াছে কি না তাহাই আলোচনা করিতে চাই। এই প্রসংগে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সংশ্লিষ্ট মজুরী রেজিষ্ট্রার প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, S.O. এ্যাক্টের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক বাদী ৪ মাসের মূল মজুরী নোটিশ পে হিসাবে পাইতেন এবং তাহাও বাদীকে প্রদান করা হইয়াছে মাসিক ৮০০/-টাকা হিসাবে। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মজুরী রেজিস্ট্রার বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও স্বয়ং বাদীকেও খোলা এজলাসে দেখানো হয়। উহা দেখিয়া বাদী ও নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয়া বলেন যে ৮০০/-টাকা হিসাবে বাদী সংশ্লিষ্ট সময়ে মজুরী গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। ফলে বাদী এবং তাহার বিজ্ঞ আইনজীবীর এইরূপ স্বীকৃতি মতে এবং ৯৫/৯৮+৯৬/৯৮ নং আই, আর, ও মামলার রায়ের ফাইন্ডিংস মতে (সিনেমা হলের শ্রেণী সম্পর্কে) আসামীদ্বয়ের সিনেমা হলটি 'সি' শ্রেণীভুক্ত না হওয়ায় বরং উহা 'এফ' শ্রেণীভুক্ত বলিয়া যুক্তসংগত কারণ প্রতীয়মান হওয়ায় বাদীকে ৮০০/- টাকা হারে মজুরী দীর্ঘদিন যাবত পরিশোধ করিয়া আসিতে থাকায় ও বাদী তাহা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিয়া আসিতে থাকায় উক্ত ৮০০/- টাকা হারে ৪ মাসের নোটিশ পে মোট ৩২০০/০০ টাকা আসামীদ্বয় কর্তৃক বাদীকে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং বাদী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় ১১সি/৯৯ নং মামলার রায় আসামীপক্ষ কার্যকর করিয়াছে তাহা বাদী পক্ষের অদ্যকার শুনানীতে স্বীকার করায় আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত S.O এ্যাক্টের ২৬ ধারায় অভিযোগ গঠন করার আর কোন উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় না তাই আসামীদ্বয় আইনতঃ অব্যাহতি পাইতে হকদার।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আসামী মাহবুবার রহমান ও সাজ্জাদ হোসেনকে ফৌঃ কাঃ বি'র ২৪১ক ধারার বিধান মোতাবেক ডিসচার্জ করা হইল এবং জামিনের দায় হইতেও তাহাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত রাজশাহী এবং
কর্তৃপক্ষ মজুরী পরিশোধ আইন।

রায় প্রদানের তারিখ ৫ই জুলাই, ২০০১
পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-২/২০০০

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নিরাপত্তা প্রহরী, আর, আর, এ, জি, এম,
বিভাগ-৩, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঈশ্বরদী, পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, আর, আর, এ, জি, এম, বিভাগ,—৩, বিউবো, ঈশ্বরদী, পাবনা।

২। প্রকল্প পরিচালক, আর, আর, এ, জি, এম, সার্কেল (পশ্চিম), বিউবো, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৩। প্রকল্প সমন্বয়কারী (প্রঃ প্রঃ), পি, আর, পি, বিউবো, ঢাকা।

৪। পরিচালক নিঃ অনুঃ পরিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
১নং আবদুল গণি রোড (২য় তলা), ঢাকা।

৫। পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা বিল্ডিং (৫ম তলা), মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

৬। পরিচালক হিসাব পরিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
৬৬-৬৭ রূপালী সদন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) উপধারা মোতাবেক আনীত একটি পি, ডাব্লিউ, মামলা দরখাস্তকারীর দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ৩/৪ নং প্রতিপক্ষের অধীনে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া উপ-পরিচালক ষ্টোরস, বৈঃ সঃ বিউবো, খালিসপুর, খুলনা কেন্দ্রীয় ভান্ডারে উক্ত পদে সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরীতে থাকাকালে কিছু অসাধু লোকের অবৈধ আপত্তি পূরণ করিতে অস্বীকার করায় প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া টাউন ডিফেন্স পার্টি কর্তৃক মিথ্যা চুরির অজুহাতে দরখাস্তকারীকে ধরিয়া থানায় সোপর্দ করেন। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ভান্ডার কর্মকর্তা দরখাস্তকারীকে গত ১৮-৬-৮৩ ইং তারিখে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ২৪-৬-৮৩ ইং তারিখে দৌলতপুর থানায় বাংলাদেশ দন্ড বিধির

৩৭৯/৪১১ ধারা মোতাবেক ৩৭নং মামলা দায়ের করা হয় যাহা $\frac{৬৯৫/৮৩}{২৫৫/৮৩}$ নং জি, আর, মামলায় রূপান্তরিত হয়। উহা পরবর্তীতে ৩৮/৮৪ নং টি, আর, মামলায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর বিচার অন্তে বিগত ১৭-৪-৮৪ইং তারিখে দরখাস্তকারী বেকসুর খালাস পান এবং ১৮-৪-৮৪ইং তারিখে দরখাস্তকারী কাজে যোগদান পত্র দাখিল করেন যাহা ১২-৫-৮৪ ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক যোগদান পত্র সাময়িকভাবে গৃহীত হয়। ইহার পরেও ১২-৫-৮৪ ইং তারিখে অপর এক নির্দেশ জারী করিয়া যোগদান পত্রটি পুনঃ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। পরবর্তীকালে ২/১/৮৬ ইং তারিখের এক পত্রে পরিচালক, নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান, বিউবো ঢাকা, কর্তৃক দরখাস্তাকারী চুরির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় নাই বলিয়া পুনর্বহাল করার জন্য উপ পরিচালকের পত্রের প্রেক্ষিতে খুলনা কেন্দ্রীয় ভান্ডারের কর্মকর্তা দরখাস্তকারীর সাসপেনসান পিরিয়ড ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি মঞ্জুর করিয়া চাকুরীতে পুনঃবহাল করেন। তদানুসারে দরখাস্তকারী ৪-১-৮৬ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় ভান্ডারে কাজে যোগদান করেন। উক্ত যোগদান পত্র ৫-১-৮৬ইং তারিখে গৃহীত হয়। অতঃপর দরখাস্তকারীকে আর, আর, এ, জি, এম বিভাগ-৩ বিউবো, ঈশ্বরদী, পাবনা বিভাগে বদলী করিলে দরখাস্তকারী সেখানে যোগদান অন্তে দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। কিন্তু ১৮-৬-৮৬ ইং তারিখ হইতে ৪-১-৮৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কি হিসাবে গণ্য হইবে তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় দরখাস্তকারী উক্ত সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে ডিউটি পিরিয়ড হিসাবে গণ্য করিয়া উক্ত সময়কালের পূর্ণ বেতন ভাতা ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিলে ১নং প্রতিপক্ষ উহা দীর্ঘদিন যাবৎ পেন্ডিং রাখিয়া গত ১৩-২-৯৬ইং তারিখের আদেশ মতে দরখাস্তকারীর আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ ২নং প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরণ করেন। কিন্তু ২নং প্রতিপক্ষ অদ্যাতক উক্ত চাকুরীকাল কি হিসাবে গণ্য হইবে সেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই এবং উহা এখনও তাহার দপ্তরে বিচারাধীন রহিয়াছে। উপরোক্ত মতে কোন আদেশ প্রদান ছাড়াই ১নং প্রতিপক্ষ ১৭-১১-৯৮ইং তারিখের আদেশমূলে দরখাস্তকারীকে ২১-১১-৯৯ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন এবং দরখাস্তকারী উক্ত আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরী বিধি অনুসারে বেতন, ভাতা ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাইবার নিমিত্তে ২নং প্রতিপক্ষের দপ্তরে যোগাযোগ করিয়া জানিতে পারেন যে, গত ১৮-১১-৯৯ইং তারিখের ২নং হইতে ৪নং প্রতিপক্ষগণের সিদ্ধান্ত মতে দরখাস্তকারীর সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ১নং প্রতিপক্ষের দপ্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সেখান হইতে এযাবৎ কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। দরখাস্তকারী ১৭-৪-৮৪ইং তারিখের আদালতের রায়ে খালাস প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরী বিধির ১৪৭(এ) ধারার বিধান মতে উল্লেখিত সময়ের পূর্ণ বেতন ভাতা ও বার্ষিক বর্ধিত বেতন পাইতে আইনতঃ হকদার। উক্ত কারণে প্রতিপক্ষের প্রতি ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের পূর্ণ বেতন ভাতা ও বার্ষিক বর্ধিত বেতন সম্পর্কে নির্দেশ দানের জন্য অত্র মামলা দায়ের করা হয়। অতঃপর মূল দরখাস্ত সংশোধন করিয়া ৪ হইতে ৬নং প্রতিপক্ষগণকে এই মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয়।

পক্ষান্তরে ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী, আর, আর, এ, জি, এস বিভাগ-৩, বিউবো, ঈশ্বরদী, পাবনা লিখিত জবাব দাখিল করিয়া এই মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই প্রতিপক্ষের মতে অত্র মামলা কারণ বিহীন, পক্ষ দোষ এবং তামাদি দোষে বারিত বর্তমান আকার ও প্রকারে অচল। আরজির দাবী ও অভিযোগ সত্য নহে।

এই প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, দরখাস্তকারী কেন্দ্রীয় ভান্ডার, খুলনায় নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় টাউন ডিফেন্স পার্টি কর্তৃক ভান্ডারের প্রধান গেটে হাতেনাতে চুরির মালামালসহ ধৃত হইয়া স্থানীয় থানায় সোপর্দ হন। ফলে ফৌজদারী মামলা রুজু হইলে তাহাকে ১৮-৬-৮৩ইং তারিখে প্রথম চাকুরী হইতে সাসপেন্ড করা হয়। ১৭-৪-৮৪ইং তারিখে তিনি উক্ত

মামলা হইতে খালাস পান। ১৮-৪-৮৪ইং তারিখে যোগদান করিলে ১২-৫-৮৪ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীকালে কাগজপত্র পরীক্ষান্তে দরখাস্তকারীকে পুনর্বহাল করার সময় হুশিয়ার পত্র প্রদান করা হয়। খুলনা কেন্দ্রীয় ভান্ডারের কর্মকর্তা সাসপেনশন পিরিয়ডকে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ছুটি মঞ্জুর করিয়া দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন। ঐ সকল স্বীকৃত বিষয় ও কর্মকান্ড দরখাস্তকারী কর্তৃক মানিত হিসাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। তদুপরি প্রতিপক্ষ 'বিউবো' এর আইন উপদেষ্টার নিকট তাহার মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট ফাইল পাঠানো হইলে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) সার্ভিস রুলস ১৯৮২ এর ১৪৭-বি ধারা মতে দরখাস্তকারীর বিষয়টি প্রযোজ্য বলিয়া তাহার মতামত দেন। আইনানুগ পদ্ধতিতে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া দরখাস্তকারীকে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করা হয় এবং বিধিসম্মত আর্থিক সুবিধাদিও প্রদান করা হইয়াছে। চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়ার পর পরবর্তীকালে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের সহিত চাকুরীগত কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখেন নাই। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন মর্মে খরচাসহ মামলা ডিসমিস হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

২। অত্র মামলা তামাদি আইন ও প্রিন্সিপাল অফ ইস্টোপেল ও ওয়েভার নীতি দ্বারা বারিত কি না?

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন ভাতা ও বার্ষিক বর্ধিত বেতন ইত্যাদি সুবিধাদি পাইতে আইনতঃ হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ৩ঃ

এই বিবেচ্য বিষয়গুলি অত্র মামলার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় একত্রে গ্রহণ করা হইল। দরখাস্তকারী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে মিথ্যাভাবে একটি চোরাই মামলায় জড়িত করানোর ফলে তাহাকে ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত করিয়া রাখা হয়। ১৭-৪-৮৪ইং তারিখে দরখাস্তকারী উক্ত চোরাই মামলা হইতে বেকসুর খালাস পান এবং ১৮-৪-৮৪ইং তারিখে যোগদান করিলে উহা স্থগিত রাখিয়া ৪-১-৮৬ইং তারিখে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিলে ৫-১-৮৬ইং তারিখে তাহাকে পুনরায় যোগদানের প্রেক্ষিতে তাহার পাওনা ছুটি সাপেক্ষে উক্ত সাসপেনশন পিরিয়ড ছুটি মঞ্জুর করা হয় যাহা আইনসংগত ছিল না কারণ দরখাস্তকারী মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়ায় সার্ভিস রুলের ১৪৭(এ) উপবিধির বিধান মোতাবেক উক্ত অনুপস্থিতি সময়কাল ডিউটিকাল হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাকে পূর্ণ বেতনে বহাল করা আবশ্যক ছিল কিন্তু উহা না করায় পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৯৬ সালে উক্ত সাসপেনশন পিরিয়ডকে ডিউটি পিরিয়ড হিসাবে গণ্য করার জন্য দরখাস্ত করিলেও উহা এযাবৎ পেন্ডিং রাখা হইয়াছে। তাই তিনি বলেন যে তাহার আইনানুগ পাওনা বিলম্বিত হওয়ার জন্য দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই মামলায় ঐ সময়ের বেতন ভাতার আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার। এই সম্পর্কে তিনি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) সার্ভিস রুলস এর মূল বহি

দাখিল করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, উল্লেখিত চুরির ঘটনায় দরখাস্তকারী খালাস পান ইহা সত্য এবং তাহার সাসপেনশন পিরিয়ডকে ছুটিকালীন সময় হিসাবে গণ্য করিলে তাহার প্রাপ্ত ছুটি মোতাবেক পূর্ণ গড় বেতনে বেতন ভাতা প্রদান করা হইয়াছে এবং তিনি তাহা যথাসময়ে গ্রহণ করিয়াছেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সেই সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। দীর্ঘদিন পর আকস্মিকভাবে ঐ বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইলেও বিষয়টি তামাদি হইয়াছে যদিও বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কাজেই বর্তমান আকারে এই মামলা আইনতঃ চলিতে পারেনা।

আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই মামরার মূল দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি এবং উভয় পক্ষের দাখিলী প্রমাণে চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়াছি। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী খুলনা কেন্দ্রীয় ভান্ডারে প্রতিপক্ষের অধীনে সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে চাকুরী করা কালে তাহার বিরুদ্ধে ভান্ডারের মালামাল চুরির একটি অভিযোগে তাহাকে ফৌজদারী মামলায় জড়িত করা হয় এবং ১৮-৬-৮৩ইং তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী ১৭-৪-৮৪ইং তারিখে উক্ত ফৌজদারী মামলা অর্থাৎ জি,আর, কেস নং $\frac{৬৯৫/৮৩}{২৩৫/৮৩}$ হইতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খালাসপ্রাপ্ত হন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার রায়ে (প্রদঃ নং-২এ) উল্লেখ করিয়াছেন, "সুতরাং আসামী সহিদুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৩৭৯/৪১১ ধারা মোতাবেক কোন অপরাধ করে নাই। সেইহেতু আমি আসামী সহিদুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামকে কার্যবিধি আইনের ২৪৫(১) ধারা মোতাবেক অত্র মামলা হইতে খালাস দিলাম"। রায়ের উক্ত জাবেদা নকল (প্রদঃ-২) এর আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৩৭৯/৪১১ ধারা মোতাবেক কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই বরং রায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা অপরাধ করেন নাই। উপরে বর্ণিত সার্ভিস রুলের ১৪৭(এ) উপধারাটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

"147. Reinstatement, etc.—When an employee who was dismissed, removed or suspended is reinstated, the punishing or appellate authority may grant him for the period of his absence from duty :

(a) if he is honourably acquitted of the charge against him and is reinstated with retrospective effect, the full pay to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or suspended."

এই রুলস এর বিধান মোতাবেক কোন কর্মচারী বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পুনর্বহালের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ পূর্ণ বেতনে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিতে পারেন, যদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন, এই বিধানটি প্রকারান্তে প্রতিপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইলেও পুরাপুরি বাধ্যতামূলক নহে কারন ১৪৭(এ) উপবিধিতে উল্লেখ রহিয়াছে 'অথোরিটি যে গ্র্যান্ট', 'শ্যাল গ্র্যান্ট' উল্লেখ নাই। তবে এই উপবিধি অনুসারে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাসের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে চাকুরীতে পুনঃ বহাল করা হইলে তাহাকে পূর্ণ বেতনে বহাল করিতে হইবে ইহাও সঠিক। কিন্তু এই মামলার প্রদঃ-৯ মূলে দরখাস্তকারীকে ৪-১-৮৬ইং তারিখে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করা হয় যে আদেশ বলে তিনি ৫-১-৮৬ ইং তারিখে প্রদঃ-১০ মূলে কাজে যোগদান করেন। ইহা সত্য যে উক্ত আদেশে তাহাকে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন কিছুই বলা নাই। কিন্তু উক্ত পুনর্বহালের আদেশের পর ২৪-২-৮৬ ইং তারিখে প্রদঃ-১২ মূলে তাহার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে তাহার ছুটি মঞ্জুর করা হয় যে আদেশটি নিম্নরূপ ঃ-

Sub : **Regularisation of suspension period from 18.6.83 to 4.1.86**

Ref : **U/o. Equ/1542 dated 9.2.86.**

With reference to the above U/o No. and as per instruction received from you ever telephone on 23.2.86 as well as the Dy. Director of Accounts, RAO. PDB, Khulna, the period of suspension form 18.6.83 to 4.1.86 have been regularised as follows :—

1.	Md. Serajul Islam, Security Guard.	(i) LAP = 18.6.83 to 29.2.84 (ii) LHAP= 1.3.84 to 25.6.85 (iii) LWP = 26.6.85 to 4.1.86.

যেহেতু উপরোক্ত আদেশটি ইস্যু হয় বিগত ২৪-২-৮৬ ইং তারিখে দরখাস্তকারী উক্ত আদেশ মোতাবেক ১ ও ২ দফা অনুসারে পূর্ণ ও অর্ধ গড় বেতনে উক্ত সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের অর্থাৎ ১৮-৬-৮৩ হইতে ২৫-৬-৮৫ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন বেতন ভাতা গ্রহণ করেন নাই তাহা দরখাস্তে উল্লেখ করেন নাই সেইহেতু অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় তিনি ঐ সময়ের বেতন ভাতা গ্রহণ করিয়াছেন, না করিলে তিনি তাহা অত্র মামলার দরখাস্তে উল্লেখ করিতে পারিতেন। ২৪-২-৮৬ইং তারিখে প্রদঃ-১২ মূলে কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর সাসপেনশন পিরিয়ড-কে নিয়মিত করণের ফলে এবং উহা সম্পর্কে দরখাস্তকারী কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করিয়া দীর্ঘ ১০ বৎসর পর তিনি বিষয়টি পুনরায় সর্বপ্রথম ১০-৮-৯৬ ইং তারিখে উত্থাপন করিয়া ১৮-৬-৮৩ হইতে ৪-১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন ভাতা ইত্যাদি দাবী করেন। উহার প্রেক্ষিতে পুনরায় বিষয়টি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তার অফিসে ও দপ্তরে চালাচালি হইয়া আসিতেছে অথচ এই বিষয়টি ৪-১-৮৬ইং তারিখের পুনর্বহাল আদেশ এবং উহার প্রেক্ষিতে ২৪-২-৮৬ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে নিয়মিত করণ আদেশের তারিখে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। এইরূপে নিষ্পত্তির ১০ বৎসর পর পুনরায় বিষয়টি নূতনভাবে উত্থাপন করায় কর্তৃপক্ষ কিভাবে বিষয়টি পুনরায় বিবেচনায় গ্রহণ করেন তাহা অত্র আদালতের নিকট বোধগম্য নহে। যাহা হউক, দরখাস্তকারীর অত্র মামলার নালিশের কারণ উদ্ভব হইবার সর্বশেষ তারিখ এই মামলায় প্রতীয়মান হয় ২৪-২-৮৬ইং যে তারিখে সাসপেনশন পিরিয়ড পূর্ণ বেতনে ও অর্ধ বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে বিনা বেতনে মঞ্জুরের মাধ্যমে নিয়মিত করণ করা হয়। উহা উপেক্ষা করিয়া ১০-৮-৯৬ইং তারিখে পুনরায় দরখাস্তকারীর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কার্যক্রম গৃহীত হয় উহা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া থাকুক বা না থাকুক উক্ত রেগুলাইজেশন এবং এই মামলায় মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) উপধারার প্রথম শর্ত মোতাবেক নালিশের কারণ হিসাবে গণ্য হইবে। এই মামলায় নালিশের প্রকৃত কারণ, আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি উদ্ধৃত হইয়াছে প্রদঃ-১২ মূলে ২৪-২-৮৬ইং তারিখ হইতে। ঐ তারিখ হইতে মজুরী পরিশোধ অইনের ১৫(২) উপধারার প্রথম শর্ত অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে এই মামলা আনয়ন করিতে হইত। উক্ত উপধারার ২য় শর্তে উক্ত সময়ের পরে আবেদন বিবেচনা করার যে সুযোগ এর বিধান করা হইয়াছে সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য যে যুক্তিসংগত কারন থাকা প্রয়োজন দরখাস্তকারীর এই মামলায় তাহা নাই। কেননা আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৮৬ হইতে ১৯৯৬ সালের মধ্যে দরখাস্তকারী ২৪-২-৮৬ইং তারিখের আদেশ তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এই মর্মে অস্বীকার করিয়া

আর কোন দরখাস্ত প্রতিপক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। যদি করিতেন এবং উহা এযাবৎ নিষ্পত্তি না করা হইত তবে ১৫(২) উপধারার ২য় শর্তে উল্লেখিত সুবিধা দরখাস্তকারী এই মামলায় পাইতেন। তাই আমি মনে করি অত্র মামলাটি আশাতীতভাবে তামাদি বারিত। এমতাবস্থায় মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় অত্র মামলা আইনতঃ রক্ষণীয় হইলেও তাহা তামাদি বারিত হওয়ায় দরখাস্তকারী এই মামলায় প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে তামাদি বারিত বিধায় নামঞ্জুর করা হইল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
মজুরী কর্তৃপক্ষ এবং চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ- ২রা মে, ২০০১

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৩/৯৯

তৎসহ নিম্নলিখিত পি, ডাব্লিউ, ১৬টি মামলা (২-১৭ ক্রমিকের)

ক্রমিক নং।	প্রার্থকগণের নাম (টোকেন নং সহ)	মামলা নং
১।	মোঃ মোজাহার আলী (৬০)-	পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯
২।	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৮)-	পি, ডাব্লিউ, ৪/৯৯
৩।	মোঃ আশরাফ আলী সরকার (৪৫)-	পি, ডাব্লিউ, ৫/৯৯
৪।	মোঃ বাদশা মিয়া (১৫)-	পি, ডাব্লিউ, ৬/৯৯
৫।	মোঃ আবুল হোসেন (৬১)-	পি, ডাব্লিউ, ৭/৯৯
৬।	মোঃ জিন্নাহ মিয়া (১৪)-	পি, ডাব্লিউ, ৮/৯৯

৭। মোঃ ইসমাইল হোসেন (৭৭)-	পি, ডাব্লিউ, ৯/৯৯
৮। মোঃ হাতেম আলী (২৮)-	পি, ডাব্লিউ, ১০/৯৯
৯। মোঃ আঃ খালেক (৩৯)-	পি, ডাব্লিউ, ১১/৯৯
১০। মোঃ আঃ কাদের (২৪)-	পি, ডাব্লিউ, ১২/৯৯
১১। মোঃ কাজেম উদ্দিন (৪০)-	পি, ডাব্লিউ, ১৩/৯৯
১২। মোঃ নিহাজ উদ্দিন (৪৭)-	পি, ডাব্লিউ, ১৪/৯৯
১৩। মোঃ আঃ কুদ্দুস (৪)-	পি, ডাব্লিউ, ১৫/৯৯
১৪। মোঃ আবু সাইদ সরকার (১৩)-	পি, ডাব্লিউ, ১৬/৯৯
১৫। মোঃ নুর মোহাম্মদ (৬৩)-	পি, ডাব্লিউ, ১৭/৯৯
১৬। মোঃ আব্দুস ছাত্তার (৭৬)	পি, ডাব্লিউ, ১৮/৯৯
১৭। মোঃ আলাল উদ্দিন (১৭৭)	পি, ডাব্লিউ, ১৯/৯৯

বনাম

প্রতিপক্ষগণ ঃ ১। হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ, কলেজ রোড, বগুড়া।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ, কলেজ রোড, বগুড়া।

৩। তৌফিকুর রহমান ভান্ডারী ওরফে বাপ্পী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ, হাসনাবাদ, বড়গোলা, বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এফ, ই, এম, আসাদুজ্জামান (মাখন), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

অত্র পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯ এবং উপরোক্ত ২-১৭ নং ক্রমিকের মামলার প্রার্থকগণের দরখাস্তের বিষয়বস্তু ও বিরোধ একইরূপ। অপরদিকে প্রতিপক্ষগণও সকল মামলায় এক ও অভিন্ন হওয়ায় অত্র পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯ নং মামলার সাথে উপরোক্ত ১৬টি মামলার রায়ও একত্রে ঘোষণা করার জন্য লওয়া হইল। উল্লেখ্য যে উপরোক্ত মামলাসমূহের চূড়ান্ত শুনানীর জন্য একই দিন ধার্য হয় এবং একই সংগে উহাদের শুনানীর শুরু ও সম্পন্ন করা হয়। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাগুলি একই রায়ে নিষ্পত্তি করার পক্ষে সম্মতি পেশ করেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই মামলাগুলিতে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না বলিয়া শুনানীকালে জানান। কোন পক্ষ হইতে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই বা প্রমাণ পত্র হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করা হয় নাই। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য (যুক্তিতর্ক) শ্রবণ করা হয়।

অত্র পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯ নং সহ অপর ১৬টি মামলার দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, উপরোক্ত প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষ কারখানা অর্থাৎ হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিমিটেডে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন এবং যথারীতি বেতনসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাইতে থাকেন। প্রতিপক্ষগণ হঠাৎ করিয়া গত ১৬-৮-৯৯ ইং তারিখ হইতে তাহাদের প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণা করেন। উক্ত লে-অফ ঘোষণার পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনে কোন জটিলতা ছিল না। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ গত ২-১০-৯৯ ইং তারিখের এক পত্রের মাধ্যমে উক্ত লে-অফ ৩-১০-৯৯ হইতে ১২-১০-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। পুনরায় ১২-১০-৯৯ ইং তারিখের এক পত্রে উক্ত লে-অফ ১৩-১০-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। কিন্তু প্রার্থকগণকে কোন আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ করেন নাই। এই অবস্থায় গত ১৪-১০-৯৯ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত লে-অফ-এর নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাঃ) কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এক পত্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের লে-অফ জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার জন্য প্রতিপক্ষগণ দন্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন মর্মে প্রতিপক্ষকে অবহিত করেন। ইহা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ শ্রমিকদের লে-অফ কালীন কোন বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য আইনানুগ পাওনাদি এখন পর্যন্ত পরিশোধ করেন নাই। ফলে প্রার্থকগণ অত্র মামলাসমূহ দায়ের করেন। প্রার্থকগণ ১৩-৮-৯৯ ইং তারিখ (১৬-৮-৯৯ ইং তারিখ হইবে) হইতে লে-অফ এবং ১৪-১০-৯৯ ইং তারিখ হইতে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় লে-অফকালীন যাবতীয় বেতন ও ভাতাদি ও আইনানুগ পাওনাদি আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তির সার সংক্ষেপে এই যে, প্রার্থকগণের মামলা অসত্য ও ভিত্তিহীন এবং তামাদি আইনে বারিত। প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, প্রতিপক্ষের মিলটি বহু পুরাতন হওয়ায় উহার উৎপাদন ক্ষমা হ্রাস পায় ফলে উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে প্রতিপক্ষের মূলধন কমতি পড়ায় প্রতিপক্ষ ফ্যাক্টরীটি চালুর জন্য জনৈক ইসুপ আলী পশারীর সংগে এক চুক্তিমূলে মাসিক ৫০,০০০/ টাকা ধার্যে ২ বৎসরের জন্য ভাড়া দেন কিন্তু উহাও ফলপ্রসূ না হওয়ায় প্রতিপক্ষ মূলধনের অভাবে ফ্যাক্টরীটি লে-অফ করিতে বাধ্য হন এবং পর্যায়ক্রমে লে-অফের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তবে লে-অফ কালে শ্রমিকদেরকে বেতন প্রদান করা হয়। এদিকে প্রতিপক্ষ ফ্যাক্টরীটি চালু করার জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইয়া ফ্যাক্টরীটি বন্ধ করিয়া দিয়া পর্যায়ক্রমে প্রার্থকসহ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের পাওনাদী পরিশোধ করার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক শ্রমিকের পাওনা সম্পূর্ণ এবং কাহারও কাহারও আংশিক পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় অত্র মামলাগুলি ডিসমিস হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। বর্তমান আকারে অর্থাৎ মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মতে আনীত অত্র মামলাগুলি আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

২। উক্ত আইনের ১৫(২) উপধারা মোতাবেক অত্র মামলাসমূহ তামাদি বারিত কি না?

৩। প্রার্থকগণ ১৬-৮-৯৯ হইতে ১৪-১০-৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় লে-অফকালীন যাবতীয় বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য আইনানুগ পাওনাদি পাওয়ার আদেশ পাইতে হকদার কি না?

৪। প্রার্থকগণ আর কি প্রতিকার পাইতে হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং-১ হইতে ৪ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ১ হইতে ৪নং বিবেচ্য বিষয় একত্রে গ্রহণ করা হইল। যুক্তিতর্ক পেশকালে প্রার্থকগণ পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষগণের অধীনে প্রার্থকগণ তাহাদের কারখানায় বিভিন্ন পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় ১৬-৮-৯৯ ইং তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণা করা হয় এবং বিভিন্ন তারিখে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে ১৪-১০-৯৯ ইং তারিখ হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি লক-আউট করা হয় কিন্তু লক-আউটের পিছনে তেমন কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। তিনি আরও বলেন যে উক্ত লে-অফ ও লক-আউটের কারনে প্রার্থকগণ বেতন ও ভাতাদি পাইতে অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষগণ তাহা লে-অফকালে বা পরবর্তীকালে কোন শ্রমিককে তাহাদের আইনসংগত পাওনা পরিশোধ করেন নাই ফলে বাধ্য হইয়া তাহাদের পাওনা মজুরীর জন্য অত্র মামলাগুলি যথাসময়ে দায়ের করা হয় এবং মামলাগুলি মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) উপধারার বিধান মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় সীমার ভিতরে রহিয়াছে বিধায় মামলাগুলি তামাদি বারিত নহে যদিও লিখিত জবাবে মামলাগুলি তামাদি বলা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন প্রতিপক্ষগণ এযাবৎ কোন শ্রমিককে লে-অফকালীন সময়ের জন্য বেতন ভাতা কোন কিছুই প্রদান করেন নাই এবং কোন শ্রমিককে এযাবৎ ছাঁটাইও করা হয় নাই। এমতাবস্থায় শ্রমিকগণ বেকার হইয়া পড়ায় তাহারা মারাত্মক অর্থ সংকটে পড়িয়াছেন। তাই তিনি অত্র মামলাগুলি মঞ্জুরপূর্বক পাওনা প্রদানের প্রয়োজনীয় আদেশ প্রার্থনা করেন। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং পেশ করেন নাই। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষগণ পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষগণের কারখানাটি আর্থিক সংকটের কারনে উহা লে-অফ করিতে হয় এবং কোনভাবেই কারখানাটি চালু করার আর্থিক সংগতি ফিরিয়া না পাওয়ায় এবং কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ও লাভজনক না হওয়ায় কারখানাটি বন্ধ করিয়া দিতে হয় যাহা প্রতিপক্ষগণের নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত বিষয়। তিনি আরও বলেন যে এতদ্সত্ত্বেও কোন কোন শ্রমিকের পাওনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের প্রক্রিয়া অব্যাহত রহিয়াছে। এই মূহুর্তে প্রতিপক্ষগণের পক্ষে আর কিছু করণীয় সম্ভব নহে। তাহার আরও বক্তব্য যে, মামলাগুলি যে আইনের অধীনে রুজু করা হইয়াছে সেই আইন মোতাবেক তামাদি বারিত বলিয়া বর্তমানে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ তিনি বলিতে চান যে উল্লেখিত আইনে মামলাগুলি তামাদি বারিত নহে। তিনিও তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং পেশ করেন নাই।

আমি মামলাগুলির আরজি এবং তার বিরুদ্ধে লিখিত জবাব পর্যালোচনা করিয়াছি। প্রার্থকগণ তাহাদের মামলার দরখাস্তে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক ১৬-৮-৯৯ ইং তারিখ হইতে হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লে-অফ ঘোষণা করার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত লে-অফ এর মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়। অবশেষে ১৪-১০-৯৯ ইং তারিখ হইতে কারখানাটি লক-আউট করার কথা বলা হয় এবং উক্ত সময়ের এমনকি এযাবৎকাল প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক তাহাদের লে-অফ কালীন বেতন ভাতা বা অন্যান্য আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ করা হয় নাই বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং লে-অফকালীন যাবতীয় বেতন ও ভাতা প্রদানের জন্য অত্র আদালত কর্তৃক আদেশ প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং প্রার্থকগণের আরজি এবং আরজির প্রার্থনা মোতাবেক এই সকল মামলায় "লে-অফ কালীন" বেতন ভাতা দাবী করায় "বেতন ও ভাতা" শব্দ ব্যবহার করা হইলেও তাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৯(১) ও (২) উপধারা মোতাবেক লে-অফ কালীন ক্ষতিপূরণকে বুঝাইবে কারণ লে-অফ কালীন সময়ে কোন শ্রমিক বেতন ভাতা (মজুরী) দাবী করিতে পারেন না। তাহারা শুধুমাত্র উপরোক্ত শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৯ (১) ও (২) উপধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারেন। কারণ মজুরী পরিশোধ আইনের ২(৬) উপধারায় উল্লেখিত মজুরীর সংজ্ঞায়

"ক্ষতিপূরণ" কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই যদি অন্তর্ভুক্ত করা হইত তবেই মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় আনীত এই মামলাগুলিতে প্রার্থকগণ প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার হইতেন। লে-অফ কালীন যাবতীয় পাওনা বলিতে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৯(১) ও (২) উপধারা মতে লে-অফ কালীন শ্রমিকগণ শুধুমাত্র ক্ষতিপুরণ পাইতে অধিকারী কারন তাহাদের চাকুরী তখনও বহাল থাকে। সেই কারনে ঐ সময়ে অন্য কোন পাওনা পাইতে তাহারা হকদার নহেন। কাজেই উহা মজুরী পরিশোধ আইনের ২(৬) উপধারার সংগা মতে 'মজুরী বা পারিতোষিক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মজুরী পরিশোধের আইনের ১৫ ধারা মতে অত্র মামলাগুলি আইনতঃ রক্ষণীয় নহে। Labour & Industrial Laws of Bangladesh by Dhar বইয়ের ৪৮১ পৃষ্ঠায় Compensation for Lay-off : If wages এই বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে যে, Held : The definition of the term "wages" suggests that the word "remuneration" is used in the sense of any payment, which is made for work done or for services rendered. In an appeal Indian Supreme Court observed : "Remuneration is only a more formal version of 'payment' and payment is a recompense for service rendered". Compensation, which is payable for lay-off, that is, on account of the failure or inability of the employer to provide work, cannot therefore be said to be remuneration."

মামলাগুলির আরজি ও প্রার্থনা মতে অত্র আদালতের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মামলাগুলি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুসারে বিচারযোগ্য কিন্তু আই, আর, ও, হিসাবে মামলাগুলি রুজু না করিয়া মজুরী পরিশোধ আইনের অধীনে পি, ডাব্লিউ, মামলা হিসাবে রুজু করায় প্রার্থকগণের প্রার্থীত প্রতিকার প্রদান করার আইনগত এখতিয়ার অত্র আদালতের নাই যদিও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই বিষয়ে তেমন কোন বিরোধীতা করেন নাই। কাজেই প্রার্থকগণকে প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে হইলে আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারা মতে মামলা আনয়নের কোন বিকল্প নাই জন্য অত্র মামলাগুলি খারিজযোগ্য। তাই বর্তমান আকারে আনীত মামলাগুলি তামাদি আইনে বারিত না হইলেও উপরোক্ত কারনে মামলাগুলি আইনতঃ রক্ষণীয় না হওয়ায় ১,৩ ও ৪নং বিবেচ্য বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত প্রার্থকগণের প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৩/৯৯ তৎসহ অত্র রায়ে উল্লেখিত পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৪/৯৯ হইতে ১৯/৯৯ দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় রায়ের শর্তে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস মতে মামলাগুলির আরজি মোতাবেক আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারায় বিচারযোগ্য মামলা বিধায় উক্ত আইন ও ধারামতে দায়ের না করিয়া অত্র মজুরী পরিশোধ আইনের অধীনে আনয়ন করায় অর্থাৎ ভুলভাবে দায়ের করায় আইনতঃ রক্ষণীয় নহে জন্য খারিজ করা হইল। প্রার্থকগণ ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত আইনের আওতায় পুনরায় মামলা দায়ের করিতে পারেন। অত্র রায় ও আদেশ পি, ডাব্লিউ, ৪/৯৯ হইতে ১৯/৯৯ নং মামলাগুলিতেও প্রযোজ্য হইবে। অত্র রায় পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯ নং মামলার নথির সহিত সামিল থাকিবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত এবং
কর্তৃপক্ষ মজুরী পরিশোধ আইন, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৬/২০০১

মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া, সহকারী পরিদর্শক (প্রকৌশল),
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, সূত্রাপুর, বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আবদুল খালেক মুন্সী, পিতা জমসের আলী, মালিক,
বিসমিল্লাহ আজমিরি ফ্লাওয়ার মিল, সয়াধানগড়া, নিউ বগুড়া রোড, সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং ৭, তারিখ, ৫-৯-২০০১

অদ্য মামলাটির আদেশ (রায়ের) এর জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

আমি অত্র মামলার নথি, প্রমাণে চিহ্নিত কাগজপত্র এবং দরখাস্তকারীর জবানবন্দী পর্যালোচনা করিলাম। নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ অত্র আদালত হইতে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ পরপর দুইবার গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন যাহা আইনতঃ নিন্দনীয়। দরখাস্তকারী-সাক্ষীর জবানবন্দী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর প্রেরীত পত্রেরও কোন জবাব দেয় নাই। প্রতিপক্ষ তাহার কারখানায় দরখাস্তকারীর বর্ণিত শ্রমিকগণের স্থলে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু বর্ণিত ১৪ জন শ্রমিকের বকেয়া বেতন, গ্র্যাচুয়িটি, নোটিশ পে, অর্জিত ছুটির টাকা এযাবত কিছুই পরিশোধ করেন নাই ফলে ঐ সকল বিষয়ে ১৪ জন শ্রমিকের পাওনা বাবদ ৩,০৪,৯৪০ টাকা অত্র মামলায় দরখাস্তকারী (১নং সাক্ষী) প্রদঃ নং ১ এ বর্ণিত শ্রমিকদের পক্ষে দাবী করিয়াছেন যাহা সম্পর্কে ১নং প্রতিপক্ষের পক্ষে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। ফলে উক্ত ১৪ জন শ্রমিক উহা আদায় পাইতে হকদার কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রুলিং ৫০ ডি,এল,আর, পৃষ্ঠা-২২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক "গ্র্যাচুয়িটি" "মজুরী" সংজ্ঞার আওতাভুক্ত নহে তাই প্রদঃ নং ১ এর ৯নং কলামে বর্ণিত অংকের টাকা বর্তমান মামলায় শ্রমিকগণ পাইতে অধিকারী নহেন। উক্ত ৯নং কলামের অংকের টাকা বাদে প্রদঃ-১ এর ৮, ১০ ও ১১নং কলামের অংকের টাকা সর্বমোট ২,১৭,১৪০ (দুই লক্ষ সতের হাজার একশত চল্লিশ টাকা মাত্র) উল্লেখিত শ্রমিকগণ অত্র মামলার প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাইতে অধিকারী। তাই অত্র মামলাটি অনুরূপভাবে একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। আজ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রদঃ নং ১ এ বর্ণিত শ্রমিকগণকে তাহাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ৮, ১০ এবং ১১নং কলামে উল্লেখিত পাওনা টাকা সর্বমোট ২,১৭,১৪০ পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। ইতিমধ্যে কোন শ্রমিককে কোন টাকা পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে তৎপরিমাণ টাকা তাহার পাওনা পরিশোধিত হিসাবে গণ্য হইবে। প্রতিপক্ষ এই নির্ধারিত সময়ে মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী বা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তাহার পাওনা টাকা অত্র মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। অত্র আদেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত
এবং কর্তৃপক্ষ,
মজুরী পরিশোধ আইন, রাজশাহী ।

রায় প্রদানের তারিখ ২৮শে জুন, ২০০১
পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩/২০০০

মোঃ ছইম উদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত ও টি ড্রাইভার,
রংপুর সুপার মিলস, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা)
১১৫-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। যুগ্ম সচিব (সংস্থাপন), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা)
১১৫-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন),
আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা)
১১৫-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

৫। রংপুর চিনিকল লিঃ পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মতে একখানা দরখাস্ত। দরখাস্তকারীর আরজির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যে তিনি ৫নং প্রতিপক্ষ, রংপুর চিনিকল লিঃ এর অধীনে বিগত ৭-১২-৬০ইং তারিখে জি হেলপার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া ফিটার পদে পদোন্নতি লাভ করেন (পদোন্নতির তারিখ উল্লেখ নাই)। অতঃপর টি ড্রাইভার পদেও পদোন্নতি লাভ করেন এবং তাহার বেতন বর্ধিত হইয়া ৩,৫৯৫ টাকা দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় তিনি ৩১-১২-৯৬ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অবসর-জনিত পাওনাদি সম্পর্কে সঠিক হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। ৫নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক গত ৩-৫-৯৭ইং তারিখের পত্রমূলে দরখাস্তকারীকে বিগত ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে কনফার্ম করা হয় এবং একই পত্রে উক্ত তারিখ হইতে তাহার চাকুরীকাল গণনা করিয়া গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা যাইবে কি না বা কোন্ তারিখ হইতে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা যাইবে সেই ব্যাপারে ৫নং-প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের নিকট উক্ত পত্রে সিদ্ধান্ত জানিতে চান। এদিকে দরখাস্তকারীকে ১৯৬৯ সাল হইতে ৩১-১২-৯৬ইং তারিখ পর্যন্ত

অবসর জনিত গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা হয় কিন্তু প্রথম নিয়োগ ১৯৬০ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা হয় নাই। উপরোক্ত ৩-৫-৯৭ইং তারিখের পত্রের উত্তর না পাইয়া ৫নং প্রতিপক্ষ পুনরায় ২০-১২-৯৯ইং তারিখে ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর রিমাইন্ডার পত্র পাঠান। অতঃপর দরখাস্তকারী ৪নং প্রতিপক্ষ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর গত ৩০-১২-৯৯ইং তারিখে উপরোক্ত বিষয়টি সমাধানের জন্য আবেদন করেন। ইহার প্রেক্ষিতে ৩নং প্রতিপক্ষ উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা ২-১-২০০০ইং তারিখের এক স্মারক পত্রে ৫নং প্রতিপক্ষকে দপ্তর রেকর্ড এর ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু উহাতেও দরখাস্তকারীকে তাহার উপরোক্ত বকেয়া পাওনাদি প্রদান না করায় দরখাস্তকারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাই দরখাস্তকারী ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ৯ বৎসর সময়ের জন্য প্রতি বৎসর ২ মাস হিসাবে ১৮ মাসের ৩৫৯৫×১৮=৬৪,৭১০ টাকা দাবী করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ৫নং প্রতিপক্ষের গত ৩-৫-৯৭ইং তারিখের পত্র মোতাবেক দরখাস্তকারীর চাকুরী বিগত ৭-১২-৬০ইং তারিখে কনফার্ম হওয়ায় তিনি উক্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি পাইতে আইনতঃ হকদার।

পক্ষান্তরে ৫নং প্রতিপক্ষ এই মামলায় লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে এই মামলা কারণ বিহীন, বর্তমান আকার ও প্রকারে অচল। ইসটোপেল, ওয়েভার ও এ্যাকুইসেন্স নীতি দ্বারা বারিত এবং তামাদি দোষেও বারিত। তর্কিত দাবী মজুরীর "অন্তর্ভুক্ত" না হওয়ায় মজুরী পরিশোধ আইনে অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে জন্য সরাসরি খারিজযোগ্য। এই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর চাকুরী ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে স্থায়ী হওয়া এবং ৯ বৎসরের গ্র্যাচুয়িটির টাকা পাওনার দাবী ও অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তাহার মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, বিগত ৭-১২-৬০ইং তারিখে রংপর চিনিকলে দৈনিক মজুরীতে নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে গ্যারেজ হেলপার পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৭ সালে দরখাস্তকারী মাসিক ভিত্তিতে মজুরী পাওয়ার ও ছুটি ভোগ করার আবেদন করেন। তাহার আবেদন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ ১-৯-৬৯ইং তারিখের পত্র নং-পি,এফ/১৬(টি) মূলে ১-৭-৬৯ইং তারিখ হইতে তাহাকে গ্যারেজ হেলপার পদে নিয়মিত করেন এবং তাহার বেতন ১১৫ টাকা ধার্য করা হয়। অতঃপর তাহাকে ২১-১০-৭২ইং তারিখের পরীক্ষার ভিত্তিতে ১-১১-৭২ইং তারিখ হইতে ফিটার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ২০-৪-৭৭ইং তারিখ হইতে তাহাকে ট্রাক ড্রাইভার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং উক্ত পদে চাকুরী থাকাকালে তাহাকে ৩১-১২-৯৬ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী বিগত ২৫-৩-৯৮ইং তারিখে ১-৭-৬৯ইং হইতে ৩১-১২-৯৬ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গ্র্যাচুয়িটি ও সার্ভিস বেনিফিট এর চূড়ান্ত বিলে টাকা বুঝিয়া লইয়াছেন। উহার দীর্ঘদিন পর মিথ্যা দাবী উত্থাপন করিয়া বিগত ৭-১২-৬০ইং হইতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত গ্র্যাচুয়িটি দাবী করিয়াছেন। বিগত ২৮-১২-৬৭ইং তারিখে সুগার মিলস কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধ্যস্থতা চুক্তির প্রেক্ষিতে ১-৭-৬৭ইং তারিখ হইতে দৈনিক শ্রমিক ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োজিত মৌসুমী শ্রমিকগণকে মাসিক ভিত্তিতে মজুরী প্রদানের জন্য ৩ বৎসর মেয়াদী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উহা সত্বেও তাহারা নিয়মিত ও স্থায়ী শ্রমিক না হওয়ায় কোন বেতন স্কেল বা বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পাইতেন না। এইরূপ শ্রমিকদের জন্য কোন গ্র্যাচুয়িটি বা সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের কোন নিয়ম-নীতি ছিল না। ১৯৭২ সালে সকল সুগার মিল বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হইলে মিলগুলি সরাসরি বিএসএফআইসি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিএসএফআইসি কর্তৃপক্ষের ৩০-৪-৮৪ইং ও ৪-৬-৮৪ইং তারিখের বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধুমাত্র মৌসুমী কর্মচারী, যাহাদের চাকুরী ১৯৭২ সাল হইতে ১৯৭৮ সালের মধ্যে স্থায়ীকরণ করা হইয়াছে শুধুমাত্র তাহাদেরকেই চাকুরী স্থায়ীকরণের তারিখ হইতে গ্র্যাচুয়িটি পাওয়ার অধিকারী করা হয়। উক্ত মর্মে বিগত ২৩-৭-৮৪ইং তারিখের ইআর-এসএফ/গ্র্যাচুয়িটি/১১/১৬৪ নং প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে দৈনিক শ্রমিক ও দৈনিক মজুরীতে নিয়োজিত মৌসুমী শ্রমিকগণকে কোন গ্র্যাচুয়িটি সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। দরখাস্তকারী ১-৭-৬৯ইং তারিখের পূর্বে দৈনিক মজুরীতে নিয়োজিত থাকায় এবং ঐ সময়ে চাকুরী স্থায়ীকরণ বা নিয়মিতকরণ না হওয়ায় উপরোক্ত প্রজ্ঞাপন

মতে তিনি উক্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি পাইতে হকদার নহেন। উক্ত চাকুরীকাল তাহার চাকুরীর কনটিনিউয়িটি গণনার সহিত সম্পৃক্ত নহে। মজুরী পরিশোধ আইনে দাবীকৃত গ্র্যাচুয়িটি রক্ষণীয় না হওয়ায় এই মামলা সরাসরি খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

২। অত্র মামলা প্রিন্সিপাল অফ ওয়েভার, এ্যাকুইসেন্স এবং ইসটোপেল বা তামাদি আইনে বারিত কি না?

৩। দরখাস্তকারী ৫নং প্রতিপক্ষের গত ৩-৫-৯৭ইং তারিখের পত্র মোতাবেক স্থায়ী ওয়ার্কার ছিলেন কি না এবং বি,এস,এফ,আই,সি, কর্তৃক ২৩-৭-৮৪ইং তারিখের ইআর-এসএফ/গ্র্যাচুয়িটি/১১/১৬৪ নং প্রজ্ঞাপন অনুসারে তাহার ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি বাবাদ দাবীকৃত টাকা পাইতে তিনি হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১

এই মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না বলিয়া জানান এবং তাহাদের দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণপত্র হিসাবে চিহ্নিত করার নিবেদন করায় উহা দরখাস্তকারী পক্ষে প্রদঃ ১ হইতে ৫ এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রদঃ ক হইতে জ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, দরখাস্তকারী ৭-১২-১৯৬০ইং তারিখে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলেও গত ৩-৫-৯৭ইং তারিখের ৫নং প্রতিপক্ষের স্বাক্ষরিত পত্রে দরখাস্তকারীকে
৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে কনফার্ম করা হয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহার বক্তব্য যে, উহা মহাব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র কাজেই কর্পোরেশনের বিধি-বিধান অনুসারেই উক্ত ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে তাহাকে অবসর পরবর্তীকালে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা আবশ্যক ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাকে ১-৭-৬৯ইং তারিখ হইতে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা হয়। তদবিরুদ্ধে দরখাস্তকারী গ্র্যাচুয়িটি পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট মৌখিক ও লিখিতভাবে আবেদন ও নিবেদন করা সত্ত্বেও তাহাকে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান না করায় এমন কি প্রতিপক্ষ করপোরেশনের প্রধান দপ্তর হইতে ৫নং প্রতিপক্ষকে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ৫নং প্রতিপক্ষ তদ-বিভক্তিতে এযাবৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই তাই বাধ্য হইয়া এই মামলা করা হয়। উপরোক্ত কারণে দরখাস্তকারী উল্লেখিত সময়ের মোট ১৮ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬৪,৭১০ টাকা বকেয়া পরিশোধের আদেশ দানের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৫০ ডি,এল,আর, পৃষ্ঠা-৪৭৬ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, কন্টিফরমস ফরমস বনাম-মেম্বার, লেবার আপীলেট ট্রাইব্যুনাল মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ৩-৫-৯৭ইং তারিখের স্মারক পত্রে ৫ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ৭-১২-৬০ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে কনফার্ম করিয়াছিলেন ইহা সঠিক নহে। কারণ বিগত ২২-১২-৬৭ এবং ১২-৮-৬৭ইং তারিখে তিনি ডেইলি ব্যাসিসে শ্রমিক হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন। উক্ত কারণে দরখাস্তকারী দাবীকৃত সময়ের কোন গ্র্যাচুয়িটি পাইতে হকদার ছিলেন না। বরং কর্পোরেশনের প্রজ্ঞাপন অনুসারে তাহাকে তাহার অবসরজনিত পাওনাদি ও গ্র্যাচুয়িটি পরিশোধ করা হইয়াছে। তিনি জোর দিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে কোন প্রকার বকেয়া পাওনার অধিকারী

নহেন। তদুপরি গ্র্যাচুয়িটি ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় কোন দাবীকৃত বিষয় নহে কারণ উহা উক্ত আইনের ২(৬) উপ-ধারায় মজুরীর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই বিষয়ে ৫০ ডি,এল,আর, পৃষ্ঠা- ২২,'স' ওয়েলেস বনাম তোফাজ্জল হোসেন দিং মামলার রুলিং দাখিল করেন এবং বলেন যে, উক্ত রুলিংয়ের প্রেক্ষিতে মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় আনয়ন করায় আইনতঃ রক্ষণীয় নহে তাই তিনি মামালটি সরাসরি খারিজ করার নিবেদন করেন।

এই প্রসংগে এই মামলার মেরিট এবং উপরে গৃহীত ২ ও ৩ নং বিবেচ্য বিষয় আলোচনার পূর্বে মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় আনয়ন করায় উহা রক্ষণীয় কিনা তাহা সর্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বাদী (দরখাস্তকারী) পক্ষে প্রদর্শিত ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-৪৭৬ মামলার রুলিং পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় একজন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে টার্মিনেট করার কারণে উক্ত প্রোডাকশন ম্যানেজার টার্মিনেশন বেনিফিট দাবী করিয়া পেমেন্ট অব ওয়েজেজ এ্যাক্টের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত দেন যে, "টার্মিনেশন বেনিফিট" উক্ত আইনের "মজুরী" সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ঐ মামলাটি ছিল টার্মিনেশন বেনিফিট সম্পর্কিত এবং বর্তমান মামলাটি হইতেছে অবসর গ্রহণের পর চাকুরী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের "গ্র্যাচুয়িটি" সম্পর্কিত। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একই ডি, এল, আর, অর্থাৎ ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২২ এর রুলিং দাখিল করেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে কোন ধরনের "গ্র্যাচুয়িটি" মজুরী পরিশোধ আইনের "মজুরী" সংজ্ঞার আওতাভুক্ত নহে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য রুলিংটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

"Payment of Wages Act (IV of 1936) Section 2(VI)

Gratuity of any type, either on discharge, or termination or arising out of a settlement is not included in the definitive clause as wages.

Therefore, non-payment of gratuity can neither be claimed as deduction from wages or delay in payment of wages. The language of the aforementioned section are quite clear and exact and leave no scope for inclusion as wages or any other payment that is not included in the section."

সুতরাং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার দরখাস্তকারী বিগত ৩১-১২-৯৬ ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করার পর এবং ১৯৬৯ সাল হইতে ৩১-১২-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি প্রাপ্তির পর ৭-১২-৬০ ইং তারিখ হইতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ১৮ মাসের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬৪,৭১০/- টাকা দাবী করায় তাহা পেমেন্ট অফ ওয়েজেজ এ্যাক্টের ২(৬) এবং ১৫(২) উপ-ধারায় আদায়যোগ্য নহে। কাজেই মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক যে কোন গ্র্যাচুয়িটি আদায়যোগ্য না হইলে অত্র মামালা রক্ষণীয় হইতে পারে না তাই অত্র রায়ের ২ ও ৩ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় এই মামালায় আলোচনার বিষয়বস্তু নহে জন্য ২ ও ৩ নং বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল না। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে ৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে আইনতঃ রক্ষণীয় নহে জন্য খারিজ করা হইল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত,
রাজশাহী এবং কর্তৃপক্ষ,
মঞ্জুরী পরিশোধ আইন।

রায় প্রদানের তারিখ-২৮শে জুন/২০০১

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং-৪/২০০০

মোঃ লুৎফর রহমান, জীপ ড্রাইভার (অবসরপ্রাপ্ত), পরিবহণ শাখা,
রংপুর চিনিকল, সাং-এস, এম, প, বিভাগ, হাল সাং-চন্দনপাট,
পোঃ-মহিমাগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা),
১১-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। রংপুর চিনিকল লিঃ পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধ।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর চিনিকল লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি পেমেন্ট অফ ওয়েজেজ এ্যাক্টের ১৫ ধারা মতে আনীত মামলা। দরখাস্তকারীর আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি বিগত ৫-১১-৬০ইং তারিখে মৌসুমী জীপ ড্রাইভার হিসাবে মাসিক ৯৫ টাকা বেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া ৫-৪-৬৬ইং তারিখের পত্রমূলে ১-৭-৬৬ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে স্থায়ী হয় এবং তাহার বেতন ৪,৯৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বিগত ৩-১-৯৯ইং তারিখে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে প্রতিপক্ষ তাহাকে ১--৭-৬৬ইং হইতে ৩-১-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত গ্র্যাচুয়িটি বাবদ পাওনা পরিশোধ করেন। কিন্তু চাকুরী স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও ৫-১১-৬০ হইতে ৩০-৬-৬৬ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাকে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ কোন টাকা প্রদান করা হয় নাই। এজন্য তিনি প্রতিপক্ষের নিকট ২৩-২-৯৯ইং তারিখে এক পত্র প্রেরণ করেন। উহা প্রাপ্তির পরেও তাহা বিবেচনা করা হয় নাই। অতঃপর দরখাস্তকারী ১৫-৪-৯৯ইং তারিখে ৩নং প্রতিপক্ষের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতেও কোন ফল না পাইয়া তিনি সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করিলে তাহাকে ধৈর্য ধরিতে বলা হয়। ইহাতেও কোন লাভ হয় নাই। ইতিমধ্যে উক্ত কারণে দরখাস্তকারীর পক্ষে আদালতের আশ্রয় লওয়া সম্ভব হয় নাই। তাই বাধ্য হইয়া দরখাস্তকারী

উক্ত ৬ বৎসর কালের মোট ১২ মাসের গ্র্যাচুয়িটি হিসাবে ৫৯,৯৪০ টাকা আদায়ের জন্য অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হন।

পক্ষান্তরে ৩নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া লিখিত বর্ণনা পত্র দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহার মতে অত্র মামলা কারণবিহীন, বর্তমান আকার ও প্রকারে অচল এবং তামাদি আইনে বারিত। বিতর্কিত দাবী মঞ্জুরীর অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে জন্য সরাসরি খাজিরযোগ্য। এই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর আরজিতে যাবতীয় দাবী ও অভিযোগ মিথ্যা মতে অস্বীকার করেন।

তাহার মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, দরখাস্তকারীকে ১৯৬০ সালে ট্রাক্টর ড্রাইভার পদে নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৭ সালে ই, পি, আই, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ ও সুগার মিলসমূহের সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি মোতাবেক দরখাস্তকারী ও অন্যান্য দৈনিক চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকগণকে মাসিক মজুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ৩ বৎসর মেয়াদ ধার্য করা হয়। এইরূপ শ্রমিকগণের গ্র্যাচুয়িটি বা সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের কোন নিয়ম-নীতি ছিল না। ১৯৭২ সাল হইতে সুগার মিলসমূহ বি, এস, এফ, আই, সি, কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিগত ৩০-৫-৮৪ ও ৪-৬-৮৪ইং তারিখের বি, এস, এফ, আই, সি, কর্তৃপক্ষের বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীকে ১৯৭২ হইতে ১৯৭৮ সনের মধ্যে স্থায়ীকরণ করা হইয়াছে তাহাদেরকে ঐ তারিখ হইতে গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ২৩-৭-৮৪ইং তারিখের ইআর-এসএফ/গ্র্যাচুয়িটি/১১/১৬৪ নং প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। সেই কারণে দরখাস্তকারী ১৯৬০ সাল হইতে ট্রাক্টর ড্রাইভার পদে নির্ধারিত বেতনে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার পর ১-৪-৬৬ইং তারিখ হইতে তাহাকে সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয় এবং অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে চাকুরী করিয়াছেন। ৫৭ বৎসর পুর্তির পর তিনি ৩-১-৯৯ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ২৩-২-৯৯ইং তারিখে তাহার গ্র্যাচুয়িটি প্রাপ্যতা বিষয়ে ১৯৬৬ সালের পরিবর্তে ১৯৬০ সাল হইতে গ্র্যাচুয়িটি দাবী করিলে তাহার রেকর্ডপত্র পরীক্ষান্তে তাহার স্থায়ী নিয়োগের তারিখ ১-৪-৬৬ তারিখ হওয়ায় তাহায় দাখিলী আবেদন বিবেচনার সুযোগ নাই মর্মে তাহাকে ১৫-৪-৯৯ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/অবসর/৯৯/৬৬৭ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়। উক্ত তারিখের পর তিনি যথাসময়ে কোন প্রতিকার প্রার্থনা না করিয়া দীর্ঘদিন পর অত্র মামলা দায়ের করেন যাহা মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে। তাই অত্র মামলা খারিজ করার নিবেদন করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক আইনতঃ রক্ষণীয় কি না ?

২। অত্র মামলা প্রিন্সিপল অফ ওয়েভার, এ্যাকুইসেন্স এবং ইষ্টোপেল বা তামাদি আইনে বারিত কি না ?

৩। দরখাস্তকারী ৩নং প্রতিপক্ষের ৫-৪-৬৬ইং তারিখের পত্র মোতাবেক স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন কি না এবং বি, এস, এফ, আই, সি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৩-৭-৮৪ইং তারিখের ইআর-এসএফ/গ্র্যাচুয়িটি/১১/১৬৪ নং প্রজ্ঞাপন অনুসারে তাহার ৫-১১-৬০ হইতে ৩০-৬-৬৬ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি বাবদ দাবীকৃত ৫৯,৯৪০ টাকা পাইতে তিনি হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১

এই মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না বলিয়া জানান এবং তাহাদের দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণপত্র হিসাবে চিহ্নিত করার নিবেদন করেন। যাহা দরখাস্তকারী পক্ষে প্রদঃ-১ হইতে ৬ এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রদঃ-'ক' হইতে 'ঙ' চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে ৫-১১-৬০ইং তারিখে মৌসুমী জীপ ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ করা হয় অতঃপর ১-৭-৬৬ইং তারিখে তাহার চাকুরী স্থায়ী করা হয়। তিনি ৩-১-৯৯ইং তারিখে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু তাহাকে ৫-১১-৬০ইং তারিখ হইতে স্থায়ী করা হইলেও তাহাকে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা হয় ১-৭-৬৬ইং তারিখ হইতে ফলে ৫-১১-৬০ হইতে ৩০-৬-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য তাহাকে গ্র্যাচুযিটি প্রদান না করায় প্রতিপক্ষ আইনসংগত সুবিধা হইতে দরখাস্তকারীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, মিল কর্তৃপক্ষ তাহার চাকুরী ১-৭-৬৬ইং তারিখ হইতে স্থায়ীকরণ করায় দরখাস্তকারী তাহার চাকুরীর প্রথম হইতে অর্থাৎ ৫-১১-৬০ হইতে ৩০-৬-৬৬ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্র্যাচুয়িটি পাওয়ার আইনগত অধিকারী। কিন্তু তাহাকে ঐ সময়ের গ্র্যাচুয়িটি না দেওয়ায় তিনি যথাসময়ে বিগত ২৩-২-৯৯ এবং ১৫-৪-৯৯ইং তারিখে লিখিত আবেদন করা সত্ত্বেও তাহাকে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান না করায় দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই গ্র্যাচুয়িটি মজুরীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় এই মামলা দায়ের করেন। তাহার মতে দরখাস্তকারীর এই মামলা মেইনটেইনেবল এবং তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-৪৭৬ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, কন্টিফরমস ফরমস-বনাম-মেম্বার, লেবার আপীলেট ট্রাইবুন্যাল মামলার রুলিং উদ্ধৃত করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী এই মামলা বর্তমান মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, গ্র্যাচুয়িটি "মজুরীর" সংগার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই মর্মে তিনি বলেন যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২২ 'স' ওয়েলেস-বনাম-তোফাজ্জল হোসেন দিং মামলায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহার আরও বক্তব্য যে, দরখাস্তকারী অবসর গ্রহণ করিবার পর স্বীকৃতমতে ১-৭-৬৬ হইতে ৩-১-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত গ্র্যাচুয়িটির অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাহার দাবীকৃত গ্র্যাচুয়িটি সম্পর্কে তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং পরবর্তীতে তিনি দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে গ্র্যাচুয়িটির দরখাস্ত গত ২৩-২-৯৯ইং তারিখে দাখিল করিলে তাহা বিবেচনার সুযোগ নাই মর্মে ১৫-৪-৯৯ইং তারিখে তাহাকে অবহিত করা হয়। কিন্তু তিনি অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন ২১-৬-২০০০ইং তারিখে যাহা এক বৎসরের অনেক পরে। কাজেই মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) উপ-ধারার শর্তানুসারে মামলাটি তামাদি বারিত। তাই তিনি অত্র মামলা খারিজ করার নিবেদন করেন।

অত্র মামলার ২ ও ৩নং বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অত্র ১নং বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয়। আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাহাদের প্রদর্শিত রুলিংদ্বয় পর্যালোচনা করিয়াছি। দরখাস্তকারী পক্ষে প্রদর্শিত রুলিং ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-৩৭৬ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় উহা একজন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে টার্মিনেট করার কারণে উক্ত প্রোডাকশন ম্যানেজার টার্মিনেশন বেনিফিট দাবী করিয়া পেমেন্ট অব ওয়েজেজ এ্যাক্টের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি দায়ের করিয়াছিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত দেন যে, টার্মিনেশন বেনিফিট উক্ত আইনের মজুরীর সংগার অন্তর্ভুক্ত যেহেতু এই মামলাটি ছিল টার্মিনেশন বেনিফিট সম্পর্কিত বর্তমান মামলাটি হইতেছে অবসর গ্রহণের পর চাকুরী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের গ্র্যাচুয়িটি সম্পর্কিত। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একই ডি, এল, আর, অর্থাৎ ৫০ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-২২ এর রুলিং দাখিল করেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে কোন ধরনের 'গ্র্যাচুয়িটি' মজুরী পরিশোধ আইনের "মজুরীর" সংগার আওতার্ভুক্ত নহে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য রুলিংটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

Payment of Wages Act (IV of 1936) Section 2(VI).

Gratuity of any type, either on discharge, or termination or arising out of a settlement is not included in the definitive clause as wages.

Therefore, non-payment of gratuity can neither be claimed as deduction from wages or delay in payment of wages. The language of the aforementioned sections are quite clear and exact and leave no scope for inclusion as wages or any other payment that is not included in the section."

সুতরাং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার দরখাস্তকারী বিগত ৩-১-৯৯ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করার পর এবং ১-৭-৬৬ হইতে ৩-১-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে গ্র্যাচুয়িটি প্রাপ্তির পর ৫-১১-৬০ হইতে ৩০-৬-৬৬ইং তারিখ পর্যন্ত ১২ মাসের "গ্র্যাচুয়িটি" বাবদ ৫৯,৯৪০ টাকা দাবী করায় তাহা পেমেন্ট অফ ওয়েজেজ এাক্টের ১৫(২) উপ-ধারায় আদায়যোগ্য নহে। কাজেই মজুরী পরিশোধ আইনের ২(৫) ও ১৫(২) উপ-ধারা মোতাবেক যে কোন গ্র্যাচুয়িটি আদায়যোগ্য না হইলে অত্র মামলা রক্ষণীয় হইতে পারে না তাই অত্র রায়ের ২ ও ৩নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় এই মামলায় আলোচনার বিষয়বস্তু নহে জন্য ২ ও ৩নং বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল না। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দো'তরফা সূত্রে ৩নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে আইনতঃ রক্ষণীয় নহে জন্য খারিজ করা হইল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-১৭ই জুলাই/২০০১

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-৭/২০০১

১। জয়নাল মিঞা, সভাপতি।

২। শ্রী বাচ্চু চন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত মিঠাপুকুর মালামাল লোড আনলোড লেবার ইউনিয়ন,
মিঠাপুকুর পশু হাসপাতাল গেট, মিঠাপুকুর, রংপুর—আপীলকারী পক্ষ।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামছুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৮(৩) উপ-ধারা মোতাবেক আনীত একটি আপীল মামলা।

আপীলকারীদ্বয়ের দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা রংপুর জেলার মিঠাপুকুর পশু হাসপাতাল গেট নামক স্থানে "মিঠাপুকুর মালামাল লোড আনলোড লেবার ইউনিয়ন" নামে ২০ সদস্য-বিশিষ্ট একটি ইউনিয়ন গত ১২-১২-২০০০ইং তারিখে গঠন করেন। অতঃপর ১৯-১২-২০০০ইং তারিখে উক্ত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইউনিয়ন গঠনের অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত ইউনিয়নে কোন দৈত সদস্য পদধারী কেহ নাই। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপীলকারী পক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারার বিধান মোতাবেক রেসপনডেন্টের দপ্তরে ১৫-১-২০০১ ইং তারিখে আবেদনপত্র দাখিল করেন। অতঃপর রেসপনডেন্ট পক্ষ ২৬-১-২০০১ ইং তারিখে ৯ দফার একটি আপত্তিপত্র প্রস্তুত করিলেও তাহা আপীলকারী পক্ষের নিকট পাঠানো হয় নাই। পরবর্তীতে উক্ত বিষয় জানিতে পারিয়া আপীলকারী পক্ষ গত ২৮-২-২০০১ ইং তারিখে আপত্তিসমূহের সংশোধনী দাখিল করেন এবং ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থনা করেন। সংশোধনীর মধ্যে ৩টি প্রত্যায়নপত্র দাখিল করা হইয়াছিল।

ইহা সত্ত্বেও রেসপনডেন্ট পক্ষ একপেশে দৃষ্টিভংগী লইয়া তদন্তের নামে কতিপয় খোড়া যুক্তির অজুহাতে ১৫-৩-২০০১ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। ফলে আপীলকারী পক্ষ বাধ্য হইয়া অত্র আপীল দায়ের করেন। কথিত তদন্ত কবে কোথায় সম্পন্ন করা হইয়াছিল আপীলকারী পক্ষ তাহা জানেন না। তাই আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মঞ্জুরপূর্বক তাহাদের প্রার্থিত রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির আদেশ প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে রেসপনডেন্ট পক্ষ (প্রতিপক্ষ) অত্র আপীল মামলায় নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া হাজির হইয়া লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত বক্তব্যে বলা হয় আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন আবেদনপত্র ১৫-১-২০০১ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া উহাতে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে ২৫-১-২০০১ইং তারিখে ৯ দফা আপত্তি সম্বলিত একটি স্মারকপত্র আপীলকারীগণের বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আপীলকারী পক্ষ উহা সংশোধন করিয়া না দেওয়ায় ১৪-৩-২০০১ইং তারিখের এক পত্রের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তের জন্য আবেদনপত্রের সকল কাগজপত্র উত্থাপিত অপত্তিসহ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুরে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর রংপুর আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্তকালে তথাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন না দেওয়ার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্তকালে ইউনিয়নটির অফিস ঘর দেখিতে পান নাই। আপীলের দরখাস্তে যে তিনটি প্রত্যায়নপত্রের কথা উল্লেখ রহিয়াছে তন্মধ্যে মেসার্স সোহেল ট্রেডার্সের মালিক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিয়াছিলেন যে, তিনি কোনরূপ প্রত্যায়নপত্র প্রদান করেন নাই। তদন্তকালে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে কর্মরত প্রকৃত সদস্য শ্রমিককে উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। প্রত্যায়নকারীরা প্রত্যায়নপত্র প্রদান সম্পর্কে অস্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। পি ফরমে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকিলেও উহাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। তদুপরি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতিসহ অন্য ২ জন সদস্য মিঠাপুকুর লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮) এর হাল নাগাদ চাঁদা দাতা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত আছেন। এমতাবস্থায় অত্র আপীল খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশনের দরখাস্ত রেসপনডেন্ট পক্ষ কর্তৃক গত ১৫-৩-২০০১ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় উহা আইনসংগত হইয়াছে কিনা ?

২। অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় একত্রে গ্রহণ করা হইল। অত্র আপীল শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রমানপত্র হিসাবে চিহ্নিত করার নিবেদন করেন। তিনি আপীলের দরখাস্তে উল্লেখিত বক্তব্য আপীল শুনানীকালে তুলিয়া ধরেন। তাহার মূল বক্তব্য হইতেছে যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আপীলকারীদ্বয় দরখাস্ত দাখিল করিলে যে ৯ দফা আপত্তি উত্থাপন করা

হয় তাহা আপীলকারীদ্বয় পূরণ ও সংশোধন করিয়া পুনরায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ আপীলকারীদ্বয়কে কোন কিছু অবহিত না করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অস্তিত্ব সম্পর্কে সরেজমিনে গোপন তদন্ত অনুষ্ঠান করেন বলিয়া দাবী করা হয় যাহা আদৌ সত্য নহে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, এইরূপ গোপন তদন্ত অনুষ্ঠানের আইনগত কোন অবকাশ নাই। তিনি আরও বলেন যে ২০ জন শ্রমিকের সমন্বয়ে এই ইউনিয়নটি বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালামাল লোড আনলোডের জন্য গঠন করা হয়। তাহারা সকলেই কুলি শ্রমিক। তাহাদের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সুপারিশপত্র দিয়াছিলেন। তদুপরি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুপারিশ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রমিকগণ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালামাল লোড আনলোডের কাজ করিয়া থাকেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। কাজেই আপীলকারী পক্ষ রেজিষ্টেশন প্রাপ্তির জন্য আই, আর, ও এর ৭ ধারার বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সত্বেও রেজিষ্ট্রেশন আবেদন তথাকথিত তদন্ত রিপোর্টের প্রেরিত প্রত্যাখান করায় উহা সম্পূর্ণ বেআইনী হইয়াছে বলিয়া তিনি নিবেদন করেন এবং অত্র আপীল মঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন। পক্ষান্তরে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি বলেন যে, আপীলকারী পক্ষের ইউনিয়ন এলাকার আর একটি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ইউনিয়ন (রাজ-১৯০৮) রহিয়াছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য শ্রম দপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দিয়া সরেজমিনে তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। তদন্তকালে দেখা যায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন অফিস ঘর নাই, কোন কর্মরত প্রকৃত সদস্য শ্রমিককে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তদুপরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের অনুকূলে প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই এবং মেসার্স সোহেল ট্রেডার্স এর মালিককে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঐ ধরনের প্রত্যায়নপত্র প্রদান করার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ২০ জন শ্রমিকের অনুকূলে যে ৬ জন মালিক প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে আপীলকারীদ্বয় সৃজন করিয়াছেন। তদুপরি উক্ত এলাকার মোট শ্রমিকের সংখ্যা রেজিষ্ট্রেশন দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে ৩০% ভাগ শ্রমিকের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। তাই তিনি উল্লেখিত কারণে অত্র আপীলও নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

আমি এই মামলার আপীল (দরখাস্ত) তদবিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি এবং উভয় পক্ষের দাখিলী প্রমাণে চিহ্নিত কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইতিমধ্যে নিবন্ধনপ্রাপ্ত মিঠাপুকুর লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮) এর নথি পর্যালোচনা করিলাম। এই মামলার আপীরকারী পক্ষের প্রধান বক্তব্য এই যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত শর্তাদি পূরণ করিয়া অতঃপর রেসপনডেন্ট পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি মিটআপ করা সত্বেও রেসপনডেন্ট এর মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিকগণ তদন্তকালে উপস্থিত না থাকায়, ইউনিয়নের কোন অফিস ঘর না থাকায় এবং মেসার্স সোহেল ট্রেডার্স এর মালিক কোন শ্রমিক সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র প্রদান করার কথা অস্বীকার করায় তদুপরি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি ও ২ জন সদস্য রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮ ইউনিয়নের চাঁদা দাতা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি দেখিতে পাই যে, প্রত্যাখান আদেশে বর্ণিত ১ ও ২নং কারণদ্বয় সমর্থনযোগ্য নহে। কেননা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বীকৃতমতেই আপীলকারী পক্ষকে অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন আবেদনকারী পক্ষকে কোন প্রকার নোটিশ না দিয়া উল্লেখিত তদন্ত সম্পন্ন করেন যাহা আইন ও বিধি মোতাবেক গ্রহণযোগ্য নহে। এই প্রসংগে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির যুক্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নহে যে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিয়া তদন্ত করিলে তদন্ত সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বরং উহা আমার মতে ইহা ন্যাচারাল

জাষ্টিসের পরিপন্থী। পূর্বাহ্নে নোটিশ প্রদানপূর্বক তদন্ত এলাকায় গমন করিলে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের অফিস ঘর দেখাইতে সক্ষম হইতেই অথবা দেখাইতে না পারিলে সেই মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে পারিতেন তখন উহা গ্রহণযোগ্য হইত। অনুরূপভাবে পূর্বাহ্নে নোটিশ প্রদান করিলে আপীলকারী পক্ষ শ্রমিক সদস্যবৃন্দকে তদন্তকালে উপস্থিত রাখিতে পারিতেন না পারিলে তাহা তাহাদের বিরুদ্ধে যাইত। কিন্তু নোটিশ না দিয়া এইরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান আপীলকারী পক্ষের অভিযোগ সমর্থন করে। কাজেই প্রত্যাখান আদেশের ১ ও ২নং কারণ প্রত্যাখান আদেশের জন্য যথেষ্ট নহে। ৩নং কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তদন্তকালে মেসার্স সোহেল ট্রেডার্স এর মালিককে উপস্থিত পাওয়া যায় এবং তিনি আপীলকারী পক্ষকে প্রদত্ত প্রত্যাখান-পত্রের বিষয় অস্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যাখানপত্রে উল্লেখ তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের অধীনে কোন্ কোন্ শ্রমিক বা কতজন শ্রমিক বা তাহাদের কাজের পদ্ধতি কি বা তাহারা কতদিন যাবত কর্মরত আছেন ইত্যাদি। আপীলকারী পক্ষের দাখিলী প্রত্যায়নপত্রে অনুরূপ বর্ণনা আছে ইহা সত্য। তবে আপীলকারী পক্ষে উক্ত সোহেল ট্রেডার্সের মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ২টি সার্টিফিকেট দাখিল করা হয় যাহা যথাক্রমে প্রদঃ-৭/৪ তাং-১৯-২-২০০১ সাদা কাগজে হাতে লেখা এবং আর একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদঃ-৭/১১ তাং ১০-৭-২০০১ ছাপানো প্যাডে হাতে লেখা। এই উভয় প্রত্যায়নপত্রই আপীলকারী পক্ষে অত্র মামলায় দাখিল করা হইয়াছে। এই ২টি প্রত্যায়ন পত্রে দেখা যায় সোহেল ট্রেডার্সের প্রোপাইটর মোঃ হারুন উর রশিদ। দ্বিতীয় প্রত্যায়নপত্র অর্থাৎ প্রদঃ-৭/১১তে স্বাক্ষর ও সীল রহিয়াছে এবং আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি উহা ছাপানো প্যাডে লিখিত।এই উভয় প্রত্যায়নপত্রের হারুন-উর-রশীদ স্বাক্ষর একই ব্যক্তির নহে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন হাতের লেখা ও স্বাক্ষরিত। প্রদঃ৭/৪ প্রত্যায়নপত্রটি রেজিষ্ট্রেশন আবেদনপত্র দাখিলের সময় দাখিল করা হইয়াছিল প্রতীয়মান হয় এবং উহার ৫ মাস পর অর্থাৎ অত্র আপীল শুনানীকালে সোহেল ট্রেডার্সের দ্বিতীয় প্রত্যায়নপত্রটি (প্রদঃ৭/১১) দাখিল করা হয়। যেহেতু একই প্রতিষ্ঠান ও একই প্রোপাইটর নামীয় উভয় প্রত্যায়ন পত্র আপীলকারী পক্ষ কর্তৃকই দাখিল করা হইয়াছে কাজেই ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আপীলকারী পক্ষ দরখাস্ত করাকালে সোহেল ট্রেডার্সের নাম ব্যবহার করিয়া একটি সৃজিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১নং দরখাস্তকারী (১নং আপীলকারী)-সহ অপর ৩ জন ব্যক্তিকে শ্রমিক হিসাবে প্রত্যায়ন করা হয়। সুতরাং এই সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তার বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয় যে সোহেল ট্রেডার্সের মালিক তদন্তকালে কোন প্রত্যায়নপত্র প্রদান করা সম্পর্কে অস্বীকার করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তার অন্যান্য প্রত্যায়নপত্র সম্পর্কেও একইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কারণ প্রত্যায়নপত্র প্রদঃ-৭/৫ হইতে ৭/১০ পর্যন্ত সবগুলি সাদা কাগজে হাতে লেখা। প্রতিটি প্রত্যায়ন পত্রে একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রত্যায়নপত্রগুলির প্রত্যায়নকারীগণ ব্যবসায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিলে অবশ্যই তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র ছাপানো প্যাডে, সীলমোহর ও স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু কোনটিতেই প্রতিষ্ঠানের প্যাড বা সীলমোহর ব্যবহার করা হয় নাই কাজেই এইগুলিকে সত্য প্রত্যায়ন পত্র বলিয়া স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা বর্তমান যুগে যে কোন ছোট প্রতিষ্ঠানেও ছাপানো প্যাড ও সীল ইত্যাদি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কাজেই তদন্ত নোটিশ প্রদান না করিয়া তদন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও এবং আপীলকারী পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত উপেক্ষা করা হইলেও উক্ত কাগজপত্র অত্র আদালতে আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিল করায় উহা অত্র আদালতের নিকটেও বিশ্বাস এবং গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। তদুপরি আপীলকারী পক্ষের আপীলের দরখাস্তে এবং রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য দাখিলী দরখাস্তেও (প্রদঃ-৫) যাহার ফটোকপি আপীলকারী পক্ষ দাখিল করিয়াছেন উহাতে উক্ত মিঠাপুকুর এলাকায় মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালামাল লোড আনলোডকারী শ্রমিকের কোন সংখ্যা উল্লেখ নাই। কাজেই উক্ত এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কতটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ও উহাতে কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছে এবং আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিক সংখ্যা সেই

সংখ্যার ৩০% ভাগ রহিয়াছে কিনা সেই মর্মে কোন তথ্য উল্লেখ বা বর্ণনা না করায় তাহা কিছুতেই নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তাই রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই আবশ্যকীয় বিষয়টি সম্পর্কে দরখাস্তকারী পক্ষ অর্থাৎ আপীলকারী পক্ষ কোন ধরণের তথ্য রেসপনডেন্ট পক্ষের দপ্তরেও দাখিল করেন নাই বা অত্র আদালতেও দাখিল করেন নাই। সেই কারণে, শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের অনুকূলে সুপারিশ করিলে বা ঐরূপ কোন আবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উহা সুপারিশসহ প্রেরণ করিলে আপীলকারী পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন পাইতে আইনতঃ হকদার ছিলেন তাহা কিছুতেই গ্রহণ যোগ্য নহে। তদুপরি রেসপনডেন্ট পক্ষ তদন্তকালে কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে স্বয়ং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি এবং অন্য ২ জন সদস্য মিঠাপুকুর লেবার ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮ প্রদঃ নং "খ") এর হালনাগাদ চাঁদাদাতা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন। এই অভিযোগটিও অত্র মামলায় প্রমাণিত হয় কারণ রেসপনডেন্ট পক্ষ উক্ত এলাকার অপর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮) এর নথিও দাখিল করিয়াছেন (যাহার প্রদঃ নং-খ)। 'পি' ফরম এবং মেসার্স একতা চাউল কলের প্রোপ্রাইটর সেকেন্দার আলী মন্ডল কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় উক্ত ইউনিয়ন রেজিঃ নং রাজ-১৯০৮ এ মোঃ জয়নাল মিয়া, পিতা-মৃত দছিম উদ্দিন, বয়স-৪২, ঠিকানা চিঃ দঃ পাড়া, মিঠাপুকুর উক্ত ইউনিয়নের ৬ নং সদস্য। আবার তিনিই বর্তমান প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি ও একই ব্যক্তি অর্থাৎ তাহার উক্ত ইউনিয়নে বর্ণিত নাম, ঠিকানা ও বর্তমান ইউনিয়নে বর্ণিত নাম, ঠিকানা একই। কাজেই দ্বৈত সদস্য পদের বিষয়টি প্রমাণিত। অথচ দরখাস্তকারী পক্ষ সরাসরি অস্বীকার করিয়াছেন যে, এই ইউনিয়নের কোন সদস্য অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য নহেন। রেজিঃ নং রাজ ১৯০৮ এর 'পি' ফরমের ৬নং ক্রমিকের উক্ত মোঃ জয়নাল মিয়া অত্র প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ১নং দরখাস্তকারী ও সভাপতি এবং বর্তমান আপীলেও তিনি ১নং আপীলকারী। কাজেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থী (আপীলকারী পক্ষ) পরিষ্কার হাতে রেসপনডেন্টের দপ্তরে দরখাস্ত করেন নাই এবং জেনুইন কাগজপত্রও দাখিল করেন নাই তাই প্রত্যাখান আদেশটিকে বেআইনী ও অবৈধ বলা যায় না। এমতাবস্থায় আমি মনে করি যে প্রত্যাখান আদেশটি বহালযোগ্য। আপীলকারী আবশ্যকবোধে কোন ইউনিয়ন গঠনের উপযুক্ততা অর্জন করিয়া থাকিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক প্রদত্ত জেনুইন সার্টিফিকেট ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারার শর্তাবলী পূরণ পূর্বক পুনরায় রেসপনডেন্ট পক্ষের দপ্তরে আবেদন করিতে পারেন। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত আপীলকারী পক্ষের প্রতিকূলে গৃহীত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচন্য করা হইয়াছে। তাহাদের মতামতের আলোকে অত্র সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আপীল দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়। তর্কিত প্রত্যাখান আদেশ বহাল থাকে। আপীলকারী পক্ষ রায়ের শর্তে উল্লেখিত মতে পুনরায় রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির দরখাস্ত করিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ তাহা পরীক্ষান্তে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬ই আগস্ট, ২০০১

আই,আর,ও (আপীল) মামলা নং ৮/২০০১

১। মোঃ ইসমাইল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ ফারুক মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত 'মা এন্টারপ্রাইজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন', সিপি রোড,
বাংলাহিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর—আপীলকারী পক্ষ।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। মোঃ শামছুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি আই,আর,ও (আপীল) মামলা। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) উপ-ধারা মোতাবেক আপীলকারীদ্বয় প্রস্তাবিত মা এন্টারপ্রাইজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে রেসপনডেন্ট রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর বিরুদ্ধে অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলের মেমোতে (দরখাস্তে) উল্লেখ করা হয় যে, দিনাজপুর জেলার বাংলাহিলি, হাকিমপুর, সি.পি, রোড নামক স্থানে 'মা এন্টারপ্রাইজ' একটি বৃহৎ ইষ্টাবলিশমেন্ট। আপীলকারীদ্বয়ের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩৯ জন। তাহারা ২০-১-২০০১ এবং ৫-২-২০০১ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠন অন্তে উহার রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষের দপ্তরে দরখাস্ত দাখিল করেন। উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া রেসপনডেন্ট পক্ষ ২৭-২-২০০১ইং তারিখের ৩০৪ নং স্মারকে একটি আপত্তিপত্র প্রেরণ করেন এবং যথাসময়ে আপীলকারী পক্ষ আপত্তি সংশোধন ও নিষ্পত্তি করিয়া দেন। কিন্তু উহাতেও রেসপনডেন্ট সন্তুষ্ট না হইয়া গত ৩-৪-২০০১ইং তারিখের ৪৭৭ নং স্মারক মোতাবেক আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখান করেন ফলে আপীলকারী পক্ষ উহার অসম্মতিতে অত্র আপীল দায়ের করিতে বাধ্য হন। মা এন্টারপ্রাইজ বাংলাহিলি স্থল বন্দর এলাকার একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কুলি শ্রমিকগণ নিয়মিত কাজ করেন। তাহাদের বাহিরে আর কেহই সেখানে কর্মরত নাই। তাই অত্র আপীল মঞ্জুর অন্তে প্রস্তাবিত ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্টের প্রতি আদেশ প্রার্থনা করা হয়।

পক্ষান্তরে, রেসপনডেন্ট রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং অত্র আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই রেসপনডেন্টের মতে আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রাপ্ত হইয়া উহাতে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা সংশোধনের জন্য আপীলকারী পক্ষকে জ্ঞাত করা হইলে আপীলকারী পক্ষ সকল আপত্তি যথাযথভাবে সংশোধন করেন নাই যেমন- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন পত্র প্রতিষ্ঠানের প্যাডে দাখিল করা হয় নাই যাহা সাদা কাগজে দাখিল করা হইয়াছে উহাতে প্রত্যায়নকারীর পদবীর কোন সীল বা স্বাক্ষরের উল্লেখ নাই। বাংলাহিলি স্থল বন্দর এলাকায় ৯টি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন রহিয়াছে কিন্তু প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ ঐ সকল ইউনিয়নের সদস্য নহে এই মর্মে সেই সকল ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে কোন প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করা হয় নাই। মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানটি আমদানী-রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কিংবা ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কি না সেই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা কাষ্টমস্ এন্ড এক্সাইজ দপ্তর কর্তৃক প্রমাণ পত্র বা প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করা হয় নাই। ফলে রেসপনডেন্ট পক্ষ আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন আইনসংগতভাবে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন তাই এই আপীল মঞ্জুরযোগ্য নহে।

বিবেচ্য বিষয়

১। রেসপনডেন্ট পক্ষ কর্তৃক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত মা এন্টারপ্রাইজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্টেশনের আবেদন গত ৩-৪-২০০১ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় উক্ত প্রত্যাখান আদেশ আইন ও তথ্যভিত্তিক হইয়াছে কি না ?

২। অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপরোক্ত বিবেচ্য বিষয় দুইটি একত্রে গ্রহণ করা হইল। অত্র আপীল শুনানীকালে আমি আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছি। তাহারা উভয়ে উপরে বর্ণিতমতে বক্তব্য পেশ করেন। আমি অত্র আদালতে আপীলকারী পক্ষে ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র এবং রেসপনডেন্ট পক্ষে দাখিলী প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করিয়াছি। উভয় পক্ষের প্লিডিংস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আপীলকারী পক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেসপনডেন্টর দপ্তরে আবেদনপত্র প্রেরণ করিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ উহা যথারীতি প্রাপ্ত হন এবং উক্ত আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়া ৮ দফা আপত্তি উত্থাপন করেন এবং রেসপনডেন্ট পক্ষের দাখিলী নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় উক্ত আপত্তিপত্র প্রাপ্ত হইয়া ১নং আপীলকারী ভুলত্রুটি সংশোধন অন্তে রেজিস্টেশন আবেদনটি পুনঃ বিবেচনার জন্য পুনরায় দরখাস্ত দাখিল করিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ তাহা ২৭-২-২০০১ইং তারিখে প্রাপ্ত হন এবং উক্ত সংশোধনীপত্রে উল্লেখ করা হয় সংশোধিত 'ডি' ফরম দাখিল করা হইল, প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট হইতে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করা হইল। সংশোধনীপত্রে আরও উল্লেখ করা হয় বাংলাহিলি স্থল বন্দর এলাকায় ৯টি সংগঠন আছে কিন্তু প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ সেই সকল ইউনিয়নের সদস্য নহেন। মালামাল লোড-আনলোডের কাছে মালিকগণ নিয়োগপত্র প্রদান করেন না। এইভাবে ১-৪নং আপত্তির উত্তর প্রদান করা হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষ স্বীকৃত মতে ৩-৪-২০০১ইং তারিখে আপীলকারী

পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদনপত্র প্রত্যাখান করেন কিন্তু উক্ত প্রত্যাখান আদেশের ১ ও ২ নং ক্রমিকে উল্লেখিত কারণ প্রত্যাখানের জন্য যথেষ্ট নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা, সাদা কাগজে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করা হয় সত্য কিন্তু উহাতে "মা এন্টারপ্রাইজ" এর গোল সীল রহিয়াছে। তবে আদালত রেসপনডেন্ট পক্ষের উল্লেখিত মতামতের সংগে একমত পোষণ করেন যে, মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানটির ছাপানো প্যাড থাকা আবশ্যক ছিল যাহা পরবর্তীকালে অত্র মামলার আপীলকারী পক্ষে দাখিল করা হইয়াছে। প্রত্যাখান আদেশের ২নং কারণটি যথার্থ নহে কেননা প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ডিকলারেশনই যথেষ্ট যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন সদস্য বাংলাহিলি স্থল বন্দর এলাকার অন্যান্য রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের কোন সদস্য নহেন। যদি কোন সদস্য এই সংগে একাধিক ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করেন তবে সেই সদস্য আই,আর,ও, এর ৬১-খ ধারার বিধান মোতাবেক অভিযুক্ত হইতে পারিবে। এতদব্যতীত, আপত্তিপত্রের ৮নং দফার আপত্তি ব্যতীত অন্যান্য (৫-৭) দফার আপত্তি সংশোধন সম্পর্কে প্রত্যাখান আদেশে আর কোন মন্তব্য উল্লেখ করা হয় নাই তাই সেই সকল আপত্তি যথারীতি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষের উত্থাপিত ৮ দফা আপত্তি তৎসম্পর্কে আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক দফাওয়ারী সংশোধনী পত্র এবং প্রত্যাখানপত্রে উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে প্রত্যাখানের অন্যতম কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানটি আমদানী-রফতানী কারক প্রতিষ্ঠান কি না বা ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কি না সেই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা কাস্টমস এন্ড এক্সসাইজ কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র দাখিল করা হয় নাই জন্য আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। এই সম্পর্কে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি অত্র আপীল শুনানীকালে বলেন যে, রেজিস্ট্রেশন আবেদনের সংগে আপীলকারী পক্ষ "মা এন্টারপ্রাইজ" নামক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বাংলাহিলি স্থল বন্দরে রহিয়াছে কি না সেই সম্পর্কে উপযুক্ত কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই তবে পরবর্তীতে সংশোধনী পত্রের সংগে যাহা দাখিল করা হইয়াছে তাহা সাদা কাগজে লেখা জনৈক 'ওমপ্রকাশ আগরওয়ালা' নাম উল্লেখে স্বাক্ষরিত যাহা তিনি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। ইহা সত্য যে, মা এন্টারপ্রাইজ নামে কোন প্রতিষ্ঠানে ৩৯/৪৫ জন শ্রমিক কর্মরত থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির রেজিঃ নং যুক্ত ছাপানো প্যাড ও প্রয়োজনীয় সীল মোহর সম্বলিত কাগজে প্রত্যায়নপত্র হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু তাহা সেইভাবে দাখিল না করিয়া সাদা কাগজে একটি প্রত্যায়নপত্র দাখিল করায় উহা অত্র আদালতের নিকটেও সন্দেহজনক বলিয়া আপীল শুনানীকালে মন্তব্য প্রকাশ করায় আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সময় লইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পরবর্তীকালে আর একটি প্রত্যায়নপত্র গত ৬-৮-২০০১ইং তারিখে ফিরিস্তিমূলে দাখিল করেন যাহাতে ছাপানো প্যাডে উল্লেখ রহিয়াছে মা এন্টারপ্রাইজ, সি, পি, রোড, বাংলাহিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা লাইসেন্স নম্বর ছাপানো অক্ষরে উল্লেখ নাই। তবে প্রত্যায়ন পত্রের নীচে হাতে লেখা লাইসেন্স নং ২৭/এল, সি-সি,এ,/হিলি/৯৯ তাং ১৭-০২-৯৯ইং উল্লেখ রহিয়াছে এবং উহার উপরে মা এন্টারপ্রাইজ সি এন্ড এফ এজেন্ট লেখা রহিয়াছে। ইহা সত্য যে, মা এন্টারপ্রাইজ বাংলাহিলি স্থল বন্দরে কোন আমদানী-রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিলে এবং উহার সদস্য সংখ্যা ৩৯ বা ৪৫ জন হইয়া থাকিলে উহা নিঃসন্দেহে একটি বড় ধরণের প্রতিষ্ঠান এবং উহাতে কর্মরত উল্লেখিত শ্রমিকগণ আইনতঃ একটি ইউনিয়ন গঠন করিতে অধিকারী। কিন্তু এইরূপ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ছাপানো প্যাডে উহার লাইসেন্স নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর কেন উল্লেখ থাকিবে না তাহা আদালতের নিকটেও প্রশ্নবোধক হইয়া পড়িয়াছে। মা এন্টারপ্রাইজ উল্লেখিত এলাকার একটি

প্রতিষ্ঠান বা সি এন্ড এফ এজেন্ট হইয়া থাকিলে কাস্টমস এন্ড এক্সসাইজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সেই মর্মে আপীলকারী পক্ষকে একটি প্রত্যায়নপত্র দাখিল করা আবশ্যক ছিল যাহা দাখিল করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিতনা যদিও অত্র আদাতের নিকট মনে হইতেছে 'মা এন্টারপ্রাইজ' নামে উক্ত স্থল বন্দরে একটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে কিন্তু এইরূপ "মনে করা" অত্র আদালতের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকৃত যে, রেসপনডেন্ট পক্ষ মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে আপীল শুনানীকালে যথেষ্ট বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ হইতে আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রাপ্তির পর ঐ প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বা উহাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিনে কোন তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। তাই আমি মনে করি আপীলকারী পক্ষকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পূর্বে প্রকৃত পক্ষে মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব রহিয়াছে কি না এবং রেজিস্ট্রেশন আবেদন পত্রের সংগে দাখিলী 'পি' ফরমে বর্ণিত সদস্যগণ সেখানে কর্মরত রহিয়াছেন কি না সেই সম্পর্কে সরেজমিনে একটি তদন্ত অনুষ্ঠান অন্তে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই অত্র রায়ের তারিখ হইতে ৪০ দিনের মধ্যে রেসপনডেন্ট পক্ষ তাঁহার কোন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উল্লেখিত স্থল বন্দর এলাকায় প্রেরণ করিয়া তথায় অবস্থিত কাস্টমস এন্ড এক্সসাইজ কর্তৃপক্ষের দপ্তরে উপস্থিত হইয়া উক্ত মর্মে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং উল্লেখিত মা এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন এবং 'পি' ফরমে বর্ণিত শ্রমিকগণ সেখানে কর্মরত রহিয়াছে কি না সেই মর্মে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতেও তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব এবং উহাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা নিরূপন করিয়া আপীলকারী পক্ষের অনুকূলে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে আপীলকারী পক্ষকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবেন। অনুরূপভাবে অত্র বিবেচ্য বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তি করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারা অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আপীল দোতরফাসূত্রে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিরুদ্ধে রায়ের গর্ভে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক মঞ্জুর করা হইল। রেসপনডেন্ট পক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরেজমিনে তদন্ত অন্তে আবদেনকারীর অনুকূলে তথ্য প্রাপ্ত হইলে আপীলকারী পক্ষকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবেন।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ আবু সেলিম, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ২রা আগস্ট, ২০০১

আই,আর,ও (আপীল) মামলা নং ১১/২০০১

মোঃ সেকেন্দার আলী, সভাপতি, প্রস্তাবিত "জোত রাঘব বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন", ঠিকানা-জোত রাঘব বাজার, উপজেলা-বাঘা, জেলা-রাজশাহী—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মুঃ আবদুর রহীম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি আই,আর,ও (আপীল) মামলা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) উপ-ধারা মোতাবেক আপিলকারী পক্ষ রেসপনডেন্ট রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর ২-৪-২০০১ইং তারিখের নিবন্ধন আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলকারীর দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দরখাস্তকারী প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গত ১-১২-২০০০ইং তারিখে ১ম সাধারণ সভায় গঠিত হয় ১৩ জন সদস্য লইয়া। অতঃপর ১-১-২০০১ইং তারিখ ২য় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত শর্তাদি পূরণ করিয়া গত ৫-২-২০০১ইং তারিখে রেসপনডেন্টের দপ্তরে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করা হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষ ১৯-২-২০০১ইং তারিখে ৬ দফা আপত্তি উত্থাপন করিলে আপীলকারী পক্ষ ৪-৩-২০০১ইং তারিখে উক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া পুনরায় রেজিস্ট্রেশন প্রদানের অনুরোধ জানান কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ শ্রমিক সংখ্যায় গরমিলের কথা উল্লেখ করিয়া গত ২-৪-২০০১ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখান করেন। উহার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী অত্র আপীল দায়ের করেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রত্যাখান আদেশে এক বৎসর পূর্বে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টকে ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নূতনভাবে রেজিস্ট্রেশন চাওয়াতে সংখ্যা বিষয়ে চেয়ারম্যানের রিপোর্টের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কিছু ঘটে নাই। শ্রমিক সদস্যগণের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত সনদপত্রগুলি উপেক্ষা করা উচিত হয় নাই তাই এই আপীল মঞ্জুর অন্তে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত "জোত রাঘব বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" কে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্টকে নির্দেশ দানের নিবেদন করা হয়।

পক্ষান্তরে রেসপনডেন্ট পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। রেসপনডেন্টের জবাবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, একই এলাকায় একই নামে ১৫ জন শ্রমিক সদস্য সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া গত ৩১-৮-২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। ঐ সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউ,পি, চেয়ারম্যান উক্ত বাজারে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জন উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু ২৪-১০-২০০০ইং তারিখে তদন্তকালে কোন সদস্যকে উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। ফলে ২৫-১০-২০০০ইং তারিখে উক্ত আবেদন পত্র প্রত্যাখান করা হয়। পুনরায় একই নামে একই এলাকায় ২৭ জনের সমন্বয়ে এই আপীলকারী পক্ষ গত ৪-১০-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। ঐ সময়ে ইউ,পি, চেয়ারম্যান কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ২৭ জন উল্লেখ করেন। কিন্তু ২৪-১০-২০০০ইং তারিখের তদন্তে ২৭ জন কুলি শ্রমিক কাজ করে বলিয়া জানিতে পাওয়া যায়। তাই সংখ্যার মিল না থাকায় উক্ত আবেদন পত্র প্রত্যাখান করা হয়। পুনরায় সদস্য তালিকায় ২৭ জন হইতে ১২ জনের নাম বাদ দিয়া ১৫ জনের নাম উল্লেখপূর্বক ঐ একই কমিটি একই ইউনিয়ন গঠন দেখাইয়া গত ৫-২-২০০১ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন করা হয় এবং এই আবেদন পত্রের সংগে ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ড সদস্যের ২৩-২-২০০১ইং তারিখের সনদপত্রে ১৫/১৬ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। ফলে একই এলাকায় একই নামে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে কখনও ২৭ জন কখনও ১৫ জন শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করায় উহা যুক্তিহীন ও অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাই আবেদন পত্রটি যথাযথভাবে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ফলে অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য নহে।

বিবেচ্য বিষয়

১। রেসপনডেন্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ রেসপনডেন্ট কর্তৃক আপীলকারী পক্ষে, রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গত ২-৪-২০০১ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় আদেশ আইনানুগ এবং তথ্যভিত্তিক হইয়াছে কি না?

২। অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ২ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় একত্রে গ্রহণ করা হইল। অত্র আপীল শুনানীকালে আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ প্রতিনিধির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়াছি। তাহারা অত্র আপীলে উপরে উল্লেখিত বক্তব্য নিজ নিজ পক্ষে পেশ করেন। আমি অত্র আপীলের মেমো (দরখাস্ত) তদ বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও আপীলকারী পক্ষে ফিরিস্তিমুলে দাখিলী কাগজপত্র ও রেসপনডেন্ট পক্ষে ফিরিস্তিমুলে দাখিলী নথি পর্যালোচনা করিলাম। রেসপনডেন্ট পক্ষের গত ২-৪-২০০১ইং তারিখের স্মারক নং ৪৬৩ পাঠ করিয়া দেখা যায় রেসপনডেন্টের দপ্তরে ইতিপূর্বে ২ বার একই এলাকায় একই নামে গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হইলে উহার সহিত দাখিলী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা কখনও ২৭ জন কখনও ১৫ জন দেখানো হইয়াছিল এবং বর্তমান আবেদনপত্রের সংগে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ১৫/১৬ জন দেখানো হয় সেই

কারণে উক্ত সনদপত্রসমূহে শ্রমিক সংখ্যার গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) উপ-ধারা মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন আবেদন পত্রটি প্রত্যাখান করা হয় মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রত্যাখান পত্রে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করার আর কোন কারণ উল্লেখ নাই। অর্থাৎ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সম্পর্কে অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত অন্যান্য শর্তাদি যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ইহার প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উল্লেখিত বাজারে কর্মরত কুলি শ্রমিক সংখ্যার বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্র মামলার বিষয়বস্তু বটে তাই এই সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

রেসপনডেন্ট পক্ষ বলেন যে, ৩১-৮-২০০০ইং তারিখে একই এলাকার একই নামে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়া আবেদন করা হয়। ঐ আবেদন পত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ইউ,পি, চেয়ারম্যান কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জন উল্লেখ করিয়া সনদপত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু ২৪-১০-২০০০ইং তারিখে তদন্তকালে কোন শ্রমিক সদস্যকে উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। সেই কারণে উহা প্রত্যাখান করা হয়। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় ঐ আবেদন পত্রটি একই নামে অর্থাৎ একই নামের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন উল্লেখপূর্বক দাখিল করা হইলেও বর্তমান দরখাস্তকারীদ্বয় ঐ আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছিলেন কি না তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। কাজেই ঐ প্রত্যাখান পত্র অত্র দরখাস্ত প্রত্যাখানের কোন যুক্তিসংগত কারণ হইতে পারে না। তবে উক্ত আবেদন পত্রে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখিত শ্রমিক সংখ্যা অত্র মামলার প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় হইতে পার। এই প্রসংগে এখানে উল্লেখিত করা আবশ্যক যে, বর্তমান আলোচ্য আবেদন পত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য কর্তৃক যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় উহাতে ১৫/১৬ জন শ্রমিক উক্ত জোত রাঘব বাজার এলাকায় শ্রমিক কার্যরত আছে মর্মে উল্লেখিত আছে যে, সংখ্যা ৩১-৮-২০০০ইং তারিখের আবেদন পত্রের সহিত দাখিলকৃত সনদপত্রের উল্লেখিত সংখ্যার মিল রহিয়াছে। কাজেই ৩১-৮-২০০০ইং তারিখে আবেদন পত্রের সংগে দাখিলী সনদপত্রে এবং বর্তমান আবেদন পত্রের সহিত দাখিলী সনদপত্রে কোন গরমিল পরিলক্ষিত হয় না। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমিক সংখ্যার গরমিলের উদ্ধৃতি দিয়া বর্তমান আবেদন পত্র প্রত্যাখান করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই যদিও বর্তমান আবেদন পত্রের সহিত প্রদত্ত সনদপত্রটি চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিল না করিয়া উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে। তবে উহা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিল করা হইলে উহার গ্রহণযোগ্যতা আরও গুরুত্ব পাইত। তথাপি ঐভাবে দাখিল না হওয়ায় বর্তমান সনদপত্র অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই কেননা শ্রমিক সংখ্যার মিল রহিয়াছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এই আপীলকারীগণ কর্তৃক গত ৪-১০-২০০০ইং তারিখে একই প্রস্তাবিত ইউনিয়ন নামে একই এলাকার জন্য রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্তে ইতিপূর্বে যে আবেদন করা হইয়াছিল উহার সহিত উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত বাজারে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ২৭জন উল্লেখ করা হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত আবেদনপত্রও প্রত্যাখান করা হয় মর্মে রেসপনডেন্ট পক্ষ যে বক্তব্য লিখিত জবাবে তুলিয়া ধরেন তাহাও সত্য কারণ সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় একই চেয়ারম্যান পরবর্তীকালে শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জনের স্থলে ২৭ জন উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে শ্রমিক সংখ্যা সম্পর্কে গত ৫-১০-২০০০ইং তারিখে ও ১৬-১০-২০০০ইং তারিখের একই চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রে শ্রমিক সংখ্যার যে গরমিল দেখানো হইয়াছে তাহা লক্ষণীয় এবং অবাঞ্ছিত বটে। কিন্তু উল্লেখিত

বাজারে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা উপরোক্ত ৩টি সনদপত্রে কোনক্রমেই ১৫/১৬ জনের নিম্নে নহে। বর্তমান আবেদনপত্র দাখিল করা হয় ১৫ জন শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাহা 'পি' ফরম দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কাজেই উল্লেখিত জোত রাঘব বাজার এলাকায় সর্বনিম্ন শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জনের নিম্নে নহে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রেসপনডেন্ট পক্ষ গত ২৪-১০-২০০০ইং তারিখে তদন্তকালে কোন সদস্যকে উপস্থিত পাওয়া যায় নাই মর্মে লিখিত আপত্তিতে উল্লেখ করেন। সেই কারণে ৩১-৮-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু উক্ত প্রত্যাখান আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে কোন আপীল দায়ের হয় নাই কাজেই উক্ত তদন্ত সম্পর্কে অত্র মামলায় কোন অভিমত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু উক্ত তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমান মামলায় আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানের কোন আইনসংগত কারণ নাই কেননা এই মামলার প্রস্তাবিত ইউনিয়নের আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। পূর্বে অনুষ্ঠিত তদন্ত এই মামলার ক্ষেত্রে আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নহে এবং ঐ তদন্ত নোটীশ প্রদান পূর্ব হইয়াছিল কি না তাহাও উল্লেখ করা হয় নাই। আপত্তির দরখাস্তে ইহাও উল্লেখ হয় করা যে, তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা আরও জানিতে পারিয়াছেন যে উল্লেখিত বাজারে ৭/৮ জন কুলি শ্রমিক কাজ করে। কাজেই কোন সদস্যকে উপস্থিত না পাওয়ার কথাটিও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি কোন বাজার এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কুলিবিহীন ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে না। কাজেই একটি বাজারে ন্যূনতম ১৫/১৬ জন কুলি শ্রমিক থাকা কিছুতেই অবিশ্বাসযোগ্য নহে। এমতাবস্থায় প্রত্যাখান আদেশকে শুধুমাত্র ৩টি সনদপত্রে উল্লেখিত শ্রমিক সংখ্যার গরমিলের কথা উল্লেখ করিয়া প্রত্যাখান করায় উহা আইন ও ন্যায়সংগত হইয়াছে বলা যায় না। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত বাজার এলাকায় আর কোন কুলি শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নকে এযাবৎ রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় নাই। তাই আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি নিবন্ধন পাইতে আইনতঃ হকদার ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত আপীলকারী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি এমমত পোষণ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর, ও (আপীল) মামলা দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। গত ২-৪-২০০১ইং তারিখের তর্কিত প্রত্যাখান আদেশ রদ রহিত করা হইল। আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আলাদত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ নূর কুতুব আলম মান্নান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ৮ই আগস্ট, ২০০১

আই,আর,ও (আপীল) মামলা নং ৯৫/২০০০

১।মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, সভাপতি,

২।সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত 'নীলফামারী উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
ঠিকানা-নীলফামারী বাজার, পোঃ, থানা ও জেলা-নীলফামারী—আপীলকারী পক্ষ।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি আই,আর, ও (আপীল) মামলা। আপীলকারী প্রস্তাবিত 'নীলফামারী উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন' এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রেসপনডেন্ট(প্রতিপক্ষ) রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) উপধারা মোতাবেক প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন গত ২৫-৯-২০০০ইং তারিখে প্রত্যাখ্যান করায় উক্ত আদেশের অসম্মতিতে অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলকারী পক্ষের আপীল মেমো (দরখাস্ত) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রস্তাবিত নীলফামারী উপজেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (অতঃপর ইউনিয়ন হিসাবে বর্ণিত হইবে) এর কুলি শ্রমিকগণ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনের জন্য বিগত ৫-৭-২০০০ইং তারিখে ১৫৬ জন সদস্য সমন্বয়ে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করেন। অতঃপর ১৫-৭-২০০০ইং তারিখে উহার ধারবাহিকতায় ২য় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর ৫-৯-২০০০ইং তারিখের ৩য় সাধারণ সত্য অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায়

গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আপীলকারীদ্বয়কে ক্ষমতা অর্পন করিয়া ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য তাহাদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারার বিধান মোতাবেক আপীলকারী পক্ষ ২৫-৭-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন পত্র জমা প্রদান করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ উহা প্রাপ্ত হইয়া ৮-৮-২০০০ইং তারিখের ১৫৫৩ নং স্মারকে ভুলত্রুটি সম্পর্কিত কিছু আপত্তি উত্থাপন করেন। আপীলকারী পক্ষ সেই মোতাবেক ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করিয়া দেন। ইহা সত্ত্বেও রেসপনডেন্ট পক্ষ তাহার দপ্তরের একজন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করান এবং পরিদর্শন রিপোর্ট আপীলকারী পক্ষের অনুকূলে প্রদান করা হয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩০% ভাগের নিম্নে উল্লেখ করিয়া গত ২৫-৯-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখান করা হয়। ফলে আপীলকারী পক্ষ হতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাই উক্ত আদেশ রদ রহিত অন্তে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দানের জন্য অত্র আপীল দায়ের করা হয়।

পক্ষান্তরে রেসপনডেন্ট পক্ষ অত্র আপীলের নোটীশ প্রাপ্ত হইয়া হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল অন্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষের লিখিত আপত্তির সারমর্ম এই যে, আপীলকারী পক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২৫-৭-২০০০ইং তারিখে আবেদন পত্র দাখিল করেন। উহাতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় আপীলকারী পক্ষকে ৮-৮-২০০০ইং তারিখে ৬ দফা আপত্তি সম্বলিত স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উহা সংশোধন করিয়া না দেওয়ায় রেসপনডেন্ট পক্ষের রংপুরস্থ আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালককে সরেজমিনে তদন্ত অন্তে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলায় তাহার নিকট প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া কাগজপত্র প্রদর্শন করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট সরকারী ডাকে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রত্যাখান আদেশ প্রদান করিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার, নীলফামারী সদর কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্রে জানা যায় নীলফামারী উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে প্রায় ২৮০ জন কুলি শ্রমিক কর্মরত আছে যাহা প্রতিবেদনেও উল্লেখ রহিয়াছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৫৬ জন কিন্তু নীলফামারী বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭) এর সদস্য সংখ্যা ১৮৫ জন এবং বড় সংগলখী কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৯১) এর সদস্য সংখ্যা ৫২ জন। ফলে ২টি ইউনিয়নের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ২৩৭ জন। উক্ত উপজেলায় কর্মরত সদস্য সংখ্যা মোট ২৮০ জন হইলে উপরোক্ত ২টি ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২৩৭ জন বাদ দিলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৪৩ জনে দাঁড়ায় যাহা ৩০% ভাগের কম। ফলে মনে হইতেছে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি অশ্রমিক অথবা শ্রমিকদের দ্বৈত সদস্য পদ রহিয়াছে যাহা আইনানুগ না হওয়ায় গত ২৫-৯-২০০০ইং তারিখের ২২৭২নং স্মারকমূলে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়াছে। ফলে অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য নহে।

বিবেচ্য বিষয়

১। আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন রেসপনডেন্ট পক্ষ গত ২৫-৯-২০০০ ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় উহা আইনানুগ ও তথ্যভিত্তিক হইয়াছে কি না ?

২। অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় একত্রে গ্রহণ করা হইল। আমি অত্র আপীল শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি আপীল মেমো এবং তদবিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি তৎসহ আপীলকারী পক্ষের ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র এবং রেসপনডেন্ট পক্ষে দাখিলী রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭ ও রেজিঃ নং রাজ-১৮৯১ ইউনিয়নের নথি পর্যালোচনা করিয়াছি। সংশ্লিষ্ট প্রত্যাখান আদেশ তাং-২৫-৯-২০০০ ও বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়াছি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও বিজ্ঞ আইনজীবী যে বক্তব্য প্রদান করেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি। উভয় পক্ষের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নীলফামারী উপজেলায় কর্মরত সর্বমোট কুলি শ্রমিকদের ৩০% ভাগ না হওয়ায় শুধুমাত্র সেই কারণেই রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যাখ্যান আদেশে প্রত্যাখ্যানের আর কোন কারণ উল্লেখ নাই যদিও লিখিত আপত্তিতে আরও কিছু কারণের কথা বলা হইয়াছে। কাজেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কর্মরত শ্রমিকদের সদস্য সংখ্যা যাহা 'পি' ফরমে ১৫৬ জন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা উক্ত উপজেলায় কর্মরত মোট শ্রমিকদের ৩০% ভাগ কি না ইহাই এই আপীলের বিবেচ্য বিষয়। রেসপনডেন্ট পক্ষের লিখিত আপত্তি এবং ২৫-৯-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ (শ্রমঃ-৮) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নীলফামারী উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে মোট ২৮০ জন কুলি শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বড় সংগলশী, কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৯১) এর সদস্য সংখ্যা ৫২ জন এবং নীলফামারী বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭) এর সদস্য সংখ্যা ১৮৫ জন। ফলে এই দুইটি ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা (৫২+১৮৫)=২৩৭ জন উল্লেখ করা হয় এবং সেই মোতাবেক উক্ত এলাকায় অবশিষ্ট কুলি শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় রেসপনডেন্টের মতে (২৮০-২৩৭)=৪৩ জন। রেসপনডেন্ট পক্ষের মতে ঐ দুইটি ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বাদে উক্ত এলাকায় ৪৩ জন কুলি শ্রমিক তাহাদের বাজারে কর্মরত রহিয়াছে তার বেশী নহে। ফলে রেসপনডেন্টের মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৫৬ জন উল্লেখ করায় রেসপনডেন্ট পক্ষের ধারণা সেখানে অশ্রমিক অথবা শ্রমিকদের দ্বৈত সদস্য পদ প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই প্রত্যাখ্যান আদেশ রেসপনডেন্ট পক্ষের মতে সঠিক কিন্তু আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এবং তাহাদের পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় রেজিঃ নয় রাজ-১০৪৭ নং ইউনিয়নের ১৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ২০০০ সালে দাখিলী বার্ষিক রিটার্ণে ১১৩ জন সদস্য ঐ ইউনিয়ন হইতে পদত্যাগ করিয়াছিল এবং তাহারা প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্পর্কে রেসপনডেন্ট পক্ষের রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭ নং ইউনিয়নের নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ২০০০ সালে দাখিলী রিটার্ণ যাহা ১৭-৬-২০০০ইং তারিখে দাখিল করা হইয়াছে উহাতে ১৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সদস্য ৭২ জন তাহাও উল্লেখ রহিয়াছে। আপীলকারী পক্ষ হইতে উক্ত বার্ষিক রিটার্ণের ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে। তদুপরি আপীলকারী পক্ষ অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিলে সময় লইয়া গত ৬-৮-২০০১ইং তারিখে ফিরিস্তিমূলে উক্ত নীলফামারী কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭) এর সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত তাং ২৮-৭-২০০০ইং একখানি প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করা হয়। উহাতে বলা হয় উক্ত ইউনিয়ন হইতে ১-৬-২০০০ইং তারিখে ৪১ জন, ২-৬-২০০০ইং তারিখে ৫২ জন এবং ৪-৬-২০০০ইং তারিখে ২০ জন সর্বমোট ১১৩ জন সদস্য

পদত্যাগ করিয়াছেন এবং উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৫-৬-২০০০ইং তারিখের ইউনিয়নের সিদ্ধান্তের ফটোকপি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় সকল পদত্যাগী সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলিয়াছেন ঐ ১১৩ জন সদস্যের সকলেই তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাদের সমন্বয়ে ১৫৬ জন সদস্যবিশিষ্ট প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করা হয় ফলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নীলফামারী উপজেলায় কর্মরত মোট কুলি শ্রমিকের ৩০% ভাগের অনেক বেশী। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক ৬-৮-২০০১ইং তারিখে দাখিলী উক্ত প্রত্যায়ন পত্র এবং রেজিঃ নং-রাজ-১০৪৭ এর ৫-৬-২০০০ইং তারিখের সভাপতির সিদ্ধান্তের কপি জেনুইন বলিয়া অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। আলোচ্য প্রস্তাবিত ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করা হয় বিগত ২৫-৭-২০০০ইং তারিখে এবং তৎপূর্বে ১-৬-২০০০, ২-৬-২০০০ এবং ৪-৬-২০০০ইং তারিখে উপরোক্ত ১১৩ জন সদস্য সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন ফলে তাহারা প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। যেহেতু ১১৩ জন সদস্যের 'ডি' ফরম অত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই সেইহেতু উক্ত ১১৩ জন সদস্যই প্রকৃত পক্ষে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছেন কি না সেই বিষয়ে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তবে তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারা প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করেন নাই তথাপি উক্ত ১১৩ জন সদস্য রেজিঃ নং রাজ-১০৪৭নং ইউনিয়নের না থাকায় ১০৪৭ ও ১৮৯১ নং ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় (৭২+৫২)=১২৪ জন। কাজেই সেই দিক হইতে উক্ত এলাকায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা (২৮০-১২৪)=১৫৬ জন দাঁড়ায়। কাজেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য কোনক্রমেই ৩০% ভাগের নিম্নে নহে। তাই নিবন্ধনের আবেদন পত্র ২৫-৯-২০০০ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় উহা আইনানুগ ও তথ্যভিত্তিক ছিল না জন্য উক্ত আদেশ রদ রহিতযোগ্য ও অত্র আপীল মঞ্জুরযোগ্য। অনুরূপভাবে অত্র বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত আপীলকারী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা অভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর ও (আপীল) দোতরফা সূত্রে রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। গত ২৫-৯-২০০০ইং তারিখের তর্কিত প্রত্যাখ্যান আদেশ রদ রহিত করা হইল। আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক

চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ৩০ শে অক্টোবর, ২০০১

আই,আর,ও (আপীল) মামলা নং ৬/২০০১

মোঃ বদিউজ্জামান, সভাপতি, প্রস্তাবিত ইমপেরিয়াল কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
সি, পি, রোড, চৌরাস্তা মোড়, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর—আপীলকারী।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন রেসপনডেন্ট পক্ষ গত ১৮-১-২০০১ ইং তারিখে প্রত্যাখান করায় উহার অসম্মতিতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) উপ-ধারা মোতাবেক আনীত ইহা একটি আপীল মামলা।

আপীলকারী আপীল মেমোতে (দরখাস্তে) উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত ইমপেরিয়াল কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর বিগত ৫-১০-২০০০ইং তারিখে ৫১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। উহার দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০-১০-২০০০ইং তারিখে। অতঃপর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপীলকারী পক্ষ রেসপনডেন্টের দপ্তরে আলোচ্য অধ্যাদেশের ৭ ধারার শর্তাদি পূরণ করিয়া গত ২১-১১-২০০০ইং তারিখে আবেদনপত্র দাখিল করেন। উক্ত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে রেসপনডেন্ট ৬ দফা আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহা সংশোধনের জন্য ৫-১২-২০০০ইং তারিখের ২৬৮১ নং স্মারকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। আপীলকারী পক্ষ উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও রেসপনডেন্ট পক্ষ খোঁড়া

অজুহাত দেখাইয়া গত ১৮-১-২০০১ ইং তারিখের ১১৩ নং স্মারক মাধ্যমে আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ দ্বারা আপীলকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অত্র আপীল দায়ের করেন এবং আপীল মঞ্জুর অন্তে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের আবেদন করেন। পক্ষান্তরে রেসপনডেন্ট পক্ষ অত্র আপীল মামলার নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া আপীল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রেসপনডেন্টের লিখিত জবাবের বক্তব্য এই যে, আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রাপ্ত হইয়া উহা পরীক্ষান্তে কতিপয় ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে ৭ দফা আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং সংশোধনের জন্য পত্র দেওয়া হয়। আপীলকারী পক্ষ ভুলত্রুটি সংশোধন সংক্রান্ত একটি পত্র এবং কিছু কাগজপত্র রেসপনডেন্ট পক্ষের দপ্তরে দাখিল করিলেও আপত্তি পত্রের ৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে সংশোধন করিয়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আবেদনের দরখাস্ত আলোচ্য অধ্যাদেশের ৮(২) উপ-ধারা মোতাবেক প্রত্যাখ্যান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ৬নং ক্রমিকের আপত্তিতে বাংলাহিলি স্থল বন্দরে সর্বমোট কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা সম্পর্কে সনদপত্র দাখিল করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা দাখিল করা হয় নাই তাই আইনসংগতভাবে আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফলে অত্র আপীল খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন রেসপানডেন্ট পক্ষ কর্তৃক গত ১৮-১-২০০১ইং তারিখে প্রত্যাখ্যান আদেশ আইনানুগ এবং তথ্যভিত্তিক হইয়াছে কি না এবং অত্র আপীল মঞ্জুর যোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এই আপীল শুনানীকালে আমি আপীলকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রেসপনডেন্ট পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছি। এই আপীল শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, আপীলকারী পক্ষ রেজিস্ট্রেশন আবেদন করিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ উহার প্রেক্ষিতে ৭ দফা লিখিত আপত্তি উত্থাপন করেন যাহা প্রাপ্ত ইহয়া আপীলকারী পক্ষ উক্ত আপত্তিসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলসহ লিখিতভাবে উত্তর প্রদানের মাধ্যমে উহা মিটআপ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ৬ নং আপত্তির উল্লেখ করিয়া উক্ত ৬ নং আপত্তি মিটআপ করা হয় নাই এই যুক্তি দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। তিনি বলেন যে, ৬নং আপত্তিটি আপীলকারী পক্ষ যথাযথভাবে মিটআপ করিয়াছিলেন এবং ৬নং অপত্তি প্রেক্ষিতে ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠানটিতে মোট কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক এবং তথা হইতে সনদপত্র গ্রহণ অন্তে দাখিলপূর্বক রেসপনডেন্ট পক্ষকে অবহিত করা হয় কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ আইন বহির্ভূতভাবে "বাংলা হিলি স্থল বন্দরে সর্বমোট কতজন কুলি শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছে" সেই মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করায় যুক্তি দেখান যাহা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি আরও বলেন যে, মেসার্স ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশানাল, সি এন্ড এফ এজেন্ট একটি ইনডিপেনডেন্ট প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানেই ৫১ জন কুলি শ্রমিক আমদানী-রপ্তানীকৃত মালামাল লোড-আনলোড করিয়া আসিতেছে যাহারা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা সদস্য নহেন এবং উক্ত ৫১ জন শ্রমিক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

থাকিয়া তাহাদের সমন্বয়েই প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠন করিয়াছেন কাজেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির সকল সদস্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩০% ভাগ নহে বরং ১০০% ভাগ। তিনি আরও বলেন যে, ঐ মর্মে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছে। কিন্তু মূল কপিতে উহার নম্বর না থাকায় উহা দাখিলের জন্য ইতিপূর্বে কয়েকবার সময় লওয়া হইয়াছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কি কারণে আপীলকারী পক্ষ উহা তাহার নিকট দাখিল করিতেছেন না তাহা তিনি বলিতে পারিবেন না তাই উহা দাখিলের শেষ ধার্য তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার পক্ষে আর কিছু করণীয় নাই বলিয়া উল্লেখ করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি তাহার বক্তব্য পেশ করিয়া বলেন যে, আপীলকারী পক্ষ রেসপনডেন্ট পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সমুদয় মিটআপ করিলেও বাংলা হিলি স্থল বন্দরে আরও ৯টি কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে তাই এই ইউনিয়ন গঠন করার যৌক্তিকতা এবং উক্ত বাংলা হিলি স্থল বন্দরে মোট কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার সনদপত্র দাখিল করিতে বলা হইলেও আপীলকারী পক্ষ তাহা প্রতিপালন করেন নাই। সেই কারণে রেজিস্ট্রেশন আবেদন যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠানটির আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কি না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ ঐ নামের প্রতিষ্ঠান হইতে একটি সদনপত্র দাখিল করা হইলেও উহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ নাই। ফলে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ রদ রহিত যোগ্য নহে জন্য তিনি অত্র আপীল নামঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও প্রতিনিধির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপীল দরখাস্ত, উহার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি, আপীলকারী পক্ষের ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র এবং রেসপনডেন্ট পক্ষের দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। উভয় পক্ষের কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আপীলকারী পক্ষ মেসার্স ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল, সি এন্ড এফ এজেন্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠানে ৫১ জন কুলি শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছে দাবী করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করার পদক্ষেপ লওয়া হয় এবং রেসপনডেন্টের দপ্তরে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন জানানো হয়। উহার প্রেক্ষিতে রেসপনডেন্ট পক্ষ ৭ দফা আপত্তি উত্থাপন করেন। উক্ত আপত্তি সম্পর্কে অবহিত হইয়া আপীলকারী পক্ষ উহার ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া একটি সংশোধনী আবেদনপত্র দাখিল করেন। উহা প্রাপ্ত হইয়া রেসপনডেন্ট পক্ষ ১৮-১-২০০১ইং তারিখের ১১৩ নং স্মারকে উল্লেখ করেন, "কিন্তু আবেদনকারী কিছু ত্রুটি সংশোধন করিলেও প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ৩০% সদস্য আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।" এই যুক্তি উল্লেখ করিয়া আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতদব্যতীত প্রত্যাখ্যানের জন্য আর কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে প্রতীয়মান হয় আর কোন কারণও ছিল না। এই প্রসংগে অত্র আদালতের অভিমত যে, কোন প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিক সংখ্যার ৩০% ভাগ সদস্য আইনের বিধান মোতাবেক ইউনিয়ন গঠন করার জন্য আবেদন করিতে অধিকারী। আপীলকারী পক্ষ তাহার আবেদনের দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছিলেন, (যাহা দাখিলী 'পি' ফরম হইতে প্রতীয়মান হয়) বাংলা হিলি স্থল বন্দরে মেসার্স ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল, সি, এন্ড এফ এজেন্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ৫১ জন। কাজেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে উক্ত ৫১ জনের মধ্যে ৩০% জন শ্রমিক একত্রিত হইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করিতে আইনতঃ অধিকারী। এই ক্ষেত্রে বাংলা হিলি স্থল বন্দরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক মোট সংখ্যা প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনের জন্য জানার বা বিবেচনায় লওয়া প্রয়োজন

নাই। সেই দিক হইতে রেসপনডেন্ট পক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশটি উল্লেখিত কারণে আইনানুগ ছিল না। তবে রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি শুনানীকালে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল সি এন্ড এফ এজেন্ট নামক আদৌ কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা সেই বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে যে সনদপত্র দেওয়া হইয়াছে উহার প্যাডে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর নাই। এইরূপ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন হওয়া বা পরিচিতি নং থাকা আবশ্যক। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির সংগে আমিও এই বিষয়ে একমত পোষণ করি। কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে বা ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে দাখিলী সনদপত্রটি ছাপানো প্যাডে লিখিত কিন্তু উহাতে কোন রেজিস্ট্রেশন নং নাই যাহা সন্দেহজনক এবং আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একাধিকবার দরখাস্ত করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত সনদ দাখিলের জন্য সময় লইয়াছিলেন। শেষ অবধি তিনি তাহা দাখিল করিতে পারেন নাই এবং গত ধার্য তারিখে তিনি শুনানীকালে প্রকাশ করেন যে, আপীলকারী পক্ষকে খবর দেওয়া সত্বেও আপীলকারী পক্ষের কেহই তাহার সংগে যোগাযোগ করিতেছেন না। তাই তিনি এই আপীল পরিচালনার উদ্যোগও হারাইয়াছেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র আদালতের নিকটেও উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে উক্ত নামে বাংলা হিলি স্থল বন্দরে একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে এবং ৫১ জন শ্রমিক উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকিলে আপীলকারী পক্ষ রেজিস্ট্রেশন পাইতে আইনতঃ হকদার। কিন্তু ঐ নামে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকিলে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ যথার্থ বলিয়া গণ্য হইবে। তাই শর্ত সাপেক্ষে অত্র আপীল মঞ্জুর যোগ্য।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের অভিমত বিবেচনা করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আপীল দোতরফা সূত্রে শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর হয়। আজ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে রেসপনডেন্ট নিজে অথবা তাহার দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বাংলা হিলি স্থল বন্দরে গমন করিয়া সরেজমিনে ইমপেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল সি এন্ড এফ এজেন্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থানীয় কাষ্টমস অফিস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোঁজ খবর লইবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিলে এবং সেখানে সর্বমোট ৫১ জন শ্রমিক কর্মরত থাকিলে সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নকে অনতিবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবেন। ঐ নামের কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলে তর্কিত আদেশ বহাল থাকিবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ২৪ জুন/২০০১
আই, আর, ও, মামলা নং-৩/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ভূঞাগাতী হাটবাজার ও স্ট্যান্ড

কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৩৬),

ভূঞাগাতী বাসষ্ট্যান্ড, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি আই, আর, ও মামলা। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী প্রতিপক্ষ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ভূঞাগাতী হাটবাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৩৬), ভূঞাগাতি বাসস্ট্যান্ড, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আই, আর, ও এর ১০(২) উপ-ধারা মোতাবেক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য অত্র দরখাস্ত দাখিল করেন। দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষ তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিলে তাহাদের আবেদন পরীক্ষা করিয়া অধ্যাদেশের ৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহার দপ্তরে এই মর্মে অভিযোগ দাখিল করা হয় যে, ইউনিয়নটির অশ্রমিক সদস্য দেখাইয়া এবং ভূয়া তথ্য পরিবেশন করিয়া রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন অধ্যাদেশের ১০(খ) ও ১০(গ) ধারা অনুযায়ী বাতিলযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই উহা বাতিলের অনুমতির জন্য অত্র দরখাস্ত দাখিল করা হয়।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন অত্র মামলায় হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই প্রতিপক্ষের মতে ভূঞাগাতী হাটবাজার ও স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর শ্রমিকগণ পদ্ধতিগতভাবে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দরখাস্ত করিলে দরখাস্তকারী পক্ষ তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নিবন্ধন প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষগণ তাহাদের সংবিধান অনুসারে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। অত্র রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দরখাস্তে যে অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আদৌ সঠিক নহে। উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে যথার্থভাবে অবহিত করা হয় নাই। অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হয় নাই। এই প্রতিপক্ষের মতে তাহাদের ইউনিয়নে কোন অশ্রমিক সদস্য নাই এবং তাহারা কোনরূপ ভূয়া তথ্য প্রদান করেন নাই। ইউনিয়নের সকল সদস্যগণই কুলি শ্রমিক এবং তাহারা কুলি শ্রমিকের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহারা অশিক্ষিত কাজেই কোনরূপ ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহা ক্ষমারযোগ্য। এমতাবস্থায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দরখাস্ত নামঞ্জুর যোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলায় নালিশের কারণ রহিয়াছে কি না?

২। দরখাস্তকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে উভয় পক্ষই কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া জানান এবং কোন পক্ষই কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। তবে দরখাস্তকারী পক্ষ তাঁহার দপ্তর নথি দাখিল করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধির এবং প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি বলেন যে, প্রতিপক্ষের ইউনিয়নটি অশ্রমিক সদস্যগণ সমন্বয়ে এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া রেজিস্ট্রেশন হাসিল করিয়াছে সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকা হইতে একটি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং উহার ভিত্তিতে প্রতিপক্ষকে কারণ দর্শাইতে বলা হয় এবং প্রতিপক্ষ উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করন আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাই তিনি অত্র দরখাস্ত মঞ্জুর করার নিবেদন করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, তাহার ইউনিয়নে কোন অশ্রমিক কুলি নাই। ইউনিয়নের সকল সদস্যগণই কুলি শ্রমিক এবং সংবিধানের বিধান অনুসারে তাহারা তাহাদের ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই গরীব কুলি শ্রমিকগণের জীবিকা নির্বাহের পথ রুদ্ধ করার জন্য যোগসাজসী অভিযোগ দাখিল করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাহা যথাযথভাবে তদন্ত না করিয়া অত্র মামলা দাখিল করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পূর্বে দরখাস্তকারী যথাযথভাবে তদন্ত করিয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন। তদন্ত ছাড়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় নাই কাজেই উহা ভূয়া অভিযোগের ভিত্তিতে বাতিলযোগ্য নহে।

আমি উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মামলার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি এবং দরখাস্তকারী পক্ষে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নথি পর্যালোচনা করিলাম। দরখাস্তে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের একমাত্র কারণ দেখানো হইয়াছে নিম্নরূপ ঃ "উল্লেখিত রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পর ইউনিয়নের সত্যতা এবং যথার্থতা সম্পর্কে অত্র দপ্তরে অভিযোগ দাখিল করা হয় যে ইউনিয়নটি অশ্রমিক ও ভূয়া তথ্য পরিবেশন করিয়া রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহা ব্যতীত সংবিধানের ১নং ও ৪নং ধারার পরিপন্থী কার্যক্রম তথা সংবিধানের বিধান পরিপন্থী অশ্রমিককে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।"

উপরোক্ত বর্ণিত কারণের প্রেক্ষিতে আমি দেখিতে পাই যে, ইউনিয়নটির সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে কে অভিযোগ করিয়াছে, কি অভিযোগ করা হইয়াছে, কতজন অশ্রমিককে শ্রমিক দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের পূর্বে কি অসত্য তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ নাই। তদুপরি সেই সকল অশ্রমিক ব্যক্তিদের নামই বা কি তাহাও অত্র দরখাস্তে বর্ণিত নাই। তদুপরি উক্ত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত না করিয়া ও অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করিয়া রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য অত্র দরখাস্ত দাখিল করা হয় যাহা আইনতঃ ও ন্যায়তঃ বিবেচনাযোগ্য নহে। কারণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত দাখিল করামাত্র প্রতিপক্ষকে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় নাই। দরখাস্তকারী পক্ষ দরখাস্ত যাচাই বাছাই করিয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছিলেন। তাই কোন উপযুক্ত তদন্ত ছাড়া উল্লেখিত কারণে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আবেদন আইনতঃ রক্ষণীয় নহে। অনুরূপভাবে বিবেচ্য বিষয়দ্বয় নিষ্পত্তি করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি অভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৪৭/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ শ্যালো নৌকা মালিক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ-১১১৮), সিরাজগঞ্জ ঘাট, সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ(২য় পক্ষ)।
১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৩, তারিখ ২২-৮-২০০১

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণণ করেন নাই।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। বাদীর ফিরিস্তিমূলে দাখিলী দপ্তর নথি প্রঃ-১ চিহ্নিত করা হইল। বিজ্ঞ প্রতিনিধি কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না মর্মে নিবেদন করেন এবং তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইল।

আমি অত্র মামলার দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিঃ নং রাজ-১১১৮ এর দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র আই, আর, ও, এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের দরখাস্তে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২৪-৮-৯৩ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আই, আর, ও-এর ৭(১)(ঞ) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের মধ্যে এমনকি এযাবৎ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীও প্রতিপক্ষ দাখিল করে নাই। উক্ত কারণে ২২-৫-২০০১ ইং তারিখের ৮৮৯ নং স্মারকপত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে দরখাস্তকারী পক্ষ যথারীতি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন কিন্তু উহা সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষের এইরূপ বক্তব্য প্রদঃ-১ অর্থাৎ দরখাস্তকারী পক্ষের দাপ্তরিক নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অত্র আদালত কর্তৃক এই মামলায় নোটিশ ইস্যু সত্বেও প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমাণিত হয়।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য বলিয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই,আর, ও মামলা একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৪২/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,

বিনসাড়া রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,

(রেজিঃ নং রাজ-১৫৮৪), বিনসাড়া,

পোঃ বিনসাড়া, থানা তাড়াশ, জেলা সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ২২-৮-২০০১

অদ্য মামলাটির জবাব (আপত্তি) দাখিল অন্যথায় একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় কোর্টে উপস্থিত আছেন মর্মে উভয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না মর্মে নিবেদন করেন এবং অফিসের সংশ্লিষ্ট নথি ফিরিস্তিমূলে দাখিল করিলেন। বাদীর দাখিলী নথি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল। বিজ্ঞ প্রতিনিধির যুক্তিতর্ক শুনিলাম।

আমি অত্র মামলার দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিঃ নং রাজ-১৫৮৪ এর দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র আই,আর,ও, এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের দরখাস্তে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ৩-৯-৯৭ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আই,আর, ও, এর ৭(১)(ঞ) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের মধ্যে এমনকি এযাবৎ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীও প্রতিপক্ষ এযাবৎ দাখিল করে নাই। উক্ত কারণে ১৪-৫-২০০১ইং তারিখের ৭৭৭নং স্মারকসূত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে দরখাস্তকারী পক্ষ যথারীতি রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন কিন্তু উহা সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষের এইরূপ বক্তব্য প্রদঃ-১ অর্থাৎ দরখাস্তকারী পক্ষের দাপ্তরিক নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অত্র আদালত কর্তৃক এই মামলায় নোটিশ ইস্যু সত্বেও প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমাণিত হয়।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় রেজিস্ট্রেশন বাতিল যোগ্য বলিয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৪৩/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
ঠাকুরগাঁও, জেলা নরসুন্দর সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৩৯১,
শহীদ মোহাম্মদ আলী সড়ক, জেলা-ঠাকুরগাঁও—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ২২-৮-২০০১

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা। বাদী পক্ষের ফিরিস্তিমূলে দাখিলী অফিসের নথি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল। বিজ্ঞ প্রতিনিধির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা গেল। বাদী পক্ষ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না মর্মে নিবেদন করেন। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

আমি অত্র মামলার দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন রেজিঃ নং রাজ-১৩৯১ এর দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র আই,আর, ও-এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের দরখাস্তে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৮-১১-৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আই, আর, ও-এর ৭(১)(ঞ) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংবিধানের ২১নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের মধ্যে এমনকি এযাবৎ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীও প্রতিপক্ষ এযাবৎ দাখিল করে নাই। উক্ত কারণে ১৪-৫-২০০১ইং তারিখের ৭৭৪নং স্মারকপত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে দরখাস্তকারী পক্ষ যথারীতি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন কিন্তু উহা সত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষের এইরূপ বক্তব্য প্রদঃ-১ অর্থাৎ দরখাস্তকারী পক্ষের দাপ্তরিক নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অত্র আদালত কর্তৃক এই মামলায় নোটিশ ইস্যু সত্বেও প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমানিত হয়।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় রেজিস্ট্রেশন বাতিল যোগ্য বলিয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা সূত্রে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৪০/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বেলতলী ভ্যান ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৩৭), বেলতলী, থানা-চিনিরবন্দর, জেলা-দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ-২২-৮-২০০১

অদ্য মামলাটির জবাব (আপত্তি) দাখিল অন্যথায় একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। বাদী পক্ষ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। বাদীপক্ষ ফিরিস্তিমূলে ইউনিয়নটির বাদী পক্ষের অফিসের নথি দাখিল করিলেন। বাদীর নথিটি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল। বিজ্ঞ প্রতিনিধির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইল।

আমি অত্র মামলার দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিঃ নং রাজ-১৭৩৭ এর দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র আই,আর,ও-এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী বাতিলের দরখাস্তে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অন্যতম কারণ উল্লেখ করা হয় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৫-১১-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর আই, আর, ও-এর ৭(১)(ঞ) এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংবিধানের ২৫ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের মধ্যে এমনকি এযাবৎ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীও প্রতিপক্ষ এযাবৎ দাখিল করে নাই। উক্ত কারণে ১৪-৫-২০০১ইং তারিখের ৭৭৮ নং স্মারকপত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে দরখাস্তকারী পক্ষে যথারীতি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন কিন্তু উহাতেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষের এইরূপ বক্তব্য প্রদর্শনী-১ অর্থাৎ দরখাস্তকারী পক্ষের দাপ্তরিক নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অত্র আদালত কর্তৃক এই মামলায় নোটিশ ইস্যু সত্বেও প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমাণিত হয়।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য বলিয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফাসূত্রে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৪৫/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, নটাখোলা ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৯), নটাখোলা ঘাট, বেড়া, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তারিখ-৩০-১০-০১

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একরতফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। দরখাস্তকারীর প্রতিনিধি মোঃ শামছুল আলমের শপথনামাসহ জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে অফিসের নথি দাখিল করিবেন মর্মে নিবেদন করেন। বাদীর ফিরিস্তিমূলে দাখিলী অফিস নথি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তাহার দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় প্রতিপক্ষ নটাখোলা ঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩৩৯-কে বিগত ৬-১২-৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। উহার পর হইতে এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্নও দাখিল করেন নাই। সেইজন্য উক্ত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। দরখাস্তের উক্ত অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সংশ্লিষ্ট নথি প্রদর্শনী নং- ১ পর্যালোচনা করিলাম যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান

হয় প্রতিপক্ষকে ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রে প্রদান করা হয়। তৎপর ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন দাখিল করেন কিন্তু ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। তদুপরি উক্ত নথি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে এযাবৎ ২ বৎসর অন্ততঃ ২ বার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কোন তথ্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। উক্ত কারণে কোন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। কাজেই দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যথাসময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ৩ বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং ২টি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন নির্বাচন না করায় দরখাস্তাকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার। তদুপরি অত্র মামলার নথি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে অত্র আদালত হইতে নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহা প্রতিপক্ষের পক্ষে জনৈক মোঃ কহিনুর হোসেন বিগত ২০-৭-২০০১ইং তারিখে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অত্র মামলায় হাজির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই। কাজেই অত্র মামলা মঞ্জুর যোগ্য।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।
সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কাফী সরকার, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০১

আই, আর,ও মামলা নং-৮৮/২০০০

মোঃ নূরুল ইসলাম, ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট(স্থায়ী),
রসায়ন বিভাগ(পরীক্ষাগার), পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ,
বর্তমানে পচিক কলোনীতে বসবাসরত—দরখাস্তকারী।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ,
পোঃ-পাক্কামারা, উপজেলা ও জেলা-পঞ্চগড়—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি আই, আর, ও, মামলা। দরখাস্তকারীর আরজির (দরখাস্তের) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে; তিনি প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় সুগার মিলে বিগত ১৭-১২-১৯৬৯ইং তারিখে রসায়ন বিভাগে স্থায়ী ল্যাব বয় হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাহার সততা ও কর্ম দক্ষতার কারণে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া বিগত ৪-১২-৭৮ইং তারিখে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করিয়া স্থায়ী ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং মজুরী কমিশনের গ্রেডে বেতন নির্ধারনপূর্বক তাহার পাওনাদি পরিশোধ করা হইতে থাকে। অতঃপর ৩১-৫-৮৯ইং তারিখের স্মারক নং-পচিক/সংস্থাপন/ফিঃনথি/২৮৭৮ পত্র মোতাবেক তাহাকে মজুরী কমিশন হইতে সংশোধনপূর্বক বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করা হয় এবং ১-৬-৮৫ইং তারিখ হইতে দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক সকল পাওনাদি প্রদান করা হয়। অতঃপর ২৩-৩-৯৩ইং তারিখের স্মারক নং-পচিক/সংস্থাপন/নিঃ নথি/১৫১৪ মোতাবেক দরখাস্তকারীকে জানানো হয় যে, মজুরী কমিশন হইতে বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য তাহাকে অপশন প্রদান করিতে হইবে কিন্তু দরখাস্তকারী যেহেতু স্থায়ী কর্মচারী সেই জন্য অপশন দেওয়ার অবশ্যকতা দেখা যায় নাই। ইহার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে জাতীয় বেতন কমিশনের আওতায় ১-৬-৮৫ইং তারিখ হইতে এ যাবৎ যথাযথভাবে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসমূহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। দরখাস্তাকারীকে সর্বশেষ ১-৭-৯৯ইং সাল পর্যন্ত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয় কিন্তু উক্ত আদেশে ব্যবস্থাপক (পারসোনেল) কোন সহি স্বাক্ষর করেন নাই। ইনক্রিমেন্ট আদেশে "প্রভিশনালী" কথা দেখা যায় কিন্তু ১-৭-২০০০ইং সালের প্রাপ্য ইনক্রিমেন্ট দরখাস্তাকারীকে প্রদান করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক ৪ মাস পূর্বে নোটিশ দেওয়া আবশ্যক ছিল কিন্তু কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে গত ৯-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৬২৫ নং স্মারকে দরখাস্তকারীর কমিশন পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত আদেশে বলা হয় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন যাহা আদায় ও কর্তনযোগ্য। উক্ত আদেশে আরও উল্লেখ করা হয় দরখাস্তকারীর বেতন বিষয়ে সদর দপ্তরের কোন অনুমোদন ছিল না যাহা সত্য নহে। উক্ত আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে এবং চাকুরী জীবনের শেষ সুবিধাদির হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের গত ১৪-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৬২৫ নং দপ্তরাদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ উহা বিবেচনা না করিয়া ২৩-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৭৬৫ নং স্মারকে দরখাস্তকারীর নামে মজুরী কমিশনের আওতায় বেতন নির্ধারণ করতঃ ৪-১২-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত মাসিক মূল বেতন ২০৫৫/-টাকা নির্ধারিত করা হয় কিন্তু ৪-১২-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারীর মাসিক বেতন ছিল ৩৪৭৫/- টাকা। উক্ত স্মারকে আরও উল্লেখ করা হয় অতিরিক্ত পাওনাদি দরখাস্তকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য। উহার বিপরীতে দরখাস্তকারীর নামে সেপ্টেম্বর/২০০০ মাসের বেতন ২৩৫৫/-টাকা প্রস্তুত করা হয় যাহা পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বেআইনী আদেশের কারণে দরখাস্তকারী অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হয় এবং ১-৭-২০০০ইং তারিখের বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট স্থগিত এবং প্রতিপক্ষের ৯-৯-২০০০ ও ২৩-৯-২০০০ইং তারিখের আদেশ রদ রহিতের প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। তাহার বক্তব্য যে, অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকার ও প্রকারে অচল, কারণবিহীন ও তামাদি দোষে বারিত। তাহার আরও বক্তব্য যে ইহা একটি শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা। আরজির অভিযোগ এবং দাবীসমূহ সঠিক নহে।

এই প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, পঞ্চগড় সুগার মিল, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বি,এস,এফ,আই,সি) এর আওতাভুক্ত একটি ইউনিট। বি,এস,এফ,আই,সি, সদর দপ্তরের যাবতীয় আদেশ নির্দেশ এই প্রতিপক্ষের উপর বাধ্যকর এবং সদর দপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত আর্থিক বিষয়ে এই প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই। দরখাস্তকারী বিগত ১৭-১২-৬৯ইং তারিখে ল্যাব বয় হিসাবে কাজে যোগদান করেন। গত ৪-১২-৭৮ইং তারিখে দরখাস্তকারী ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট পদে পদোন্নতি পান এবং ১৫-১১-৮০ইং তারিখে ল্যাব সহকারী হিসাবে তাহাকে পদান্তরিত করা হয়। উক্ত পদবীসমূহ মজুরী কমিশনের পর্যায়ভুক্ত এবং তাহার চাকুরী কারখানা আইনে পরিচালিত। এই কারণে ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালের ঘোষিত মজুরী কমিশনের আলোকে দরখাস্তকারীর বেতন করেসপন্ডিং স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সি,বি,এ-গণ শ্যামপুর চিনিকল ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের উদ্ধৃতি দিয়া দরখাস্তকরীর ল্যাব সহকারী পদকে বেতন কমিশনভুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করিলে তদানীন্তন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বি,এস,এফ,আই,সি, এর-২৪-৬-৯২ইং তারিখের ১৭৩ নং প্রজ্ঞাপনের আলোকে সদর দপ্তরের অনুমোদন ও শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্তকারী চাকুরী "প্রভিশনালী" মজুরী কমিশন হইতে পরিবর্তন করিয়া বেতন কমিশনের পর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহা সদর দপ্তরের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় কিন্তু উক্ত অনুমোদন পাওয়ার পূর্বেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর বেতনমালা মজুরী কমিশন হইতে বেতন কমিশনের আওতায় পরিবর্তন করিয়া বেতন নির্ধারণ ও প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু দরখাস্তকারী উক্ত ১৭৩ নং প্রজ্ঞাপনের শর্ত মতে কমিশন পরিবর্তনের আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী প্রতিপালন করেন নাই। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তরের নিকট বহুবার পত্র প্রেরণ করা সত্বেও অনুমোদন পাওয়া যায় নাই। বরং ১৯৯১ সালের ঘোষিত মজুরী কমিশনের আওতায় দরখাস্তকারীর বেতন নির্ধারণের অনুমোদন রহিয়াছে। গত ২০-৩-৯৩ইং তারিখের ১৫১৪ নং পত্রে সদর দপ্তরের অনুমোদনের লক্ষ্যে দরখাস্তকারীকে অপশনপত্র দাখিল করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন কিন্তু দরখাস্তকারী উহার প্রতি তোয়াক্কা না করিয়া অপশন প্রদানে বিরত থাকেন। ইহা সত্বেও দরখাস্তকারী অনিয়মিতভাবে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাইতে থাকাকালে তাহার চাকুরীর অবসর গ্রহণের সময় আগাইয়া আসিলে ৯-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৬২৫ নং স্মারকে কমিশন পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং উহার আলোকে ২৩-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৭৬৫ নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে উহা অবহিত করা হয়। উক্ত স্মারকদ্বয় সম্পূর্ণরূপে আইনানুগ এবং দরখাস্তকারী উহার বিরুদ্ধে কোন গ্রিভান্স দরখাস্ত দেন নাই ফলে মামলা রক্ষণীয় নহে। উপরোক্ত কারণে মামলটি খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ রক্ষণীয় কিনা ?

২। দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৯-৯-২০০০ এবং ১৪-৯-২০০০ইং তারিখের দপ্তরাদেশ দ্বারা বেতন কমিশন হইতে মজুরী কমিশনে তাহার চাকুরী ও বেতন ভাতা পরিবর্তন করার আদেশ আইন ও যুক্তিসংগত হইয়াছে কিনা ?

৩। দরখাস্তকারী মজুরী কমিশন অপেক্ষা বেতন কমিশনের অধীনে তাহার চাকুরীকালীন গৃহীত অতিরিক্ত বেতন ভাতা কর্তন আদেশ রদ রহিত এবং অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি পাইতে আইনতঃ হকদার কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলায় চূড়ান্ত শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহাদের নিজ নিজ পক্ষ হইতে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবেন না মর্মে জানান। তৎপরিবর্তে বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয় তাহাদের পক্ষে ফিরিস্তিমূলে দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণপত্র হিসাবে চিহ্নিত করার নিবেদন করেন যাহা বিনা আপত্তিতে দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী নং-১ হইতে ৬ এবং প্রতিপক্ষ হইতে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী নং-'ক' হইতে 'ঝ' চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। মামলাটি উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ও পরবর্তীকালে কাগজপত্র দাখিলের প্রেক্ষিতে রায়ের তালিকা হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। গত ৪-৯-২০০১ইং ধার্য তারিখে পক্ষদ্বয় সোলেনামা দাখিলের জন্য দরখাস্ত করেন কিন্তু ৫-৯-২০০১ইং তারিখে তাহারা সোলেনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে পুনরায় উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর পুনঃযুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১

এই বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তেমন কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। মামলাটির প্রকৃতি দৃষ্টে আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারা মোতাবেক রক্ষণীয় বলিয়া অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় তাই এই বিবেচ্য বিষয়টির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ২ ও ৩

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এই বিবেচ্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় উহা একত্রে গ্রহণ করা হইল। দরখাস্তকারী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার যুক্তিতর্ক পেশকালে বলেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রথমে সুগার মিলে ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট এবং পরবর্তীকালে ল্যাব সহকারী হিসাবে নিযুক্ত ও পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং তাহার বেতন মজুরী কমিশনের অধীনে বিগত ৩১-৫-৮৯ইং তারিখের পূর্ব পর্যন্ত পাইয়া আসিতেছিলেন। উক্ত তারিখে দরখাস্তকারীকে মজুরী কমিশন হইতে সংশোধনপূর্বক তাহাকে বেতন কমিশনের আওতাভূক্ত করা হয় এবং ১-৬-৮৫ইং তারিখ হইতে বেতন কমিশনের অধীনে তাহার বেতন নির্ধারণপূর্বক অত্র মামলা করা তক বেতন ভাতা প্রদান করা হইয়া আসিতেছিল এবং বর্ধিত বেতনও প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ১-৭-২০০০ইং তারিখ হইতে তাহার বাৎসরিক বর্ধিত বেতন প্রদান স্থগিত রাখা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে তাহার অবসর গ্রহণ কাল সন্নিকট হওয়ায় তাহাকে অবসর গ্রহণের কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া আকস্মিকভাবে ৯-৯-২০০০ইং তারিখের ৩৬২৫ নং স্মারকে তাহার চাকুরী বেতন কমিশন হইতে পরিবর্তন করিয়া মজুরী কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ প্রদান করা হয় যাহা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং দরখাস্তকারীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করণমূলক। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ ২৩-৩-৯৩ইং তারিখের ১৫১৪ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য অপসন দেওয়ার দপ্তর আদেশ প্রদান করা হয় কিন্তু যেহেতু তিনি বেতন কমিশনের আওতায় স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন সেই জন্য তিনি অপসন প্রদান করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে প্রতিপক্ষ ৯-৯-২০০০ইং তারিখের পর পুনরায় ২৩-৯-২০০০ইং তারিখে আর একটি পত্র দ্বারা তাহার বেতন মজুরী কমিশনের অধীনে ২৩৫৫/-টাকায় বেআইনীভাবে নির্ধারণ করেন অথচ দরখাস্তকারী তৎপূর্বে মাসিক মূল বেতন ৩,৪৭৫/-টাকা হিসাবে পাইয়া আসিতেছিলেন যাহা প্রতিপক্ষ কর্তৃকই নির্ধারণ করা হইয়াছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, শুধুমাত্র অপসন না দেওয়ার কারণে দরখাস্তকারীকে উপরোক্ত ৯-৯-২০০০ এবং ২৩-৯-২০০০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা বেতন কমিশন হইতে মজুরী কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পুনঃবেতন নির্ধারণ করিয়া দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের শেষ মুহূর্তে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করায় তিনি অবসরজনিত কারণে

বেতন কমিশনের আওতায় প্রাপ্য সকল আর্থিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন যাহা ন্যাচারাল জাষ্টিশের পরিপন্থী। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, অপসন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্বেও দরখাস্তকারী অপসন না দেওয়ার কারণে তাহাকে সেই সময়ে মজুরী কমিশনভুক্ত করিয়া তাহার বেতন ভাতা নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহা না করিয়া স্বেচ্ছায় বেতন কমিশনের আওতায় অত্র মামলা দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত বেতন ভাতা প্রদান করায় যদি কোন ত্রুটি বা ভুল হইয়া থাকে তাহা প্রতিপক্ষের দাপ্তরিক কারণে হইয়াছে সেই জন্য দরখাস্তকারী দায়ী হইতে পারেন না এবং তাহার প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা কোনভাবে হ্রাস করার অবকাশ নাই তাই তিনি তর্কিত আদেশ রদ রহিত করার নিবেদন করেন এবং বেতন কমিশনের অধীনে দরখাস্তকারীকে সকল আর্থিক সুবিধা প্রদানের আদেশ দানেরও নিবেদন করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী প্রথমে পঞ্চগড় সুগার মিলের অধীন ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট পরবর্তীতে ল্যাব সহকারী পদটির বেতন ভাতা মজুরী পরিশোধ আইনের আওতাভুক্ত ছিল এবং তাহাকে মজুরী কমিশনের অধীনে বেতন প্রদান করা হইয়াছিল কিন্তু পরবর্তীতে সি,বি-এর চাপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন প্রদান করা হয় এবং ইহা অন্যান্য মিলেও কার্যকরী করার প্রচেষ্টার কারণে ল্যাব এসিসটেন্ট বা সম পর্যায়ের পদগুলির কর্মচারীদেরকে যেহেতু ইতিমধ্যে বেতন কমিশনের অধীনে বেতন প্রদান করা হইয়া আসিতেছিল সেই কারণে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের মেমোরেন্ডাম অনুসারে ল্যাব সহকারী/ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট পদসহ আরও কতিপয় পদকে কতগুলি শর্ত সাপেক্ষে বেতন কমিশনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে যাহারা মজুরী কমিশন হইতে বেতন কমিশনে আসিতে চান বা বেতন কমিশনের আওতায় বেতন পাইতে ছিলেন তাহাদের প্রত্যেককে লিখিত ও অপরিবর্তনীয় অপশন দাখিল করার ভিত্তিতে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি (মেমোরেন্ডাম) ইস্যু করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের উক্ত মেমোরেন্ডামের ভিত্তিতে ২০-৩-৯৩ ইং তারিখের ১৫১৪ নং স্মারকে বেতন কমিশনভুক্ত হইতে রাজী থাকিলে যথাযথ অপসন/স্বীকারোক্তি পত্র দাখিল করার জন্য বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত পত্র দরখাস্তকারী নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অত্র আদালতে দাখিলও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত পত্রের নির্দেশ অমান্য করিয়া প্রতিপক্ষকে বৃদ্ধাংগুলি দেখাইয়া কোন অপসন প্রদান করেন নাই ফলে প্রতিপক্ষের জন্য বেতন কমিশনের আওতায় তাহার বেতন নির্ধারণী পত্র যাহা উপরোক্ত মেমোরেন্ডামের শর্ত মোতাবেক সদর দপ্তর হইতে অনুমোদনযোগ্য করা হইয়াছিল তাহা সদর দপ্তর হইতে অনুমোদিত হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, সি,বি-এর চাপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে পূর্বেকার মত বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করিয়া আসা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বেতন কমিশনের আওতায় কোন বেতন ভাতা গ্রহণকারী কর্মচারীকে সরকারী ও কর্পোরেশনের বিধি মোতাবেক ৫৭ বৎসর চাকুরীকাল পূরণ হইবার পর তাহাকে অবসর প্রদান করিতে হয়। দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন হওয়ায় বিষয়টি বর্তমান কর্তৃপক্ষের নজরে আসায় তর্কিত দপ্তর আদেশদ্বয় দ্বারা দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশন হইতে মজুরী কমিশনের আওতাভুক্ত করা হয়। মজুরী কমিশনের বিধি মোতাবেক ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে তাহার বেতন ভাতা পুনঃনির্ধারণ করিয়া ইতিপূর্বে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ সরকারী অর্থ বিধায় তাহা কর্তন করার দপ্তর আদেশ জারী করা হয় যাহা তাহার মতে সম্পূর্ণ আইনানুগ বটে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে চাকুরীকালীন সময়ে কোন কর্মচারীকে যদি কোন টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হইয়া থাকে বা কোন কর্মচারী যদি কোন অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া থাকে তবে তাহা অবসরকালীন সময়ে হিসাব-নিকাশ করিয়া সমন্বয় করার সরকারী বিধি-বিধান রহিয়াছে যাহা এই দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহার মতে দরখাস্তকারীকে

বেতন কমিশনের আওতায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য প্রতিপক্ষ স্বেচ্ছায় ১৯৯৩ সালেই অপসন চাহিয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তকারী স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে অপসন দাখিল করা হইতে বিরত থাকেন ফলে তিনি সদর দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করায় অত্র মামলায় তিনি কোন প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। তাহার আরও বক্তব্য যে, দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশন হইতে মজুরী কমিশনে তাহার চাকুরী ও বেতন ভাতা পরিবর্তন করার আদেশ প্রদান করা সত্বেও তিনি মজুরী কমিশনে আওতায় পুনঃনির্ধারিত বেতন ভাতা এ যাবৎ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে তাহার জন্ম তারিখ অনুসারে বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত কর্মচারী হিসাবে তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ ১-১-২০০১ ইং হওয়া সত্বেও প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তিনি বেতন কমিশনের বিধি মোতাবেক অবসর গ্রহণ না করিয়া মজুরী কমিশনের বিধি মোতাবেক (যে বিধিতে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরী করার বিধান রহিয়াছে) অতিরিক্ত সময় চাকুরী করার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি একদিকে বেতন কমিশনের বিধি মোতাবেক বেতন ভাতা, অবসর ভাতা ইত্যাদির সুবিধা দাবী করিতেছেন অন্যদিকে মজুরী কমিশনের বিধি মোতাবেক তিনি অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহা কোন মতেই আইনসংগত হইতে পারে না। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীর নিকট হইতে বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য অপসন চাওয়া হইলে দরখাস্তকারী উহার প্রেক্ষিতে কোন অপসন পত্র দাখিল না করায় তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করিয়া আসা আইনসংগত হয় নাই যাহা তৎকালীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সি,বি-এর চাপে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হইলেও দরখাস্তকারী যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি ফেরত দিতে বাধ্য বটে। উক্ত কারণে কর্তৃপক্ষের ৯-৯-২০০০ এবং ২৩-৯-২০০০ ইং তারিখের আদেশদ্বয় রদ রহিত হইতে পারে না। তাহার মতে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে অনিয়মিতভাবে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে একযোগে কর্তন না করিয়া দরখাস্তকারী চাহিলে কিস্তিতে কর্তন করার সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। তিনিও তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন আইন বা রুলিং প্রদর্শন করেন নাই।

আমি এই মামলার পক্ষদ্বয়ের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র যাহা প্রদর্শনীকার হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহা বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়াছি। উভয়পক্ষের কাগজপত্র ও প্লিডিংস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারীকে ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট পদে প্রথমে নিয়োগ করা হয় এবং উহা মজুরী কমিশনের আওতাভুক্ত পদ ছিল। উক্ত পদ হইতে তিনি পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। প্রদর্শনী নং-ক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ৩১-৫-৮৯ ইং তারিখের ২৮৭৮ নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে সংশোধিত বেতন কমিশন'৮৫ এর ৭০০-১৪১৫/- টাকার স্কেল প্রদানপূর্বক তাহার বেতন পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হয় যে দরখাস্তকারীর দরখাস্ত এবং শ্যামপুর চিনিকলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহার বেতন বেতন কমিশনের আওতায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে ১৮-৫-৯৯ ইং তারিখে ব্যাখ্যা চাওয়া হইলে শ্যামপুর চিনিকল ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ল্যাব সহকারীদেরকে বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে এবং সি, বি-এর চাপের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানানো হয় যাহা প্রদঃ-খ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অনুমিত হয় যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ২৪-৬-৯২ ইং তারিখের ১৭৩ নং স্মারকে (প্রদঃ-গ) ল্যাব সহকারী/ল্যাব এটেনডেন্টসহ আরও কতিপয় শ্রমিক কর্মচারীকে কতিপয় শর্ত আরোপ করিয়া বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য শর্তের মধ্যে ১০নং শর্তে উল্লেখ করা হয় যাহা নিম্নরূপ ঃ— "মজুরী কমিশন হইতে বেতন কমিশনের এবং ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট হইতে দোকান ও

প্রতিষ্ঠান এ্যাক্ট এর আওতাধীন হওয়া সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের লিখিত ও অপরিবর্তনীয় অপসনের ভিত্তিতে হইবে।" উহার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ২০-৩-৯৩ ইং তারিখের ১৫১৪ নং স্মারকে দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনভুক্ত হওয়ার অপসন প্রসংগে এক পত্রে বেতন কমিশনভুক্ত হইতে রাজী থাকিলে যথাযথ অপসন স্বীকারোক্তি দাখিল করার জন্য তাহাকে সরাসরি জানানো হয় মর্মে প্রদঃ- ঘ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। ইহা দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বীকৃত যে তিনি ২০-৩-৯৩ ইং তারিখের প্রতিপক্ষের উক্ত ১৫১৪ নং স্মারকপত্রের নির্দেশ মোতাবেক কোন অপসনপত্র দাখিল করেন নাই। তিনি কেন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লংঘন করিয়া অপসনপত্র দাখিল করেন নাই সেই সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা তিনি তাহার আরজিতে উল্লেখ করেন নাই। শুধু উল্লেখ করেন যে দরখাস্তকারী যেহেতু স্থায়ী কর্মচারী সেই ক্ষেত্রে অপসন দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই। এই বক্তব্য ছাড়া অপসন না দেওয়ার অন্য কোন কারণ দরখাস্তকারী তাহার প্লিডিংসে না বলায় বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান না করায় অপসন সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের আদেশ দরখাস্তকারী স্বেচ্ছায় লংঘন করিয়াছেন বলিয়া অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। কর্তৃপক্ষের উক্ত নির্দেশ মোতাবেক অপসন প্রদান করিলে দরখাস্তকারীর বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি হইত না বা আর্থিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। বরং অপসন প্রদান করিলে ,বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হইত না এবং দরখাস্তকারীকে কোন মামলাও দায়ের করিতে হইত না। এদিকে স্বীকৃত মতেই ঐরূপ অপসনপত্র দাখিল না করা সত্বেও প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে দরখাস্তকারীকে পূর্বের ন্যায় বেতন কমিশনের আওতায় এই মামলা দায়েরের পূর্বতক অর্থাৎ ৯-৯-২০০০ ইং তারিখের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত দরখাস্তকারীকে বেতন ভাতা এমনকি বর্ধিত বেতনও প্রদান করা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন হইয়া পড়ায় প্রতিপক্ষের দপ্তরে কর্মরত বর্তমান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুধাবন করিতে পারিয়া অর্থাৎ বেতন কমিশনের আওতায় দরখাস্তকারীর বেতন নির্ধারণ কর্পোরেশনের সদর দপ্তর হইতে অনুমোদিত না হওয়ায় অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষের দপ্তর বিব্রতকর অবস্থায় পড়িয়া যায় যাহার কারণ আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অপসন না দেওয়া সত্বেও দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা ও বর্ধিত বেতন প্রদান করিয়া আসা হইতেছিল। এইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে অপসনপত্র না থাকার অবকাশে প্রতিপক্ষ ৯-৯-২০০০ ইং তারিখের ৩৬২৫ নং স্মারকে দরখাস্তকারীর চাকুরী মজুরী কমিশন হইতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বেতন কমিশনভুক্ত করা হইয়াছে উল্লেখে বেতন কমিশন হইতে পরিবর্তন করিয়া ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে মজুরী কমিশনভুক্ত করার আদেশ প্রদান করা হয় এবং তাহার চাকুরী মজুরী কমিশনের শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই আদেশ এবং উপরোক্ত অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের বিধি মোতাবেক ১-১-২০০১ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান না করিয়া যেহেতু মজুরী কমিশন অনুসারে আরও অতিরিক্ত ৩ বৎসরকাল চাকুরী করার বিধান রহিয়াছে সেইহেতু তাহাকে চাকুরীতে বহাল রাখিয়া উপরোক্ত তারিখ হইতে তাহার মজুরী পুনঃনির্ধারণ করার কথাও আদেশে উল্লেখ করা হয়। এইরূপ মজুরী নির্ধারণের পর দরখাস্তকারীকে যদি বাড়তি অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকে তবে তাহা কর্তনের ব্যবস্থা লওয়া হইবে তাহাও উল্লেখ করা হয় যাহা প্রদঃ ছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। অতঃপর ২৩-৯-২০০০ ইং তারিখের ৩৭৬৫ নং স্মারকে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকীকে বেতন কমিশনের পরিবর্তে মজুরী কমিশনভুক্ত করিয়া ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে মজুরী কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী তাহার মজুরী পুনঃনির্ধারণ করা হয়। যেহেতু ৪-১২-৯৯ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর বর্ধিত মজুরীসহ তাহার মোট মজুরী নির্ধারিত হয় ২৩৫৫/- টাকায় এবং উক্ত বেতন নির্ধারণী পত্রে উল্লেখ করা হয় ইতিপূর্বে যে পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে কর্তন যোগ্য অর্থাৎ কর্তন করা হইবে যাহার প্রেক্ষিতে এই মামলার উদ্ভব। দরখাস্তকারীর বক্তব্য মোতাবেক উক্ত তারিখের পূর্বে (১-৭-৯৯ ইং তারিখে) বেতন কমিশনের বিধান মোতাবেক তাহার বেতন দাঁড়ায় ৩৬১৫/- টাকা অর্থাৎ তিনি বলিতে চান বেতন কমিশনের বিধান অনুসারে তিনি ৩৬১৫/- টাকার স্থলে মজুরী কমিশনের বিধান অনুসারে তাহার মজুরী হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ২৩৫৫/- টাকায় অর্থাৎ প্রায় প্রতিমাসে ১৩০০/-

টাকা কম পাইবেন যাহা দরখাস্তকারী এই পর্যায়ে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাহার দাবী প্রতিপক্ষ তাহাকে ভ্রমাত্মকভাবে বেতন কমিশনের বিধি মোতাবেক বেতন প্রদান করিয়া আসিতে থাকিলেও ১৯৮৫ সাল হইতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি যেহেতু বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন তাই উহা তাহার লিগ্যাল রাইটে দাঁড়াইয়াছে যাহা এত বৎসর পরে হ্রাস করা বা কর্তন করার কোন এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের নাই এবং আদালতও তাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে হ্রাস ও কর্তন করার আদেশ দিতে পারে না। দরখাস্তকারী এবং তাহার নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর এই বক্তব্য আংশিকভাবে গ্রহণ করা হইলেও সার্বিকভাবে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে কারণ দরখাস্তকারীকে তাহার আবেদন ও সি,বি-এর চাপে প্রতিপক্ষের তৎকালীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত সুবিধা প্রদান করিয়াছিল যাহা পরবর্তীতে কর্পোরেশন অর্থাৎ সংস্থার প্রধান কার্যালয় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদনের নীতিমালা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই নীতিমালা ছিল যাহারা মজুরী কমিশন হইতে বেতন কমিশনে আসিতে ইচ্ছুক তাহাদেরকে লিখিত ও অপরিবর্তনীয় অপসন দাখিল করিতে হইবে কিন্তু দরখাস্তকারী তাহার আরজিতে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন তিনি ঐরূপ কোন অপসন দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই যাহা কর্তৃপক্ষের আইনসংগত বিধিমালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সামিল বটে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে তখনই তাহাকে বেতন কমিশনের অর্ন্তভুক্ত না রাখিয়া মজুরী কমিশনভুক্ত করিয়া তাহার মজুরী নির্ধারণ করিতে পারিতেন কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তৎকালীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহা না করিয়া কেন বেতন কমিশনের আওতায় ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬/৭ বৎসর যাবৎ বেতন ভাতা প্রদান করিলেন তাহা অত্র আদালতের নিকট বোধগম্য নহে যদিও সি,বি-এর চাপে করা হইয়াছে বলিয়া খোঁড়া যুক্তি দেখানো হইয়াছে। অবশেষে বেতন কমিশন অনুসারে দরখাস্তকারীর চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইলে অর্থাৎ অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন হইলে প্রতিপক্ষের মিলের বর্তমান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুধাবন করেন এবং তর্কিত আদেশদ্বয় দেন যাহাকে দরখাস্তকারী কর্তৃক অপসনপত্র দাখিল না করার কারণে যুক্তিসংগত আদেশও বলা যায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, দরখাস্তকারী দীর্ঘদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে হউক বা সি,বি-এর চাপেই হউক, বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা পাইয়া আসিতে থাকায় উহাতে তাহার কিছুটা হইলেও অধিকার জন্মিয়াছে। কাজেই বিষয়টি উভয়পক্ষের ভুল/ভ্রান্তি বা তৎকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ ও দরখাস্তকারীর মধ্যে অজ্ঞাত সমঝোতার কারণে হইয়া থাকিলেও দরখাস্তকারী যেমন অতিরিক্ত প্রাপ্ত সমুদয় আর্থিক সুবিধা ভোগ করিতে পারেন না তেমনি তৎকালীন কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে বিধি বহির্ভূতভাবে যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন তাহারও দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এড়াইতে পারেন না। এদিকে দরখাস্তকারী বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত মজুরী ৫৭ বৎসর পুর্তির পরেও এই মামলা চলাকালীন এযাবৎকাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন যাহাও দরখাস্তকারী কর্তৃক স্ববিরোধীভাবে মজুরী গ্রহণ বটে অর্থাৎ এইরূপভাবে তিনি মজুরী কমিশনের আওতায় নির্ধারিত মজুরী প্রতিমাসে গ্রহণ করিয়া বেতন কমিশনের আওতায় আনীত সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছেন যাহা তাহার এই মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে মোটেও বাঞ্ছনীয় নহে অর্থাৎ দরখাস্তকারী একজন দ্বিমুখী সুবিধা ভোগের আগ্রহী ব্যক্তি বলিয়া নিজেকে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাই অত্র আদালত উভয়পক্ষের বক্তব্য ও কাগজপত্র দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে আসা আইন ও ন্যায়সংগত মনে করে যে, যেহেতু দরখাস্তকারীর নিকট অপসন তলব করার পরেও দরখাস্তকারী অপসনপত্র দাখিল না করা সত্বেও তাহাকে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু অপসন প্রদান না করায় তাহার বেতন মজুরী কমিশনের আওতায় নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল অর্থাৎ দরখাস্তকারী মজুরী কমিশনের আওতায় একজন কর্মচারী হিসাবে নিজকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে অপসন প্রদান করেন নাই তাই ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে তাহার বেতন মজুরী কমিশনের আওতায় পুনঃনির্ধারণ করা আইনসংগত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা না অনিচ্ছায় যেভাবেই হউক না কেন তাহাকে যেহেতু ১-৬-৮৫ হইতে ১-৭-৯৯ ইং

তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ যে তারিখ পর্যন্ত তাহাকে বেতন কমিশনের আওতায় বেতন ভাতা প্রদান করা হইয়াছে সেই সময় পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মজুরী কমিশনের বিধি অনুসারে তাহার প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা অতিরিক্ত যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কর্তন না করিয়া ৫০% ভাগ টাকা তাহার নিকট হইতে কর্তন করা যাইতে পারে এবং যেহেতু দরখাস্তকারী মজুরী কমিশনের আওতায় পুনঃনির্ধারিত হারে মজুরী ১-১-২০০১ ইং তারিখের পরেও (বেতন কমিশন অনুসারে অবসর গ্রহণের তারিখের পরও) গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ল্যাব সহকারী হিসাবে এখনও কর্মরত রহিয়াছেন সেইহেতু দরখাস্তকারী ইচ্ছা করিলে মজুরী কমিশনের আওতায় অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরীতে কর্মরত থাকিতে পারেন এবং উহা গ্রহণ করিলে তিনি মজুরী কমিশনের বিধি মোতাবেক সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি এইরূপ সুবিধা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে বেতন কমিশনের আওতায় অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্ত নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে অবসরজনিত প্রাপ্য সুবিধা পাইবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেতন কমিশনের আওতায় মজুরী কমিশনের আওতায় নির্ধারিত মজুরী অপেক্ষা যে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করিয়াছেন তাহার ৫০% ভাগ অবসরজনিত কারণে তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে কর্তন করিয়া লইতে হইবে তদুপরি অবসর গ্রহণের তারিখের পর অর্থাৎ ১-১-২০০১ ইং তারিখের পর হইতে এযাবৎ তিনি মজুরী কমিশনের আওতায় যে মজুরী ভাতা উত্তোলন করিয়াছেন তাহাও প্রতিপক্ষকে ফেরত দিতে হইবে অথবা প্রতিপক্ষ তাহার অবসরজনিত প্রাপ্য টাকা হইতে কর্তন করিয়া লইতে পারিবেন। অনুরূপভাবে এই বিবেচ্য বিষয় দুইটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের অভিমতের আলোকে অত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায়ের শর্তে উল্লেখিত ফাইন্ডিংসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আংশিক মঞ্জুর করা হইল। দরখাস্তকারী রায়ের গর্ভে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস এর কোন্ সুবিধা গ্রহণ করিবেন সেই মর্মে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। ব্যর্থতায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে বেতন কমিশনের বিধি মোতাবেক অবসর গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে গণ্য করিয়া আদেশ ইস্যু করিবেন এবং রায়ের গর্ভে উল্লেখিত উহা সম্পর্কে প্রথম সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে বেতন কমিশনের আওতায় যে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হইয়াছিল উহার ৫০% ভাগ কর্তন করিয়া অবসর গ্রহণের অব্যবহিতপূর্বে বেতন কমিশনের আওতায় উত্তোলিত বেতন ভাতার ভিত্তিতে তাহাকে অবসরজনিত প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করিবেন এবং ১-১-২০০১ ইং তারিখের পর হইতে এযাবৎ তিনি মজুরী কমিশনের আওতায় যে মজুরী উত্তোলন করিয়াছেন তাহাও কর্তন করিতে হইবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১৩/২০০১

১। এ, এম, রফিক উল্লাহ, সভাপতি

২। মোঃ নূরুল আমিন মিঞা, সাধারণ সম্পাদক,
পাবনা জেলা সড়ক পরিবহন গ্রুপ, রেজিস্টার্ড অফিস নগরবাড়ী ঘাট,
পোঃ পুরান ভারেঙ্গা, থানা-বেড়া, জেলা-পাবনা।—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আজিবর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক,
মাইক্রো মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৭৭৩, হরিদেবপুর,
কাশীনাথপুর, পোঃ কাশীনাথপুর, থানা-বেড়া, জেলা-পাবনা।

৩। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২, তারিখ-৪-৬-০১

অদ্য মামলাটির রক্ষণীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদীর নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া আরজি সংশোধন চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

অত্র মামলার রক্ষণীয়তা বিষয়ে এবং দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী সংশোধনী দরখাস্ত সম্পর্কে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তিনি বলেন যে, মামলার মূল দরখাস্তে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল সম্পর্কে যে বক্তব্য ও প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা আই,আর,ও-এর ১০ ধারার বিধান মোতাবেক আইনতঃ রক্ষণীয় নহে সেই কারণে তিনি সংশোধনী

দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত ১০ ধারা ও প্রতিপক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নং-১৭৭৩ বাতিল করার বক্তব্য ও প্রার্থনা কর্তনপূর্বক প্রতিপক্ষের সমিতির কার্যকলাপ অবৈধ মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া উক্ত সংশোধনী দরখাস্তে নূতনভাবে প্রতিকার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যাহা মঞ্জুর করা হইলে অত্র মামলা আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারা মোতাবেক মেইনটেইনেবল হইবে বলিয়া তিনি দাবী করেন।

আমি মূল দরখাস্ত (আরজি) এবং সংশোধনী দরখাস্ত পর্যালোচনা করিলাম। আরজির গর্ভে প্রায় সর্বত্র প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিঃ নং-১৭৭৩ মাইক্রো মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিকে মিথ্যাচার ভিত্তিক হিসাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। উক্ত নামের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য প্রতিপক্ষ নানারূপ মিথ্যা ও অসত্য তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৩নং প্রতিপক্ষ উহা উপেক্ষা করিয়া বেআইনীভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে ফলে উক্ত দরখাস্তের গর্ভে এবং দরখাস্তের প্রার্থনায় প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক তাহা বাতিল দাবী করা হইয়াছে যাহা আই,আর,ও-এর ১৭(৩) উপ-ধারা মোতাবেক এই দরখাস্তকারী পক্ষ দাবী করিতে পারেন না। উহা ৩নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় বিষয় বটে। অত্র নথির ১নং আদেশে অত্র আদালত উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করায় দরখাস্তকারী পক্ষ বর্তমান আরজি সংশোধনী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরজি সংশোধনী দরখাস্তে আরজির গর্ভে এবং প্রার্থনা দফায় যে সংশোধনী চাওয়া হইয়াছে উহা মঞ্জুর করা হইলে মূল দরখাস্তের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে যে দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কারণ ও তথ্য তুলিয়া ধরার বিষয় অব্যাহত থাকিবে। তদুপরি প্রার্থনা অনুসারে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যকলাপ অবৈধ মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দরখাস্তকারীগণের সংরক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী মূল দরখাস্তে বহাল থাকিবে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ অবৈধ সেই মর্মে অত্র আদালতকে আদেশ প্রদান করিতে হইবে এবং দরখাস্তকারীগণের সংরক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের যথাযথ আদেশও অত্র আদালতকে প্রদান করিতে হইবে। উক্ত সংশোধনী দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইলে আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের "কার্যকলাপ অবৈধ" মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন আদেশ অত্র আদালত আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারা মোতাবেক দিতে পারে বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয় না। কেননা প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের কার্যকলাপ অবৈধ সেই মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরণ অত্র আদালতের আইনগত দায়িত্বে পড়ে না। এমতাবস্থায় সংশোধনী দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইলে অর্থাৎ উহার ভিত্তিতে মূল দরখাস্তের বিষয় এবং প্রার্থনা আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারা মোতাবেক রক্ষণীয় হইবে না। তাই অত্র সংশোধনী দরখাস্ত নাকচ করা হইল তৎসহ অত্র মামলা আই,আর,ও-এর ৩৪ ধারা মোতাবেক মেইনটেইনেবল নহে জন্য মূল দরখাস্ত ও (আরজি) নাকচ করা হইল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৪/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
রংপুর ফাউন্ড্রী লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৬৯৮)।
বিসিক শিল্প নগরী, কেল্লাবন্দ, রংপুর।—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তারিখ ১১-১২-২০০১

অদ্য মামলাটির কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। অদ্য উভয়পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় কোর্টে হাজির আছেন বিধায় তাঁহাদের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। বাদীপক্ষের প্রতিনিধির জবানবন্দী শপথনামাসহ গ্রহণ করা হইল। বাদী ফিরিস্তিমূলে দাখিলী অফিস নথি চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করিলে তাহা প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তাহার দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিপক্ষ রংপুর ফাউন্ড্রী লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৬৯৮কে বিগত ৭-৮-১৯৮৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। উহার পর হইতে এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণও দাখিল করেন নাই। সেইজন্য উক্ত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। দরখাস্তের উক্ত অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সংশ্লিষ্ট নথি প্রদর্শনী নং-১ পর্যালোচনা করিলাম যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে ১৯৯৮ সালের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন কিন্তু ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। তদুপরি উক্ত নথি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্ততঃ ৫ বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কোন তথ্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। উক্ত কারণে কেন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। কাজেই দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যথাসময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ৩ বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোন নির্বাচন না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার। তদুপরি অত্র মামলার নথি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে অত্র আদালত হইতে রেজিঃ এডিসহ নোটিশ প্রেরণ করা হইলে উক্ত নোটিশের খামের গায়ে সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়ন "রংপুর ফাউন্ডারীতে বর্তমানে কোন ইউনিয়ন না থাকায় ফেরৎ" মর্মে মন্তব্য লিখিয়া এডিকার্ডসহ উক্ত নোটিশ ফেরত দেন। কাজেই মনে হয় ইউনিয়নটির কোন অস্তিত্ব নাই তাই অত্র মামলা মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৬/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৩০৩),
বিয়ারাঘাট, কালিয়া, হরিপুর, সিরাজগঞ্জ।—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৯, তারিখ ১১-১২-২০০১

অদ্য মামলাটির কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি শুনানী ও আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। অদ্য উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় কোর্টে হাজির থাকায় তাঁহাদের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল এবং একতরফা শুনানীর জন্য নথি গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের প্রতিনিধি শপনামাসহ জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদীর ফিরিস্তিমূলে দাখিল অফিস নথি চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করিলে তাহা প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তাহার দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়, প্রতিপক্ষ বিয়ারাঘাট শ্যালো নৌকা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৩০৩) বিগত ১৬-২-৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। উহার পর হইতে এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৬ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণও দাখিল করেন নাই। সেইজন্য উক্ত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। দরখাস্তের উক্ত অভিযোগ এবং দরখাস্ত কারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট নথি প্রদর্শনী নং-১ পর্যালোচনা করিলাম যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে ১৯৯৫ সালের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অর্থাৎ ১৯৯৬ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ কর্তৃপক্ষ দাখিল করেন নাই। তদুপরি উক্ত নথি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্ততঃ ইউনিয়নটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কোন তথ্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। উক্ত কারণে কেন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় মর্মেও উল্লেখ করা হয়। কাজেই দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যথাসময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ৩ বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও কোন নির্বাচন না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার। তদুপরি অত্র মামলার নথি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে অত্র আদালত হইতে রেজিঃ এডিসহ নোটিশ প্রেরণ করা হয় কিন্তু এডিকার্ডসহ উক্ত নোটিশ সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়ন নোটিশের খামের গায়ে " বিয়ারা শ্যালো নৌকা ঘাট নাই ফেরত দেওয়া হইল" মর্মে মন্তব্য লিখিয়া ফেরত দেন। কাজেই মনে হয় ইউনিয়নটির অস্তিত্বও নাই তাই অত্র মামলা মঞ্জুরযোগ্য। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়েরও অভিমত একই।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪১/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, নবাবগঞ্জ থানা অটোটেম্পু মালিক সমিতি
(রেজিঃ নং রাজ-১৬৫৮), ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৮, তারিখ ০৯-১২-২০০১

অদ্য মামলাটির কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি একতরফা শুনানী জন্য পেশ করা হইল।

বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। অদ্য উভয় পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় কোর্টে হাজির আছেন বিধায় তাঁহাদের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। বাদী পক্ষে প্রতিনিধির জবানবন্দী শপথনামাসহ গ্রহণ করা হইল।বাদীর ফিরিস্তিমূলে দাখিলী অফিস নথি চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করিলে তাহা প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তাহার দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিপক্ষ নবাবগঞ্জ থানা অটোটেম্পু মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৬৫৮কে বিগত ১০-৩-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। উহার পর হইতে এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণও দাখিল করেন নাই। সেইজন্য উক্ত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। দরখাস্তের উক্ত অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সংশ্লিষ্ট নথি প্রদর্শনী নং-১ পর্যালোচনা করিলাম যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে ১৯৯৮ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে অর্থাৎ ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। তদুপরি উক্ত নথি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কোন তথ্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। উক্ত কারণে কেন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় মর্মেও উল্লেখ করা হয়। কাজেই দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যথাসময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ৩ বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও কোন নির্বাচন না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার। তদুপরি অত্র মামলার নথি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে অত্র আদালত হইতে ২ বার নোটিশ প্রেরণ করা হয় কিন্তু এডিকার্ড এবং নোটিশদ্বয় ফেরত আসে নাই। তবে ডাক রশিদদ্বয় নথিতে সামিল থাকায় উহা জারী হিসাবে গণ্য হয়। কাজেই অত্র মামলা মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৭৩/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী (১ম পক্ষ)।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩৪৭, নিউ ঢাকা রোড, সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ (২য় পক্ষ)।

১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭, তারিখ, ০৯-১২-০১

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। P.W.-১ বিজ্ঞ প্রতিনিধির শপথনামাসহ জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদীর ফিরিস্তিমূলে দাখিলী অফিসের নথি চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করায় প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। তাহার দাখিলী সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। অত্র মামলার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৪৭) ৫-১০-৯৮ইং তারিখের পর থেকে এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণও দাখিল করেন নাই। সেইজন্য উক্ত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। দরখাস্তে বর্ণিত উক্ত অভিযোগ এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সংশ্লিষ্ট নথি প্রদর্শনী নং ১ পর্যালোচনা করিলাম। যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে ১৯৯৫ সালে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়। তৎপর ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন দাখিল করেন কিন্তু ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। তদুপরি উক্ত নথি দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর ৫-১০-৯৮ইং তারিখে নির্বাচন দেখানো হইয়াছে কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করা হয় নাই। উক্ত কারণে কেন রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। কাজেই দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন যথাসময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ৩ বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং ২টি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও কোন নির্বাচন না করায় দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার। তদুপরি অত্র মামলার নথি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষকে অত্র আদালত হইতে নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহা প্রতিপক্ষের পক্ষে জনৈক মোঃ রফিকুল ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অত্র মামলায় হাজির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই। কাজেই অত্র মামলা মঞ্জুরযোগ্য।

অত্রএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারীর দপ্তরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঘোড়াঘাট ভ্যান ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৬৫০, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ জনাব মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৭ তারিখ, ০৭-০৫-২০০১

অদ্য মোকদ্দমাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে হাজির আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শুনিলাম। তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারী পক্ষে কেহ জবানবন্দী করিবেন না। তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র ও নথি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করার নিবেদন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৮৮ সালে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় কিন্তু তদাবধি তাহারা কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই যদিও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) ধারা এবং ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪নং ধারা মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ ২ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন তৎপর তাহাদের উক্ত কমিটির দায়িত্ব পালন করার কোন অধিকার থাকে না। তিনি আরও বলেন যে, ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হইলে ২টি গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাহানা করেন যাহা ২৩-৮-২০০০ইং তারিখের জিডিএল/আরটিইউ-৫২৮/৮৮/১৯২৯ নং স্মারকমূলে বাতিল গণ্য করিয়া পুনরায় ৪৫ দিনের মধ্যে সংবিধান মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান অন্তে ৭ দিনের মধ্যে উহার ফলাফল দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহাদের ইউনিয়নে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারীর এই মামলার প্রেক্ষিতে অত্র আদালত হইতে প্রতিপক্ষ বরাবর নোটিশ প্রেরণ করা হয় কিন্তু উহা সত্বেও প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হন নাই। এমতাবস্থায় প্রদর্শনী নং-১ ও ২ বিবেচনা করিয়া দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রার্থিত প্রতিকার দেওয়া যাইতে পারে। কারণ দীর্ঘ প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে কোন আইনানুগ নির্বাচন প্রতিপক্ষ অনুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া দরখাস্তকারী পক্ষের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১/২০০১

দরখাস্ত কারী ঃ খন্দকার মোঃ আলাউদ্দিন (টি,আর,) রংপুর, প্রযত্নে ঃ মোহসিন হোসেন, মা-মনি লেদার হাউস, গোল্ডেন টাওয়ার, জাহাজ কোম্পানীর মোড়, পোঃ রংপুর-৫৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রেডিমেট ফার্মাঃ লিমিটেড, ১৩ বিজয়নগর, ৭৭, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

আদেশ নং ৬, তারিখ ৭-৫-২০০১

অদ্য মোকদ্দমাটির রক্ষণীয়তা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, কাফী সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান উভয়ে কোর্টে হাজির আছেন বিধায় কোর্ট গঠন করা গেল। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। বাদীকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না।

নথি দেখিলাম। ইতিপূর্বে তিনবার মামলাটির রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে শেষ সময় ধার্য করা হয়। অদ্যও দরখাস্তকারী ও তাহার নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত নাই বা কোন তদবিরও গ্রহণ করেন নাই। এখন সময় ১-১৫ মিনিট। মামলাটি উপরোক্ত কারণে খারিজ যোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৪/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১১০৩, দিনাজপুর পৌরসভা চত্বর, দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৭, তারিখ, ১৬-১০-২০০১

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, কাফী সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ আবু সেলিম কোর্টে হাজির আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বাদী পক্ষের প্রতিনিধির শপথনামাসহ পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষ নথি ফিরিস্তিমুলে দাখিল করিলেন এবং প্রদর্শনী চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করেন। বাদী দাখিলী নথি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী প্রতিপক্ষ দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১১০৩ এর বিরুদ্ধে এই মর্মে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) উপ-ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য অভিযোগ করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২৭-১০-৯৭ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে কিন্তু তাহারা ১৯৯৭ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং এযাবৎ প্রতি ২ বৎসর অন্তর নির্বাচন করা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্বেও নির্বাচন করা হয় নাই। উক্ত কারণে কেন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইবে না সেই মর্মে গত ৯-৫-২০০১ইং তারিখের ৬৯৯ নং পত্রে পূর্ব নোটিশ দেওয়া হয়। ইহা সত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই এই অভিযোগের ভিত্তিতে দরখাস্তকারী পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

আমি অত্র মামলার নথি এবং দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী রেজিঃ নং রাজ-১১০৩ নং ইউনিয়নের দপ্তর নথি পর্যালোচনা করিলাম। নথি দৃষ্টে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ইতিপূর্বে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তবে বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৭ সালের পর দাখিল করে নাই এই বক্তব্যটি নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। বার্ষিক রিটার্ণ প্রতি বৎসর অন্তর দাখিল করা প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(জি) উপ-ধারা মোতাবেক বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উক্ত বিধান লংঘন করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদুপরি অত্র আদালত কর্তৃক অত্র মামলায় নোটিশ জারী সত্বেও প্রতিপক্ষ এই মামলায় উক্ত রিটার্ণ দাখিল না করার কারণ দেখানোর জন্য অত্র আদালতে হাজির হন নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমাণিত হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা অভিন্ন মত পোষণ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সুত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি প্রদান করা হইল। অবিলম্বে অত্র আদেশের অনুলিপি দরখাস্তকারী বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৯/২০০১

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ডুগডুগিরহাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২৯১, ডুগডুগিরহাট, পোঃ- ডুগডুগিরহাট, থানা-ঘোড়াঘাট, জেলা-দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। মোঃ শামছুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৭, তারিখ, ১৬-১০-২০০১

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, কাফী সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ আবু সেলিম কোর্টে হাজির আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদী পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। পি, ডাব্লিউ-১ বাদীর প্রতিনিধির শপথনামাসহ জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে অফিসের নথি দাখিল করিলেন এবং ফিরিস্তির নথি চিহ্নিত করার জন্য মৌখিকভাবে নিবেদন করেন। বাদীর ফিরিস্তি নথি প্রদঃ-১ চিহ্নিত করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ প্রতিনিধির জবানবন্দী ও অত্র মামলায় নথি এবং রেজিঃ নং রাজ-১২৯১ এর দপ্তর নথি প্রদর্শনী নং-১ পর্যালোচনা করিলাম। ইহা আই, আর, ও অর্থাৎ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) উপ-ধারা মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারীর দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৯৫ সালে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে কিন্তু ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং এযাবৎ কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। তাই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য।

আমি অত্র মামলার নথি, দরখাস্তকারী পক্ষে ১নং সাক্ষীর জবানবন্দী এবং রেজিঃ নং রাজ-১২৯১ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের দপ্তর নথি প্রদর্শনী নং-১ পর্যালোচনা করিলাম। উহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় ১৯৯৫ সালের রেজিস্ট্রেশন লাভের পর প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৯৯৫ হইতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক রিটার্ণ ইতিপূর্বে দাখিল করিয়াছিল কিন্তু ১৯৯৮ হইতে ২০০০ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই তদুপরি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানকরণ সম্পর্কে কোন তথ্য দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। ফলে দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১)এঃ এবং ১০(১)(জি) উপ-ধারার বিধান লংঘন করিয়াছে। তদুপরি অত্র আদালত হইতে প্রেরিত নোটিশ জারী সত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন অত্র আদালতে হাজির হয় নাই। কাজেই মামলাটি একতরফাভাবে প্রমাণিত হয় এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য বলিয়া উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় অভিমত পোষণ করেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার জন্য দরখাস্তকারী পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা গেল। অত্র আদেশের অনুলিপি অবিলম্বে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আবু সেলিম, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২রা ডিসেম্বর /২০০১

আই, আর, ও মামলা নং-১৪-২০০১ তৎসহ নিম্নলিখিত আই, আর, ও ১৫টি মামলা (২ হইতে ১৬ ক্রমিকের)

ক্রমিক নং	প্রার্থকগণের নাম (টোকেন নং সহ)	মামলার নং
১।	মোঃ বাদশা মিয়া (১৫)-	আই, আর, ও ১৪/ ২০০১
২।	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৮)-	,, ,, ,, ১৫/২০০১
৩।	মোঃ আলাল উদ্দিন (১৭৭)-	,, ,, ,, ১৬/২০০১
৪।	মোঃ আবুল হোসেন (৬৯)-	,, ,, ,, ১৭/২০০১
৫।	মোঃ জিন্নাহ মিয়া (১৪) -	,, ,, ,, ১৮/২০০১
৬।	মোঃ মোজাহার আলী মন্ডল (৬০) -	,, ,, ,, ১৯/২০০১
৭।	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস(২)-(৪) -	,, ,, ,, ২০/২০০১
৮।	মোঃ হাতেম আলী (২৮) -	,, ,, ,, ২১/২০০১
৯।	মোঃ কাজেম উদ্দিন ফকির (৪০) -	,, ,, ,, ২২/২০০১
১০।	মোঃ আশরাফ আলী সরকার (৪৫) -	,, ,, ,, ২৩/২০০১
১১।	মোঃ নিহাজ উদ্দিন প্রাং (৪৭) -	,, ,, ,, ২৪/২০০১
১২।	মোঃ ইসমাইল হোসেন প্রাং (৭৭) -	,, ,, ,, ২৫/২০০১
১৩।	মোঃ নূর মোহাম্মদ প্রাং (৬৩) -	,, ,, ,, ২৬/২০০১
১৪।	মোঃ আব্দুল কাদের প্রাং (২৪) -	,, ,, ,, ২৭/২০০১
১৫।	মোঃ আবু ছাইদ সরকার (১৩) -	,, ,, ,, ২৮/২০০১
১৬।	মোঃ আব্দুল খালেক (৩৯) -	,, ,, ,, ২৯/২০০১

বনাম

প্রতিপক্ষগণ ঃ

১। হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ, কলেজ রোড, বগুড়া।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ, কলেজ রোড, বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা- ভান্ডারী মঞ্জিল(হাসনাবাগ), বড়গোলা, বগুড়া।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

অত্র আই, আর,ও ১৪/২০০১ এবং উপরোক্ত ১৫/২০০১ হইতে ২১/২০০১ নং ক্রমিকের মামলার প্রার্থকগণের দরখাস্তের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য একইরূপ। অন্যদিকে সকল মামলার প্রতিপক্ষদ্বয় এক ও অভিন্ন। অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলাগুলি একত্রে (এ্যানালোগাস) শুনানী সম্পন্ন করা হয়। তাই মামলাগুলির রায়ও একত্রে অর্থাৎ এই মামলার রায়ে প্রকাশ করার জন্য লওয়া হইল।

উপরোক্ত মামলাসমূহের দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মামলাগুলির প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষ কারখানা হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিমিটেডে সততা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিয়া আসাকালে যথারীতি তাহারা বেতন ভাতা পাইয়া আসিতেছিলেন। প্রতিপক্ষের কারখানাটি লাভজনকভাবে চলিতে থাকাকালে ২ নং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বআইনীভাবে কাঁচামালের অভাব এবং উৎপাদিত ম্যাচের বাজারে চাহিদা না থাকার কথা মিথ্যাভাবে উল্লেখ করিয়া গত ১৬-৮-১৯৯৯ইং তারিখ হইতে ১৫ দিনের জন্য লে-অফ ঘোষণা করেন এবং পর্যায়ক্রমে উক্ত লে-অফ এর সময় বর্ধিত করেন। অবশেষে ১৪-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ইহার প্রতিবাদে কারখানার সি, বি, এ কর্তৃক গত ৩০-৮-৯৯, ১৩-৮-৯৯, ১৮-১০-৯৯ এবং ৩-১১-৯৯ইং তারিখে উক্ত বেআইনী লে-অফ ও লক-আউট প্রত্যাহারপূর্বক কারখানাটি চালু করার জন্য ২নং প্রতিপক্ষ বরাবর দাবি পেশ করা হয় কিন্তু ২নং প্রতিপক্ষ উহাতে কর্ণপাত না করিলে উক্ত সি, বি, এ গত ৫-১০-৯৯ইং তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়ার উপ-প্রধান পরিদর্শকের দপ্তরে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। ২নং প্রতিপক্ষ ১৪-১০-৯৯ইং তারিখে এক লিখিত পত্রে ১৬-৮-৯৯ হইতে ১৩-১০-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৯ দিনের লে-অফ এবং ১৪-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার কথা স্বীকার করেন। ইহার প্রেক্ষিতে উক্ত সি, বি, এ অত্র আদালতে আই, আর, ও মামলা নং-১৩১/৯৯ দায়ের করিলে তাহা শুনানী অন্তে মঞ্জুরপূর্বক রায় প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিয়া পুনরায় চালু করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করিয়া উক্ত কারখানার যাবতীয় কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সকলের অগোচরে বিক্রয় করিয়া দেন এবং উৎপাদিত দিয়াশলাই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। কারখানাটি পুনরায় চালু করার কোন উদ্যোগ এযাবৎ

গ্রহণ করা হয় নাই ফলে অত্র প্রার্থকগণ লে-অফকালীন ক্ষতিপূরণ ও আইনানুগ যাবতীয় পাওনা পাওয়ার অধিকারী বটে। দরখাস্তে আরও উল্লেখ করা হয় যে, কারখানাটির অন্যান্য শ্রমিকগণ কর্তৃক আনীত আই, আর, ও ১৩/২০০ হইতে ৩৩/২০০, ৩৫/২০০০ হইতে ৪৬/২০০০, ৪৮/২০০০, হইতে ৫৪/২০০০, ৫৬/২০০০ হইতে ৭৪/২০০০ এবং ৮০/২০০০ ও ৮১/২০০০ নং মামলা রুজু করিলে অত্র আদালত গত ১২-৩-২০০১ইং তারিখে উহা মঞ্জুর করতঃ রায় ও আদেশ ঘোষণা করেন। তাই উপরোক্ত কারণে অত্র প্রার্থকগণও লে-অফকালীন ক্ষতিপূরণসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলায় প্রয়োজনীয় আদেশ প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বলেন যে, প্রার্থকগণের দরখাস্ত কারণবিহীন এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে ডিসমিসযোগ্য। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধিত ২(XXVIII) উপধারা মতে শিল্প বিরোধ হইতে সৃষ্ট না হওয়ায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক ফ্যাক্টরিটি লে-অফ করায় দরখাস্তকারীগণের শ্রমিক স্বত্বা না থাকায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে আনীত মামলাগুলি আইনতঃ বারিত। ২নং প্রতিপক্ষ আরজির অন্যান্য অভিযোগ ও বক্তব্য অস্বীকার করেন।

তাহার মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, ফ্যাক্টরীটি বহু প্রাচীন ম্যাচ ফ্যাক্টরী। উহার মেশিনারীর উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ফলে উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। এদিকে মূলধনের কমতি পড়ায় বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া কারখানাটি চালু রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে প্রতিপক্ষ ১৬-৮-৯৯ইং তারিখে কারখানাটি প্রথমে লে-অফ করিতে বাধ্য হন এবং ধাপে ধাপে লে-অফ আগাইয়া লইয়া শেষে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের লে-অফকালীন পাওনাদি পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রার্থকগণের দরখাস্তে উল্লেখিত মামলাগুলির রায়ের কার্যকারীতা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হইতে রীট পিটিশন মামলার দরুণ স্থগিত হইয়া আছে। দরখাস্তকারীগণের পাওনা সম্পর্কিত কিছু থাকিয়া থাকিলে মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মতে ভিন্ন ফোরামে মামলা করিতে হইবে। এমতাবস্থায় মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। বর্তমান আকারে অর্থাৎ আই, আর, ও-এর ৩৪ ধারামতে অত্র মামলাগুলি আইনতঃ রক্ষণীয় কি না ?

২। প্রার্থকগণ অত্র মামলাগুলিতে প্রতিপক্ষের কারখানা লে-অফ ও লক-আউটের কারণে লে-অফকালীন ক্ষতিপূরণ ও আইনানুগ কি কি পাওনা পাইতে আইনতঃ হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ১

অত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানীর ধার্য তারিখে কোন পক্ষ হইতে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই অর্থাৎ পক্ষদ্বয় মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান হইতে বিরত থাকেন। ফলে মামলাগুলিতে উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। প্রার্থক পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন অত্র আদালতে প্রতিপক্ষের কারখানায় অপর ৬০ জন শ্রমিক আই, আর, ও মামলা নং- ১৩/২০০০ হইতে

৩৩/২০০০, ৩৫/২০০০ হইতে ৪৬/২০০০, ৪৮/২০০০ হইতে ৫৪/২০০০, ৫৬/২০০০ হইতে ৭৪/২০০০ এবং ৮৩/২০০০ ও ৮১/২০০০ একই কারণে ও নালিশে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে রুজু করিলে মামলাগুলি গত ১২-৩-২০০১ইং তারিখে মঞ্জুর করা হয় এবং শ্রমিকগণকে এযাবৎ ছাটাই করা হয় নাই গণ্যে লে-অফজনিত ক্ষতিপুরণের আদেশ দেওয়া হইলে এযাবৎ উক্ত রায় ও আদেশ বহাল রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন অত্র প্রার্থকগণও অত্রাদালতে একই কারণে পি, ডাব্লিউ, ৩/৯৯ হইতে ১৯/৯৯নং মামলা মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারামতে রুজু করিলে মামলাগুলি আইনে রক্ষণীয় নহে বরং আই, আর, ও এর ৩৪ ধারা মতে রক্ষণীয় হইবে মর্মে নামঞ্জুর করা হয়। ফলে অত্র প্রার্থকগণ কোন আইন বা উক্ত রায় দ্বারা বারিত না হওয়ায় অত্র মামলাগুলি আই, আর, ও, এর ধারা মোতাবেক রুজু করিয়াছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ তাহার কারখানাটি লে-অফ তৎপর বন্ধ ঘোষণা করায় এবং এ যাবৎ মিলটি চালু না করিয়া বা চালু করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করিয় তদুপরি অত্র শ্রমিকগণকে ছাটাই না করিয়া বেকার করিয়া রাখিয়াছেন। ফলে তাহারা এখনও মিলটির শ্রমিক হিসাবে বহাল রহিয়াছেন। তাই লে-অফ ও লক-আউটজনিত কারণে এস, ও, এ্যাক্টের ৯(১) ও (২) উপধারার বিধান মোতাবেক অত্র প্রার্থক শ্রমিকগণকে কোন ক্ষতিপুরণ প্রদান না করায় আই, আর, ও এর ৩৪ ধারা মোতাবেক উক্ত ক্ষতিপুরণ সিকিউরড ও গ্যারান্টিড রাইট হিসাবে তাহারা আদায় পাইতে আইনতঃ হকদার। তাই তিনি অত্র মামলাগুলি মঞ্জুর করার নিবেদন করেন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধিত ২(XXVII) উপধারামতে কারখানাটির লে-অফ ও লক-আউট শিল্প বিরোধ হইতে সৃষ্ট না হওয়ায় দরখাস্তকারীদের শ্রমিক স্বত্বা না থাকায় আই, আর, ও এর ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক মামলাগুলি রক্ষণীয় নহে। ইহাছাড়া তিনি আরও বলেন যে, প্রার্থকগণের দরখাস্তে উল্লেখিত ইতিপূর্বে ১২-৩-২০০১ইং তারিখে নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলির কার্যক্রম মহামান্য হাইকোর্ট হইতে পরোক্ষভাবে স্থগিত হইয়াছে। সেই কারণেও এই মামলাগুলি বর্তমানে নিষ্পত্তিযোগ্য নহে। ইহার জবাবে প্রার্থক পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষের উক্ত বক্তব্য সঠিক নহে। কারণ উল্লেখিত ৬০টি মামলা মঞ্জুর হইলে এবং উহার আদেশে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষ প্রার্থকগণের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনাদি পরিশোধ না করিলে উহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রার্থকগণ অত্র আদালতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারায় আদালতের আদেশ লংঘন করায় ফৌজদারী মামলা আনয়ন করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত ফৌজদারী মামলার আসামী হওয়ায় তিনি উক্ত ফৌজদারী মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করিলে উক্ত ফৌজদারী মামলাগুলির পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, অত্র আদালত কর্তৃক ১২-৩-২০০১ইং তারিখে নিষ্পত্তিকৃত ৬০টি আই, আর, ও মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে মহামান্য উচ্চ আদালতে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আপীল বা অন্য কোন ফোরামে কোন মামলা এ যাবৎ দায়ের করা হয় নাই। ফলে মহামান্য উক্ত আদালত বা আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে উক্ত ৬০টি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয় নাই। প্রতিপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী প্রার্থক পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর এই বক্তব্য অস্বীকার করেন নাই বরং স্বীকার করেন। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে অত্র আদালতের প্রশ্নের জবাবে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করিয়া বলেন যে, বর্তমান আই, আর, ও ১৪/২০০১ হইতে ২৯/২০০১নং মামলাগুলি কোন মহামান্য উচ্চ আদালত হইতে বা আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে স্থগিত করা হয় নাই। ফলে মামলাগুলির চূড়ান্ত শুনানী ও নিষ্পত্তি করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, অত্র মামলাগুলি শুনানী ও নিষ্পত্তি করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই।

এখন আলোচনা করিতে চাই অত্র মামলাগুলি আই, আর, ও এর ৩৪ ধারা মোতাবেক আইনতঃ রক্ষণীয় কি না ? এই প্রসংগে যেহেতু প্রার্থক পক্ষে অত্র মামলাগুলির দরখাস্তে অত্র আদালত কর্তৃক ১২-৩-২০০১ইং তারিখে নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলির প্রসংগ ও রায়ের আদেশ সম্পর্কে প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী লিখিত জবাবেও উক্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তি হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই কারণে অত্র মামলাগুলির সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনে উক্ত মামলাগুলির রায় যাহা ১৩/২০০০নং আই, আর, ও মামলার নথির সহিত সামিল রহিয়াছে প্রসংগক্রমে অত্র মামলায় সোমোটো গঠন ও পর্যবেক্ষনের জন্য সাময়িকভাবে দাখিল করা হইল। উক্ত মামলার রায় ও নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বর্তমান বিচারাধীন মামলাগুলির দরখাস্তের (আরজির) বক্তব্য এবং উল্লেখিত ৬০টি মামলার দরখাস্তের (আরজির) বক্তব্য একইরূপ। উক্ত মামলার প্রতিপক্ষগণও একই। কারখানাটিও একই। উক্ত মামলার রায় দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় মামলাগুলি আই, আর, ও, এর ৩৪ ধারা মোতাবেক আইনতঃ মেইনটেইনেবল ছিল। কারণ শ্রমিকগণকে প্রতিপক্ষদ্বয় কারখানাটি লে-অফ ও লক-আউট করার পর ছাটাই করেন নাই এবং শ্রমিকগণকে এস, ও এ্যাক্টের ১২ ধারা বিধান মোতাবেক ছাটাই না করায় এস, ও এ্যাক্টের ৯(১)(২) উপধারার বিধান মোতাবেক প্রাপ্য ক্ষতিপূরন আই, আর, ও এর ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক গ্যারান্টিড রাইট এবং যাহা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৩২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-১৬৫ (এ, কে, খান এবং কোং বনাম চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত) রুলিং মোতাবেক মেইনটেইনেবল বলিয়া উক্ত মামলাসমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই প্রসংগক্রমে অত্র রায়েও উক্ত রুলিংটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

৩২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা-১৬৫ঃ "Remedies under section 34 of the Industrial Relations Ordinance not dependent on remedy available under section 25 of the Employment of Labour (S.O.) Act.

Industrial workers' right under sections 17, 18 & 19 of Employment of Labour (S.O.) Act can be enforced through section 25 of that Act or through section 34 of the Industrial Relations Ordinance."

কাজেই উপরে বর্নিত ৬০টি মামলার রায়ের সিদ্ধান্ত এবং উপরোক্ত রুলিং এর প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে অত্র ১৬টি আই, আর, ও, মামলাও আইনতঃ মেইনটেইনেবল। তাই অত্র বিবেচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রার্থকগণের অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ২

প্রার্থক পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্য পেশকালে বলেন যে, প্রতিপক্ষের ম্যা কারখানাটি প্রথমে ১৬-৮-৯৯ইং তারিখ হইতে ১৫ দিনের জন্য লে-অফ ঘোষণা করা হয় যাহা প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী অস্বীকার করেন নাই। অতঃপর উক্ত লে-অফ পর্যায়ক্রমে ১৩-১০-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় যাহাও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক অস্বীকার করা হয় নাই এবং ইহা অত্র আই, আর, ও ১৪/২০০২ নং মামলার প্রদর্শনী নং-৩ দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রদঃ-৩ এ আরো উল্লেখ করা হয়ঃ- "আরও উল্লেখ থাকে যে, আগামী ১৪-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হইল।" প্রার্থক পক্ষে দাবী করা হয় যে, কারখানাটি লে-অফ ও বন্ধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী-শ্রমিকগণকে তাহাদের লে-অফকালীন কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ

প্রদান করা হয় নাই। আমি ইতমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন শ্রমিককে ছাটাই করা হয় নাই তাহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আই, আর, ও, এর ২(XXVIII) উপধারার বিধান মোতাবেক 'ওয়ার্কার' এবং 'ওয়ার্কম্যান' এর সংগা উল্লেখ করিয়া বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, শিল্প বিরোধ হইতে সৃষ্ট না হওয়ায় কারখানাটি লে-অফ করায় দরখাস্তকারীগণের শ্রমিক স্বত্বা ছিল না। কিন্তু বর্তমান মামলায় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উক্ত বক্তব্য উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে অত্র আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রার্থকগণ লে-অফজনিত কারণে প্রতিপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হয় নাই মর্মে দাবী করেন যাহা আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, লে-অফকালীন পাওনাদি শ্রমিকগণকে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দাবী বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার যুক্তিতর্ক পেশকালে পুনরাবৃত্তি করেন নাই। অর্থাৎ লে-অফকালীন পাওনাদি শ্রমিকগণকে পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই মর্মে তিনি কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই বা পাওনা পরিশোধের কোন ডকুমেন্টও দাখিল করেন নাই। কাজেই প্রার্থক পক্ষের বক্তব্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে লে-অফকালীন আইনানুগ পাওনাদি প্রতিপক্ষ প্রার্থকগণকে পরিশোধ করেন নাই। তথাপি প্রকৃত পক্ষে কোন শ্রমিককে উল্লেখিত সময়ে লে-অফজনিত কারণে ক্ষতিপুরণের অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকিলে সেই পরিমাণ অর্থ তাহার সর্বমোট প্রাপ্য অর্থ হইতে পুনরায় পরিশোধযোগ্য হইবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। যেহেতু মামলাগুলি বর্তমান আকারে আইনতঃ মেইনটেইনেবল এবং ১৬-৮-৯৯ইং তারিখ হইতে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৩-১০-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত ৫৯ দিন কারখানাটি লে-অফ করিয়া রাখা হয় অতঃপর ১৪-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে বন্ধ ঘোষণা করা হয় তাই অত্র মামলার প্রার্থকগণ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৯(১) ও (২) উপধারা মোতাবেক আইনতঃ ক্ষতিপুরণ পাইতে হকদার। তাই অত্র প্রার্থক শ্রমিকগণ উক্ত আইনের ৯(১) ও (২) উপধারা মোতাবেক ১৬-৮-৯৯ হইতে ১৫-১০-৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত নিজ নিজ মূল মজুরী ও মহার্ঘ ভাতার অর্ধেক এবং আবাসিক ভাতা (যদি কোন প্রার্থক লে-অফের পূর্ব পর্যন্ত আবাসিক ভাতা পাইয়া থাকেন) গ্যারান্টিড ও সিকিউরড রাইট হিসাবে পাইতে অধিকারী। তদুপরি যেহেতু ১৪-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্বীকৃতমতে ৯(৩) উপধারার ভিত্তিতে উক্ত আইনের ১২ ধারার বিধান মোতাবেক প্রার্থকগণকে ছাটাই করা হয় নাই কাজেই অত্র প্রার্থকগণ ১৬-১০-৯৯ইং তারিখ হইতে এ যাবৎ এমনকি যতদিন না মিলটি চালু করিয়া অত্র শ্রমিকগণকে কাজে নিযুক্ত করা হইবে বা তাহাদেরকে ছাটাই করা হইবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা নিজ নিজ মূল মজুরী ও মহার্ঘ ভাতার এক চতুর্থাংশ ও উপরোক্ত মতে আবাসিক ভাতা পাইতে আইনতঃ অধিকারী। ফলে উহা আই, আর, ও এর ৩৪ ধারা মোতাবেক বলবৎযোগ্য বিধায় অত্র বিবেচ্য বিষয়টির সিদ্ধান্ত প্রার্থকগণের অনুকূলে গ্রহণ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মতামতও বিবেচনা করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র আই, আর ও মামলা নং ১৪/২০০১ তৎসহ অত্র রায়ে উল্লেখিত ১৫/২০০১ হইতে ২৯/২০০১ নং মামলাসমূহ দোতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় রায়ের গর্ভে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মঞ্জুর করা হইল। আজ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থকগণের রায়ের গর্ভে উল্লেখিত পাওনাদি বিধি মোতাবেক হিসাব নিকাশ অন্তে পরিশোধ করার জন্য প্রতিপক্ষদ্বয়কে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র রায় ও আদেশ উপরোক্ত আই, আর, ও ১৫/২০০১ হইতে ২৯/২০০১ নং মামলাগুলিতেও প্রযোজ্য হইবে। অত্র রায় আই, আর, ও ১৪/২০০১ নং মামলার নথির সহিত সামিল থাকিবে।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ- মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ- ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রশিদুল্লাহ, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০১
আই, আর, ও মামলা নং ঃ ৮৪/২০০০

মোঃ আজগর আলী আকন্দ , মেকানিক 'সি' হালে পদায়িত ফোরম্যান
বি, আর, ই (বিশেষায়িত) প ও র যান্ত্রিক উপবিভাগ,
পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ।—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

২। প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

৪। পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কর্মচারী পরিদপ্তর,
ওয়াপদা ভবন মতিঝিল, ঢাকা।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পক্ষে
সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জনাব এফ,ই, এম, আসাদুজ্জামান (মাখন), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আব্দুল গাফ্ফার, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি আই, আর, ও মামলা। দরখাস্তকারীর আরজির (দরখাস্তের) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি বিগত ২০-৪-৬৬ইং তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বিভাগে ওয়ার্ক চার্জ খাতে মেকানিক (সি) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন বিভাগে কর্তব্য পালন করিয়া সিরাজগঞ্জ যান্ত্রিক উপ-বিভাগে কর্মরত থাকেন। গত ১৪-৫-২০০০ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে স্ব- বেতনে ফোরম্যান পদে পদায়ন করা হইলেও তিনি মেকানিকের কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ফোরম্যান পদে তাহাকে পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই বা ফোরম্যান পদের কোন বেতন ভাতা দেওয়া হয় না। প্রতিপক্ষগণ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগে ওয়ার্ক চার্জ খাতে কর্মরত কর্মচারীগণকে ১৯৬৩ সালের ১লা মার্চ হইতে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া দপ্তর আদেশ জারী করেন (দরখাস্তে আদেশ জারীর তারিখ উল্লেখ নাই)। উক্ত দপ্তরাদেশ অনুসারে ৪ নং প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে ২৪-৪-৭৯ ইং তারিখের মেমোতে উল্লেখিত বিভিন্ন তারিখে ওয়ার্ক চার্জ খাতে কর্মরত কর্মচারীগণকে নিয়মিত করিয়া ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে আত্মীকরণ করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী ২৪-৪-৬৬ তারিখে ওয়ার্ক চার্জ খাতে মেকানিক (সি) পদে যোগদান করা সত্ত্বেও তাহাকে বেআইনীভাবে আত্মীকরণ করা হয় নাই যদিও তিনি প্রতিপক্ষেগণের নিকট অনেকবার লিখিত ও মৌখিক আবেদন করিয়াছিলেন। ৪ নং প্রতিপক্ষ গত ২৪-১২-৯৫ ইং তারিখের মেমোমূলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে দপ্তর পরিদপ্তরে ওয়ার্ক চার্জ খাতে যে সকল কর্মচারী নিয়মিত পদে আত্মীকরণ হইয়াছে তাহাদেরকে ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করার কথা উল্লেখ করিয়া ১৮-১-৯৬ ইং তারিখের সধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তথ্যাদি ও কাগজপত্র প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেন। উহার প্রেক্ষিতে ১৮-১-৯৬ ইং তারিখে প্রেরিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তালিকায় দরখাস্তকারীর নাম ১ নং ক্রমিকে উল্লেখ থাকে। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারীকে ১১-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষগণের আদেশ নির্দেশমতে দরখাস্তকারীকে ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে মেকানিক (সি) পদে নিয়মিত করিতে হইবে। ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করা হইয়াছে এমন অনেক কর্মচারী দরখাস্তকারী অপেক্ষা জুনিয়ার। দরখাস্তকারীর চাকুরী শেষ পর্যায়ে এবং শীঘ্রই তিনি অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন। ফলে দরখাস্তকারী গত ৯-৭-২০০০ ইং তারিখে ৪নং প্রতিপক্ষ বরাবর নোটিশ দিয়া ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন কিন্তু উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবেচিত না হওয়ায় অত্র মামলা দায়ের করা হয়। দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে তাহার চাকুরী নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করার আদেশ প্রার্থনা করেন। আরজি সংশোধনী দরখাস্তের মাধমে তাহার আরও বক্তব্য যে, এই মামলা চলাকালে দরখাস্তকারীর সমশ্রেণী সহকর্মী মোঃ আব্দুল জব্বার মন্ডলকে ২১-১২-২০০০ ইং তারিখে, আব্দুল কাইউমকে ৪-৬-২০০০ ইং তারিখে এবং আনিসুর রহমানকে গত ১৭-১-২০০০ ইং তারিখে পৃথক পৃথক স্মারকে স্ব স্ব নিয়োগের তারিখ হইতে নিয়মিত করিয়া আত্মীকরণের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে এই মামলার প্রতিপক্ষগণ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের মতে অত্র মামলা কারণবিহীন, তামাদি দোষ ও অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত কারণে আইনত অচল দরখাস্তকারী বর্তমানে ফোরম্যান হিসাবে কর্মরত থাকাকালে সিরাজগঞ্জ নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হইতে অবসরগ্রহণকালীন ছুটিতে গিয়াছেন। তাই তিনি ফোরম্যান হওয়ায় শ্রম আদালতে কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। এই প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীর দরখাস্তের সমূহ দাবী ও অভিযোগ মিথ্যা গণ্যে অস্বীকার করিয়াছেন।

তাহাদের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, দরখাস্তকারী কুমিল্লা পানি উন্নয়ন বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর স্মারক নং- ১২২৫(২) তাং-২৫-৪-৬৬ ইং মূলে মেকানিক সহকারী হিসাবে ওয়ার্ক চার্জ এস্টাবলিশমেন্টর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহাকে তৎকালীন পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ এ অধীনে পোষ্টিং দেওয়া হইলে তথায় তিনি যোগদান করতঃ চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। তাহার চাকুরী সম্পূর্ণ অস্থায়ী। তাহাকে মেকানিক (সি) গ্রেডে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় নাই। তিনি ' নো ওয়ার্ক নো পে' ভিত্তিক চাকুরী করিতেন। তাহাকে বিগত ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে বোর্ড কর্তৃক স্মারক নং-১১৯২ পাউবো (কগ)-পি-৪/(প্রঃ) এ-২৬/৯২/পার্ট-৪, তাং ১১-৩-৯৩ ইং মাধ্যমে নিয়মত করা হয়। ৪ নং প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে ২৪-১২-৯৫ ইং তারিখের স্মারকমূলে কর্মচারীদের যে তালিকা চাওয়া হইয়াছিল এবং উহার প্রেক্ষিতে একটি তালিকা প্রস্তুতকরতঃ যে ক্রমিক নং উল্লেখ করা হয় তাহা জ্যেষ্ঠতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয় নাই। পরিচালক কর্মচারী পরিদপ্তরের স্মারক নং-২ পাউবো (ফপ)/বি-৩/লুজ, তাং-৭-১-২০০০ ইং মূলে যে সমস্ত ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারী ১-৩-৬৯ইং তারিখে বা তৎপূর্বে এবং ঐ তারিখের পরবর্তী সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাহারা ইতোমধ্যে নিয়মিত হইয়াছেন তাহাদের স্ব স্ব নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাদিগকে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরীক্ষা নিরীক্ষাকরতঃ প্রয়োজনীয় সুপারিশ বোর্ডে দাখিল করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটি বিভিন্ন দপ্তর হইতে বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীর আবেদন প্রাপ্ত হন। উহার ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদনগুলি পর্যালোচনা করিয়া একটি অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন কিন্তু রিপোর্ট বোর্ডে দাখিলের পর বোর্ড কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর মত অনেক ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীকে শূন্য পদ না থাকার কারণে ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু নব্বই দশকে তাহার মত ষাট দশকের ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের বোর্ডের অনুমোদিত শূন্য পদ পাওয়ার প্রেক্ষিতে নিয়মিত পদে যোগদানের তারিখ হইতে আত্মীকরণ করা হয়। দরখাস্তকারী তাহাদের মধ্যে একজন। কর্মচারী পরিদপ্তর বরাবরে উল্লিখিত দরখাস্তকারীর ৯-৭-২০০০ইং তারিখের আবেদন পত্র দাপ্তরিকভাবে গৃহীত হয় নাই। দরখাস্তকারীকে কর্মচারী পরিদপ্তর হইতে গত ১১-৩-৯৩ইং তারিখে নিয়মিত শূন্য পদের অনুকূলে মেকানিক (সি) পদে আত্মীকরণ করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী ১-৩-৬৯ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও এম, ই, ও, বিভাগে কর্মরত থাকাকালে মেকানিক (সি) এর পদ শূন্য থাকিলে এবং তাহার আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্মচারী পরিদপ্তরে পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইত। দরখাস্তকারীকে ১৯৮৪-৮৫ সালে বগুড়া প,ও,র, বিভাগের মেশিন ও পার্টস ক্রয়ের মিথ্যা বিল ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা চালু হওয়ায় তাহাতে তদন্ত শেষে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপ করিয়া তাহার বেতন এক ধাপ নীচে নামানো হয়। ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে ঢালাওভাবে কাহাকেও আত্মীকরণ করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর নিয়মিতকরণের দরখাস্ত দাপ্তরিকভাবে কর্মচারী পরিদপ্তরে পাওয়া যায় নাই। তাই তিনি ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিতকরণের ব্যাপারে সুযোগ পাইতে পারেন না। ইতোপূর্বে যাহাদেরকে নিয়মিতকরণ করা হইয়াছে তাহাদের প্রাপ্যতা ও শূন্য পদের অনুকূলে করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে নিয়মমাফিক যথারীতিভাবে আত্মীকরণ করা হইয়াছে। তাহাকে ফোরম্যান পদে পদায়ন করায় তিনি অত্র আদালত হইতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

৩নং প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত জবাব দাখিল করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারী ৯-৭-২০০০ইং তারিখের ৪নং প্রতিপক্ষ বরাবর কথিত নোটিশ ৪নং প্রতিপক্ষের দপ্তরে দাপ্তরিকভাবে পাওয়া যায় নাই। উক্ত কথিত নোটিশে উল্লেখিত স্মারকসমূহ প্রতিপক্ষগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। আরজি সংশোধনী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে লিখিত আপত্তি দিয়া প্রতিপক্ষগণ বলেন যে, নিম্নমান সহকারী (অবঃ) জনাব আব্দুল জব্বার মন্ডলকে স্বপদে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত করা হয় নাই। তাহাকে ২৫-৩-৭১ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করা হইয়াছিল কিন্তু উক্ত নিয়মিতকরণ আদেশটি চাকুরী বহিতে নোট না থাকার কারণে পরবর্তীতে বোর্ড হইতে অন্যান্য অনিয়মিত কর্মচারীদের সহিত ১৬-৪-৯৫ইং তারিখে নিয়মিত করা হয় এবং উহা তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়মিত গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে আব্দুল কাইয়ুম পিয়নকে তাহার চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে অর্থাৎ ২৮-১১-৬৭ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করা হয় নাই। তাহাকে বোর্ড কর্তৃক ২০-১-৮৩ইং তারিখে নিয়মিত করা হয়। উহাও তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে বোর্ডের আদেশে নিয়মিত করা হয়। সংশোধনী দরখাস্তে উল্লেখিত আনিসুর রহমানকে তাহার স্বপদে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত করা হয় নাই। তাহাকে নির্বাহী প্রকৌশলী যান্ত্রিক বিভাগ কর্ণফুলী গত ১-১-৬৬ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করেন। তাহার প্রথম চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ১-৭-৬২ইং। উহা চাকুরী বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইলেও তিনি মেকানিক পদে পদোন্নতির সময় তাহাকে অনিয়মিত হিসাবে চাকুরী বহিতে নোট করা হয়। সেই কারণে পরবর্তীতে অন্যান্য অনিয়মিত কর্মচারীদের সাথে তাহাকেও ২৯-১০-৯৮ইং তারিখে নিয়মিত করা হয়। উহাও তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড বিষয়টি পর্যালোচনান্তে তাহাকে মেকানিক পদে পদোন্নতির তারিখ হইতে অর্থাৎ ৯-৭-৭২ইং তারিখ হইতে তাহার চাকুরীকাল গণ্য করা হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী অনুরূপ পর্যায়ে আদৌ পড়ে না। তাই মামলাটি উপরোক্ত নানাবিধ কারণে খারিজযোগ্য।

বিবেচ্য বিষয়

১। অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকারে আইনতঃ রক্ষণীয় কি না ?

২। অত্র মামলা অত্র রাজশাহী শ্রম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য বা এখতিয়ারভুক্ত কি না ?

৩। দরখাস্তকারী মেকানিক (সি) হালে পদায়িত ফোরম্যান হিসাবে অত্র আদালতে মামলা করিতে অধিকারী কি না ?

৪। দরখাস্তকারী ১১-৩-৯৩ইং তারিখের পরিবর্তে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করার আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার কি না ?

৫। দরখাস্তকারী আর কি প্রতিকার পাইতে হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১। অত্র মামলার দরখাস্তকারী ১নং সাক্ষী হিসাবে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ পক্ষে ৩ জন সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করেন। উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র তাহাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যথারীতি প্রদান পত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দীর্ঘ যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। আমি অত্র মামলার পক্ষদ্বয়ের প্লিডিংস প্রমানে চিহ্নিত কাগজপত্র এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক উদ্ধৃত রুলিং পর্যালোচনা করিয়াছি।

বিবেচ্য বিষয় নং ১

অত্র মামলার যুক্তিতর্ক পেশকালে এই বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি বর্তমান আকার ও প্রকারে চলিতে পারে না মর্মে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য বক্তব্য পেশ করেন নাই। আমার মতে দরখাস্তকারীকে সম সাময়িক কালের ও সম পর্যায়ের কর্মচারীদের মত নিয়মিত না করায় তাহাকে চাকুরীতে নিয়মিতকরণের জন্য তাহার অত্র মামলা দায়ের ব্যতীত কোন গত্যান্তর নাই। তাই এই বিবেচ্য বিষয়টির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় ২

এই বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই মামলার প্রতিপক্ষগণের এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। কাজেই মামলাটির স্থানীয় এখতিয়ার ঢাকা ২য় শ্রম আদালতের ছিল কিন্তু দরখাস্তকারী সেখানে মামলা দায়ের না করিয়া অত্র আদালতে মামলা দায়ের করায় অত্র আদালত এই মামলায় বিচার করার এখতিয়ার রাখেন না। এই সম্পর্কে তিনি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রুলিং ৩৬ ডি, এল, আর (এডি)(১৯৮৪) পৃষ্ঠা- ১৭৯ উদ্ধৃত করেন যাহা পর্যালোচনায় দেখা যায় কোন মামলা একাধিক শ্রম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে ২য় শ্রম আদালত, ঢাকায় সেই মামলা দায়ের করিতে হইবে মর্মে মহামান্য আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের উক্ত রুলিং ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু সরকার ১৯৯৪ সালে এক প্রজ্ঞাপন দ্বারা শ্রম আদালতের ভূখন্ডগত অধিক্ষেত্র সংশোধন করিয়াছেন সেই সংশোধনীতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের উল্লেখিত রুলিং এর ১৮২ পৃষ্ঠায় ২য় শ্রম আদালত, ঢাকার উল্লেখিত ভূখন্ডগত অধিক্ষেত্র এই প্রজ্ঞাপনের ফলে পরবর্তীতে আর কোন মামলায় প্রয়োগযোগ্য হইবে না। আমি দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর সংগে তাহার দাখিলী বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ১৬ই জুন, ১৯৯৪ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই যে, উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২য় শ্রম আদালত, ঢাকায় ভূখন্ডগত অধিক্ষেত্র সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে উপরোক্ত রুলিংএ উল্লেখিত ভূখন্ডগত এখতিয়ার বিশেষ করিয়া উহার ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত "Cases falling with in the concurrent jurisdiction of more than one Labour Court" কথা উল্লেখ নাই। তাই আমি মনে করি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এই রুলিংটি ১৯৯৪ সালের উপরোক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা শ্রম আদালতসমূহের ভূখন্ডগত এখতিয়ার সংশোধিত হওয়ায় বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নহে। তাই এই বিবেচ্য বিষয়টির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩

এই বিবেচ্য বিষয়টি সম্পর্কেও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারী ফোরম্যান হিসাবে কর্মরত রহিয়াছেন এবং তিনি সেই পদে বহাল থাকিয়া অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। কিন্তু ফোরম্যান কোন শ্রমিক সংখ্যার আওতায় পড়ে না। তাই শ্রম আদালতে তাহার আনীত অত্র মামলা আইনতঃ রক্ষণীয় নহে। এই সম্পর্কে তিনি একাধিক রুলিং এর উদ্বৃতি দেন। বিশেষ করিয়া ২৩ টি,এল, আর (এস,সি) পৃষ্ঠা-৬০ প্রদর্শন করেন যাহাতে ফোরম্যান শ্রমিক নহে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীকে ফোরম্যান পদে পদায়ন করা হইয়াছে তাহাকে ফোরম্যান পদে পদোন্নতি বা বেতন স্কেল প্রদান করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইহা অস্বীকার করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষ বিশেষ করিয়া তাহার সাক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৪-৫-২০০০ইং তারিখে (মামলা দায়েরের তারিখ ১৭-৮-২০০০ইং) তাহাকে ফোরম্যান পদে পদায়িত করা হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে মেকানিক (সি) এর কাজই করিয়া আসিতেছেন। প্রতিপক্ষের কোন সাক্ষীই বলেন নাই দরখাস্তকারী কি কি কাজের তদারকি করেন। তদুপরি দরখাস্তকারী বর্তমানে মেকানিক (সি) এর কাজ করেন না এই মর্মেও প্রতিপক্ষের কোন সাক্ষী বলেন নাই। তাহাকে পদায়নের মাত্র ৩ মাস পরেই তিনি এই মামলা দায়ের করেন। সারা জীবন মেকানিক (সি) হিসাবে চাকুরী করেন এবং মেকানিক (সি) হিসাবে নিয়মিত করণের দাবী করেন। তিনি ফোরম্যান হিসাবে নিয়মিতকরণ বা বেতন স্কেল এই মামলায় দাবী করেন নাই বা ফোরম্যান হিসাবে কাজ করায় অধিকারও দাবী করেন নাই। তিনি আরজিতে দরখাস্তকারী হিসাবে উল্লেখ করেন "মোঃ আজগর আলী আকন্দ, মেকানিক (সি) হালে পদায়িত ফোরম্যান"। কাজেই আমি মনে করি দরখাস্তকারীকে নামে মাত্র ফোরম্যান পদে পদায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি মেকানিক (সি) পদে বেতন ভাতা পাইয়া আসিতেছিলেন এবং ইতোমধ্যে তিনি এল,পি,আর এ গিয়াছেন। কাজেই মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের উদ্ধৃত রুলিংটি এই মামলায় এই দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া আমার নিকট মনে হইতেছে না। তাই এই বিবেচ্য বিষয়টির সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৪

ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী ২০-৪-৬৬ইং তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডে ওয়ার্ক চার্জ খাতে সহকারী মেকানিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। অতঃপর ২-১২-৬৭ইং তারিখে তাহাকে মেকানিক (সি) হিসাবে ওয়ার্ক চার্জখাতে বহাল করা হয় যাহা যথাক্রমে দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলী অফিস আদেশ প্রদঃ নং-১ ও ২ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারীর অভিযোগ যে, তাহাকে ১৪-৫-২০০০ইং তারিখে স্ববেতনে ফোরম্যান পদে পদায়ন করা হইলেও তিনি মেকানিকের কাজ সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাহাকে পদোন্নতি বা ফোরম্যান পদের বেতন দেওয়া হয় নাই। তাহার আরও বক্তব্য যে ২৪-৪-৭৯ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১-৩-৬৯ইং তারিখের পূর্বে বা পরে ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে তাঁহাদেরকে স্ব স্ব পদে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। দরখাস্তকারী উক্ত ২৪-৪-৭৯ইং তারিখের একটি অফিস আদেশের ফটোকপি দাখিল করেন যাহা প্রদঃ নং ৩ চিহ্নিত করা হয় কিন্তু উক্ত আদেশে মঞ্জুরীকৃত সেট আপের অনুকূলে এইরূপ কর্মচারীদেরকে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে আত্মীকরণ করার

কথা উল্লেখ রহিয়াছে যাহাদেরকে বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন তারিখের আদেশে ইতোপূর্বে আত্মীকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত প্রদঃ নং-৩ দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে, সকল ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীদেরকে ঐ আদেশমূলে তাহাদের স্ব স্ব পদে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। দরখাস্তকারীর আরও বক্তব্য যে, ২৪-১২-৯৫ইং তারিখের মেমোমূলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন দপ্তর পরিদপ্তরের ওয়ার্ক চার্জ খাতে যে সকল ব্যক্তিকে মঞ্জুরীকৃত শূন্য পদে আত্মীকরণ করা হইয়াছে তাহাদেরকে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত তালিকায় দরখাস্তকারীর নাম ১নং ক্রমিকে উল্লেখ থাকে। এই সম্পর্কে প্রতিপক্ষের প্লিডিংস ও বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য যে, ঐ তালিকায় দরখাস্তকারীর নাম ১নং ক্রমিকে উল্লেখ থাকিলেও উক্ত তালিকাটি জ্যেষ্ঠতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় নাই। দরখাস্তকারী পক্ষে উক্ত তালিকা প্রদঃ-৬ ও ৬/১ চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই তালিকা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় উহা কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত নহে। কারণ উক্ত তালিকার কর্মচারীদেরকে যোগদানের তারিখ, বয়স ঐরূপ জ্যেষ্ঠতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে সাজানো হয় নাই। দরখাস্তকারীর পরবর্তী বক্তব্য যে, তিনি ওয়ার্ক চার্জ খাতে মেকানিক (সি) পদে যোগদান করা সত্ত্বেও তিনি যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত কর্মচারী হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষগণের নিকট বারবার লিখিত ও মৌখিক আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহা কখনও বিবেচনা করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র দৃষ্টে উক্ত বক্তব্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কারণ দরখাস্তকারী ঐরূপ কোন দরখাস্তের অনুলিপি দাখিল করেন নাই বা ঐরূপ কোন দরখাস্ত প্রেরণের ডাক রশিদও দাখিল করেন নাই বা কোন্ কোন্ তারিখে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাও আরজিতে উল্লেখ করেন নাই বা ঐরূপ কোন দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে তলবও করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর আরও বক্তব্য যে তাহাকে ১১-৩-৯৩ইং তারিখ হইতে নিয়মিত পদে আত্মীকরণ করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষগণের দাপ্তরিক আদেশ নির্দেশ মতে তাহাকে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে মেকানিক (সি) পদে নিয়মিত করা আবশ্যক ছিল। ইহার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে আত্মীকরণ করা হইয়াছে এমন অনেক কর্মচারী তাহার অপেক্ষা চাকুরীতে জুনিয়র। এই প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি এবং প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বলা হয় তাহাদের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও পরিদপ্তরে নিযুক্ত ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত শূন্য পদের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে আত্মীকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু দরখাস্তকারী সংশ্লিষ্ট সময়ে ঠাকুরগাঁও এম, ই, ও, বিভাগে কর্মরত থাকাকালে তথায় কোন মঞ্জুরীকৃত শূন্য পদ না থাকায় এবং তাহার কোন আবেদনও না থাকায় তাহাকে আত্মীকরণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রতিপক্ষের ১ ও ২ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য ও প্লিডিংস মোতাবেক প্রতীয়মান হয় দরখাস্তকারী ১-৩-৬৯ ইং তারিখ হইতে নিয়মিত করণের জন্য কখনও কোনরকম দরখাস্ত বা আবেদন না করা সত্ত্বেও ১৯৯৩ সালে মঞ্জুরীকৃত শূন্য পদসমূহ অন্যান্য কর্মচারীগণের ন্যায় তাহাকেও ১১-৩-৯৩ইং তারিখ হইতে নিয়মিতকরণ করা হয় কিন্তু ঢালাওভাবে কাহাকেও তাহাদের স্ব স্ব চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিত করা হয় নাই। উভয় পক্ষের প্লিডিংস ও সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় দরখাস্তকারী কর্তৃক জনৈক আঃ জব্বার মন্ডল, আঃ কাইয়ুম এবং আনিসুর রহমানকে যথাক্রমে ২১-১২-২০০০, ৪-৬-২০০০ ও ১৭-১-২০০০ইং তারিখ হইতে এমনকি তাহাদের কাহারও কাহারও অবসর গ্রহণের পরও তাহাদেরকে স্ব স্ব নিয়োগের তারিখ হইতে আত্মীকরণ করা হয় মর্মে দাবী করা

হয়। সেই মর্মে দরখাস্তকারী কর্তৃক যথাক্রমে প্রদঃ নং ৭ (৬) ও ৭ (৫) আদেশের ফটোকপি দাখিল করা হয়। এইরূপ আদেশের অস্তিত্ব প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেন না, তবে প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে তাহাদেরকে ইতোপূর্বেই প্লিডিংসয়ে বর্ণিত তারিখে নিয়মিতকরণ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের চাকুরী বহি ও অন্যান্য কাগজপত্রে ভুল লিখনের কারণে পরবর্তীতে উক্ত আদেশ সংশোধন করিয়া পুনঃ নিয়মিতকরণ আদেশ প্রদান করা হয় এবং তাহা তাহাদের আবেদন ও দাপ্তরিক সুপারিশের ভিত্তিতে করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করিয়াছি যে, দরখাস্তকারী তাহার যোগদানের তারিখ হইতে নিয়মিতকরণের জন্য কোন আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট কখনও দাখিল করিয়াছিলেন দরখারস্তকারী তাহা অত্র আদালতে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। দরখাস্তকারী প্লিডিংস বহির্ভূতভাবে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, জনৈক অবসরপ্রাপ্ত আজিজুর রহমানকে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে ১৫-৪-২০০১ইং তারিখের আদেশ (প্রদঃ-৭)মূলে এবং জনৈক সৈয়দ আবুল মাকসুদ মিয়া কে মেকানিক (সি) অবসরপ্রাপ্ত একই তারিখ হইতে ৭-৪-২০০১ইং তারিখের আদেশ (প্রদঃ-৭/২) মূলে নিয়মিত করা হয়। কিন্তু এই আদেশদ্বয়ের বক্তব্য আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি প্লিডিংস বহির্ভূত। তবে দরখাস্তকারী ১নং সাক্ষী হিসাবে এই মামলায় সাক্ষ্য দানকালে উক্ত সংশ্লিষ্ট আদেশের ফটোকপি দাখিল করেন। এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে জেরায় সাজেশন দেন যে, তাহাদের স্যাংশন পোষ্ট ছিল জন্য নিয়মিত করা হইয়াছে। উক্ত আদেশদ্বয়ে উল্লেখিত কর্মচারীদ্বয়কে তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়মিত করা হয় তাহা উক্ত আদেশদ্বয়ে উল্লেখ নাই। উপরোক্ত আঃ জব্বার মাল, আঃ কাইয়ুম এবং আনিসুর রহমানের ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর দাবী যথার্থ প্রতীয়মান না হইলেও শেষোক্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় যথা আনিসুর রহমান ও সৈয়দ আবুল মাকসুদ মিয়া কে ১৫-৪-২০০১ইং ও ৭-৪-২০০১ইং তারিখের আদেশের ভিত্তিতে নিয়মিত করার প্রেক্ষিতে এই মামলার দরখাস্তকারীকে নিয়মিত করার দাবী সরাসরি প্রত্যাখান করা যায় না। কারণ আজিজুর রহমানের ক্ষেত্রে শূন্য পদের অনুকূলে নিয়মিত করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও আবুল মাকসুদ মিয়া কে শূন্য পদের অনুকূলে নিয়মিত করার বক্তব্য তাহার আদেশে উল্লেখ নাই। যেহেতু দরখাস্তকারী ১-৩-৬৯ইং তারিখের অনেক পূর্বে উক্ত কর্মচারীদ্বয়ের মত মেকানিক (সি) পদে চাকুরীতে যোগদান করেন সেই কারণে অত্র দরখাস্তকারীও ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিত হওয়ায় হকদার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যেহেতু এই ব্যক্তিদ্বয়ের নিয়মিতকরণ সম্পর্কে কোন বক্তব্য এই মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয় নাই বা আরজি সংশোধনীর দরখাস্তেও উল্লেখ করা হয় নাই এবং সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দানকালে উল্লেখ করা হয় এবং সেই মর্মে শুধুমাত্র আদেশের ফটোকপি দাখিল করা হয়। কাজেই শুধু উহার ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর অনুকূলে ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিতকরণ সম্পর্কে এই মুহূর্তে অত্র আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা আইন ৫ ন্যায়সংগত হইবে না কারণ উক্ত আদেশে মূল কপি বা সংশ্লিষ্ট নথি পত্র কোন কিছুই অত্র আদালতে দাখিল করেন নাই যাহা প্রতিপক্ষগণের দপ্তরেই রহিয়াছে। তাই আমি মনে করি যে দরখাস্তকারীর অনুরূপ সম পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মোঃ আজিজুর রহমান ও সৈয়দ আবুল মাকসুদ মিয়াকে প্রকৃত পক্ষেই শূন্য পদের অজুহাত ছাড়াই ১-৩-৬৯ইং তারিখ হইতে নিয়মিতকরণ করা হইয়া থাকিলে প্রতিপক্ষ বিশেষ করিয়া ১, ২, ও ৪নং প্রতিপক্ষ বিষয়টি তাহাদের দপ্তরে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও সার্ভিস বই এবং সরকারী স্মারক, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি (যাহা তাহাদের দপ্তরে সংরক্ষিত রহিয়াছে কিন্তু অত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই) তাহার গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করিয়া এখন হইতে ২ মাসের

মধ্যে দরখাস্তকারীকে নিয়মিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে দরখাস্তকারী অপেক্ষা সম পর্যায়ের কোন জুনিয়র কর্মচারীকে উক্ত তারিখ হইতে নিয়মিতকরণ করা হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রেও দরখাস্তকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর হিসাবে উপরোক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদ্বয়ের ন্যায় নিয়মিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন। অনুরূপভাবে অত্র বিবেচ্য বিষয়টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ৫

দরখাস্তকারী আর কোন প্রতিকার পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলা দোতরফা সূত্রে ১ হইতে ৪ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এবং একতরফাসূত্রে ৫নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায়ের গর্ভে উল্লেখিত ফাইন্ডিংস মোতাবেক মঞ্জুর হয়। আজ হইতে ২ মাসের মধ্যে ১, ২ ও ৪ নং প্রতিপক্ষ রায়ের গর্ভে ফাইন্ডিংসে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট দপ্তর নথি, চাকুরী বহি ও বিভাগীয়/সরকারী প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দরখাস্তকারীকে নিয়মিতকরণের বিষয়ে আইন ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

মোঃ মোজাম্মেল হক
চেয়ারম্যান।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।